উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 December 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 205

নিরপেক্ষতায়
দুর্নীতির বিরুদ্ধে
মানুষের খবরে

আমরাই নাম্বার ১

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

www.rera.wb.gov.in
WBRERA/P/SOU/2024/001964

Discover the Art of Luxurious Living

... where the essence of luxurious living meets the practicality of affordability. Situated in a prime location and designed with an eye for elegance and comfort, 4Sight Superia redefines modern urban living with a unique blend of sophistication and convenience. Every aspect of these high-rise apartments has been meticulously crafted to cater to your aspirations, offering not just a residence but an exceptional lifestyle experience. With our guiding principle that "luxury is affordable," 4Sight Superia invites you to embrace a new standard of living where your dreams of opulence are within reach, without compromise.

- Community Banquet with extended terrace
- Children's Play Area
- Indoor Games
- Swimming Pool & Kids' Pool
- Landscaped Yoga Deck
- Gymnasium

4 SIGHT Superia

Developer
GANGULY GROUP

Co-Developer
ZION REALTY

COMMERCIAL & RESIDENTIAL

81000 90990

Building Value

4 Sight Prestige, 1st Floor, 159 Garia Station Road, Kolkata 700 084
E-mail: myhome@gangulygroup.in | www.gangulygroup.in

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 December 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 205

শর্তসাপেক্ষে পার্থকে সুপ্রিম জামিন বার্তা

নয়ের পাতায়

প্রিয়াংকার ভাষণে ইন্দিরার ছায়া

নয়ের পাতায়

জামিন পেয়ে বেরিয়ে আসছেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল।

জামিন পেলেন সন্দীপ, অভিজিৎ

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : ৯০ দিন পার। আদালতে চার্জশিট জমা দিতে ব্যর্থ সিবিআই। আইন মেনে তাই সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর করল আদালত। আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় প্রধান অভিযুক্ত এই দুজন। প্রথমজন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। দ্বিতীয়জন টালা থানার প্রাক্তন ওসি।

শিয়ালদা আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং খুনের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে মামলা চলছে। তবে জামিন পেলেও এখনই জেলমুক্তি হবে না সন্দীপের। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলাতেও প্রধান অভিযুক্ত তিনি। তবে অভিজিৎ শুক্রবারই ছলছল চোখে স্ত্রীর হাত ধরে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। ২ হাজার টাকার বন্ডে এবং তদন্তে সহযোগিতা করার শর্তে এই দুজনের জামিন মঞ্জুর করে আদালত।

শিয়ালদা আদালতের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ জুনিয়ার ডাক্তাররা। হতাশায় আচ্ছন্ন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা। জুনিয়ার ডক্টরস ফোরামের পরিচিত মুখ অনিকেত মাহাতো শনিবার বলেন,

এরপর দশের পাতায়

চার্জশিট বিতর্ক

- চার্জশিট জমা দিতে হয় মামলা দায়েরের ৯০ দিনের মধ্যে
- আদালতের আরও ৯০ দিন সময় বাড়ানোর অধিকার আছে
- আরজি কর মামলায় আদালত সেই আইন প্রয়োগ করল না
- শুধু ২ হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর হল
- তদন্তে সহায়তার শর্তও দিয়েছেন বিচারক

সাদা চোখে
সাদা কথায়

দিঘা বনাম পুরী, পিছনে লুকিয়ে ধর্মের কাড়াকাড়ি

গৌতম সরকার

ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ! মহাফ্যাসাদ যাকে বলে! শুভেন্দু অধিকারীর 'গুসসা' কি এমনি এমনি আসে! উঠতে-বসতে মুসলিম তোষণের অভিযোগে যাঁকে গাল দেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠতে চাইছেন হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ন! তার ওপর বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগের আবহে পরিচিত মুখ ইসকনের কর্মকর্তা রাধারমণ দাস এখন মমতার পাশে। রাগে চুল ছেঁড়ার দশা আর কী!

পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির গড়ার পিছনে মমতার হিন্দুত্বের পালের হাওয়ায় ভাগ বসানোর উদ্দেশ্য না বোঝার কিছু নেই। কিন্তু সেই উদ্যোগের সমর্থনে ইসকন কর্মকর্তার দাঁড়িয়ে পড়াটা শুভেন্দুর পক্ষে বিড়ম্বনার বৈকি। বেগতিক বুঝে শুভেন্দুকে তাই বলতে হচ্ছে, পুরীর মন্দিরের বিকল্প হয় না। কেদারবদ্রীর মতো আরেকটা মন্দির হয় নাকি! হিন্দুরা এ সব মেনে নেবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ ২০২২-এর মে মাসে মন্দিরটির নির্মাণ শুরু হওয়ার পর এতদিন এ সব শোনা যায়নি কাঁথির অধিকারী পরিবারের মেজো ছেলের মুখে। বাংলাদেশে অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হয়ে ওঠায় চেষ্টার কসুর রাখেননি তিনি। মমতা হোন আর শুভেন্দু, দুজনের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান আবহ হয়ে উঠেছে ভোটের অস্ত্র। আর ধর্ম-রাজনীতির এই দাপটে আড়ালে চলে গিয়েছে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা। মূল্যবৃদ্ধি, আবাস যোজনায় দুর্নীতি মায় আরজি কর এখন ফিকে।

ওইসব বিষয়ে কর্মসূচি শিকেয় তুলে এমনকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বারবার তাগাদা সত্ত্বেও সদস্য সংগ্রহ অভিযানে শুভেন্দুকে তেমনভাবে দেখা যায়নি। বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সহ ছোট-বড় বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের ব্যানারে কখনও কলকাতায়, কখনও সীমান্তে সভা, মিছিল করেছেন। বাংলাদেশ বিরোধিতার ধ্বজা তুলে আসলে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। লক্ষ্য সেই ক্ষমতা। তৃণমূল ছাড়ার পর থেকে তৃণমূলের প্রতি শুভেন্দুর ঘৃণা প্রায় জাতিবিদ্বেষের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

বারবার তৃণমূলকে হারানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শুভেন্দুর রাগ আরও বাড়ছে। সরকার থেকে নিজের আদি দলটাকে সরাতে অন্য কোনও উপায় না পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের যোগী আদিত্যনাথ হয়ে উঠতে মরিয়া এখন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশকে বার্তা

'বাংলাদেশ যেন নিজেদের স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।' শুক্রবার লোকসভায় ঢাকাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

কটূক্তি দিলীপের

বাংলাদেশকে কখনও ভিখারি বলে, আবার কখনও তাদের সামরিক শক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে তিনি বলেন, 'সিংহের সঙ্গে কুকুরের লড়াই হয় না।'

বিস্তারিত দশের পাতায়

খেতাবের সঙ্গে বিতর্কও। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর ট্রফি হাতে গুকেশ। শুক্রবারই রাশিয়া অভিযোগ তুলল ইচ্ছাকৃতভাবে হেরেছেন ডিং।

বিনা বাধায় জলাভূমি ভরাট

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ ডিসেম্বর : চোখের সামনে ভরাট হয়ে যাচ্ছে পুকুর। রোজ তাতে পড়ছে লরি লরি বালি। একটু একটু করে 'মরে যাচ্ছে' আস্ত জলাশয়টি। ইসলামপুর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবডাঙ্গিপাড়ায় প্রকাশ্যে জলাভূমি ভরাট হলেও প্রতিবাদ করার কেউ নেই।

ভেড়ানি পুকুরের অনেকটা অংশ দখল করে ইতিমধ্যে বেশকিছু পাকা বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে পুরসভার কাউন্সিলার এবং ইসলামপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে। শুক্রবারও জলাভূমি ভরাট চলেছে অবাধে। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ভূপেন সুব্বা যেমন টিম পাঠিয়ে ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন, তেমনই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত জলাভূমি ভরাট রুখতে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন, এতদিন কি তাঁদের চোখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল? নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য?

ইসলামপুর শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় গত দুই দশকে প্রশাসনের নাকের ডগায় একের পর এক জলাভূমি লোপাটের নজির রয়েছে। জমি মাফিয়াদের দাপটে এবং প্রভাবশালী যোগে জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে কড়া আইন থাকলেও কার্যত সবই লাটে উঠেছে। এদিন শিবডাঙ্গিপাড়ায় জলাভূমি ভরাটের ঘটনা সামনে আসতেই ফের একবার বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, বিশাল ওই জলাভূমি থেকে জল বের করার জন্য পাম্পসেট বসানো হয়েছে। সঙ্গে ট্র্যাক্টরে করে মাটি এনে জলাভূমি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। সহজে যাতে কারও নজরে না পড়ে তার জন্য ঘেরা দেওয়া হয়েছে।

শিবডাঙ্গিপাড়ার ওই এলাকার জলাভূমি ও ভেড়ানি পুকুরটি ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। কয়েক বছর ধরেই এই পুকুরের চারপাশ দিয়ে জলাভূমি দখল হচ্ছিল একটু একটু করে। এবার কার্যত পুরো পুকুরটাই বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন এলাকা ঘুরে পুকুরের মালিক কে, সেই খোঁজ করলেও কেউ সদুত্তর দিতে পারেননি।

স্থানীয়দের একজন বলছেন, 'একের পর এক জলাভূমি লোপাট হয়ে গিয়েছে। সকলেই সব জানে। কিন্তু যাঁদের হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁরা কার্যত নীরব দর্শক সেজে আছেন।' বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী তথা ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পার্থ ভদ্রর কথায়, 'একের পর এক জলাভূমি ভরাটের জেরে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে জলাভূমিকে কেন্দ্র করে থাকা বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। ইসলামপুরে জলাভূমি নিয়ে উদাসীনতা আগামী দিনের জন্য মারাত্মক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

ইসলামপুরের শিবডাঙ্গিপাড়ায় জলাভূমি ভরাট।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

বকেয়া চাওয়ায় ঠিকাদারকে মারধর

দুইয়ের পাতায়

সিপি'র নাম ভাঁড়িয়ে প্রতারণা

দুইয়ের পাতায়

অন্তর্বিভাগ চালু এখনও অনিশ্চিত

তিনের পাতায়

বিচারপতির রোষে পুলিশ

'কুখ্যাত' ভক্তিনগর থানা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : কতটা খারাপ হলে তাকে কুখ্যাত বলা যায়?

এ নিয়ে তর্ক বহুদূর যেতেই পারে। কিন্তু যদি আদালতে বিচারপতির সিংহাসনে বসে কেউ 'কুখ্যাত' তকমা সেঁটে দেন, তবে? না, এ তকমা কোনও দুষ্কৃতীকে দেওয়া হয়নি, পেয়েছে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের অধীন ভক্তিনগর থানা। আর যা নিয়ে এখন শোরগোল পুলিশ মহলে।

শুধু ভক্তিনগর অবশ্য নয়, বিচারপতির ক্ষোভের মূলে রয়েছে মাটিগাড়া থানাও। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এই তকমা দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর কথায়, 'ভক্তিনগর থানা একটি নটোরিয়াস (কুখ্যাত) থানা। শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকায় এই থানা এখন মাথাব্যথার কারণ।' পরে বিচারপতির সংযোজন, 'শুধু ভক্তিনগর নয়, মাটিগাড়া থানাও দিন-দিন উত্তরবঙ্গের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

আসামির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর না হওয়া সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এভাবেই কমিশনারেটের দুই থানাকে ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। সরকারপক্ষের আইনজীবীকে তিনি বলেন, 'জেনারেল ডায়েরি করার জন্য কিংবা অভিযোগ দায়েরের জন্যও যদি হাইকোর্টে আসতে হয়, তাহলে বিচার পেতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। আসলে থানায় এমন একটা কালচার চলছে, যা পুরো প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে।'

শ্যামপুকুর থানার একটি মামলার আসামি শিলিগুড়িতে আছে বলে জানানো হয়েছিল ভক্তিনগর থানাকে। অভিযোগকারীর দায়ের করা সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারপক্ষের আইনজীবী সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে দেখা যায়, শ্যামপুকুর থানার কাছ থেকে খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানা ওই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছিল ঠিকই। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে ধৃতকে তোলা হলে তার ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদনই জানানো হয়নি। ফলে জলপাইগুড়ি জেলা আদালত অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে আসামিকে ছেড়ে দেয়।

এরপর দশের পাতায়

পর্যবেক্ষণ

ভক্তিনগর থানা একটি নটোরিয়াস (কুখ্যাত) থানা। শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকায় এই থানা এখন মাথাব্যথার কারণ

মাটিগাড়া থানাও দিন-দিন উত্তরবঙ্গের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

থানায় এমন একটা কালচার চলছে, যা পুরো প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে

একটা ১৫ কিলোমিটারের রাস্তা নিঃশব্দে দেখাচ্ছে শিক্ষার বিপ্লব। অজস্র স্কুল সেখানে পরপর। কালিয়াচক নিজের দুর্নাম মুছে বাংলাকে সন্ধান দিচ্ছে নতুন পথের। উত্তরবঙ্গ সংবাদে শুরু হল নতুন সিরিজ। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

কুরবানের হাত ধরেই বিপ্লবের পথে

ও আলোর পথযাত্রী

রণবীর দেব অধিকারী ও সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৩ ডিসেম্বর : রাস্তার ধারে স্কুল। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ঝাঁক অভিভাবক। সবার আলোচনায় কিন্তু ছেলেমেয়ের পড়াশোনা। কেমন চলছে ক্লাস? কেমন হচ্ছে পড়াশোনা? সবারই মুখচোখ সিরিয়াস।

কলকাতার বড় বড় স্কুলের সামনে যে দৃশ্য দেখা যায়, অবিকল সেই দৃশ্য কালিয়াচকের পথে উঠে এসেছে।

সবাই জানতে চাইতে পারেন, কী করে কালিয়াচক দেখল শিক্ষার মহাবিপ্লব?

এই বিপ্লব অবশ্য একদিনে ঘটেনি। কালিয়াচকের শিক্ষিত যুবসমাজ 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' বলে এগিয়ে এসে হালটা ধরেছিল বলেই আঁধার ঘুচিয়ে আলোর দিশারি হতে পেরেছে কালিয়াচক।

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে উঠে আসছে একটা তথ্য। ২০০৩ সালে ৮ বন্ধুকে নিয়ে শুরুটা করেছিলেন মোজমপুরের মহম্মদ কুরবান শেখ। কুরবানের জীবনও রোমাঞ্চে ভরা। বহু অসম লড়াই-

কালিয়াচকের একটি স্কুলের ছাত্ররা।

সংগ্রাম করে উঠে এসে আজ তিনি কালিয়াচকের শিক্ষা জগতে 'পথিকৃৎ'। কুরবানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কালিয়াচকে এই শিক্ষা-বিপ্লবের বহু নেপথ্য কাহিনী।

মাত্র ২ বছর বয়সে পিতৃহারা হন কুরবান। পরিবারে দুই দিদি ও বিধবা মায়ের তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছেন তিনি। তাঁর নিজের কথায়, 'ছোটবেলাতেই বাবা মারা যাওয়ায় খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কেটেছে আমার শৈশব। বোমা-গুলির শব্দ শুনে প্রতিনিয়ত ভয় ও আতঙ্ক বুকে নিয়ে বড় হয়েছি। মোজমপুরে তখন এলাকা দখল নিয়ে গোলমাল লেগেই থাকত। আমরা কোনওদিন গোলমালে জড়াইনি। তবু পুলিশের ভয়ে রাতের পর রাত বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়েছে।'

এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই পড়াশোনা করে স্নাতক হওয়ার পর কুরবানের মাথাতেই

এরপর দশের পাতায়

জামিন সত্ত্বেও রাতে জেলে

শোয়ার ঘরে গ্রেপ্তার 'পুষ্পা'

হায়দরাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর : নায়ক গ্রেপ্তার। যাঁর জন্য জনপ্রিয়তা শুধু আসমুদ্রহিমাচল নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, কয়েক ঘণ্টা তাঁকে থাকতে হল পুলিশি ঘেরাটোপে। দক্ষিণ ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই আইকনিক সুপারস্টার আর কেউ নন আল্লু অর্জুন। যাঁর সৌজন্যে 'পুষ্পা ২' সিনেমা ইতিমধ্যে ১০০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। সেই সুপারস্টারকে কি না শোয়ার ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

অভিযোগ, তাঁকে প্রাতরাশ করা ও পোশাক পালটানোর সুযোগ দেয়নি তেলেঙ্গানার পুলিশ। হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসে তাঁর বাড়ির ভিতর ঢুকে পুলিশ তাঁকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। যে সময় তিনি 'ফ্লাওয়ার নেহি, ফায়ার হ্যায়' লেখা টি-শার্ট পরে বাড়িতে বসেছিলেন। ওই পোশাকেই স্ত্রী স্নেহা রেড্ডির গালে চুমু খেয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন।

দিনের শেষে আদালত জামিন দিলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাননি আল্লু অর্জুন। জেলে জামিনের নির্দেশ পৌঁছোতে দেরি হওয়ায় জানিয়ে দেওয়া হয় শনিবার সকালের আগে তাঁকে ছাড়া হবে না। যদিও দিনভর দেশবিদেশের কৌতূহলী নজর ছিল টিভির পর্দায়। তাঁর গ্রেপ্তার নিয়ে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক তজাও। তেলেঙ্গানায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে এই সুযোগে নিশানা করে বিআরএস ও বিজেপি। বিআরএস নেতা কেটি রামারাওয়ের মতে, জনসমর্থন হারিয়ে ভয় পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি।

হাসপাতাল থেকে মেডিকেল পরীক্ষা সেরে বেরিয়ে আসছেন আল্লু।

রামারাওয়ের অভিযোগ, যে ঘটনার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার সঙ্গে অর্জুন সরাসরি যুক্তই নন। তা সত্ত্বেও তাঁর মতো অভিনেতার সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করা হয়েছে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। রেবন্ত রেড্ডির পালটা বক্তব্য, 'আইনের চোখে সবাই সমান।

এরপর দশের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

2 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ S

আবাস নিয়ে আন্দোলনে সিপিএম

নকশালবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে শুক্রবার দিনভর বিক্ষোভ চলল নকশালবাড়ি বিডিও অফিস চত্বরে। এদিন বাংলা আবাস যোজনায় চা শ্রমিকদের নাম বাতিল নিয়ে আন্দোলনে নামে সিপিএম। সিপিএম নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা। বিডিওকে অফিসে না পেয়ে দপ্তরের মেইন গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান চা শ্রমিকরা। পরে নকশালবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

গত মঙ্গলবার সিটুর জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষের নেতৃত্বে নকশালবাড়ি ব্লকের মানঝা চা বাগানের ৮০ জন শ্রমিকের নাম আবাস তালিকা থেকে বাতিলের অভিযোগে বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেদিন দপ্তরে বিডিওকে না পাওয়ায় শুক্রবার মানঝা সহ বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেয় সিপিএম নেতৃত্ব।

পথ অবরোধ নকশালবাড়িতে

এদিন প্রথমে নকশালবাড়ির পানিঘাটা মোড় থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে যান সিপিএমের কর্মী-সমর্থক ও চা শ্রমিকরা। তবে কর্মসূচির বিষয়টি আগাম জানিয়েও বিডিওকে অফিসে না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তাঁরা। পরে ঘণ্টাখানেক বিডিও অফিসের মেইন গেট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান। পরে জয়েন্ট বিডিও যাদব রায়কে ৬ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা।

চা শ্রমিকদের অভিযোগ, নকশালবাড়ির বেলগাছি, মানঝা ও নকশালবাড়ি চা বাগান মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন চা শ্রমিকের নাম আবাস তালিকা থেকে বাতিল হয়েছে। এজন্য পুনরায় সার্ভে করে নাম নথিভুক্ত করার দাবি জানান তাঁরা। একইসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে সমীক্ষা করে নাম নথিভুক্ত করার দাবি জানানো হয়।

সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'কর্মসূচির কথা আগাম জানিয়েও বিডিওকে দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্লক প্রশাসন গাফিলতি এড়াতে চাইছে। যে সমস্ত বাগানের শ্রমিকদের নাম বাতিল হয়েছে তাঁদের নাম এক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় তালিকায় তুলতে হবে। নাহলে বিডিও অফিসের দেওয়াল সুরক্ষিত থাকবে না।'

হাতি-বন্ধু মেলা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : মানুষ-হাতির সংঘাতে মৃত বন্যপ্রাণ ও বনকর্মীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে উদ্বোধন হল হাতি-বন্ধু মেলা। কার্সিয়াং বন বিভাগ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দ্য জাম্বো ট্রুপস'-এর উদ্যোগে শুক্রবার বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জের কম্পাউন্ডে মেলার উদ্বোধন করেন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (সিসিএফ)-হিল সার্কেল সমীর গজমের। হাতি লোকালয়ে ঢুকলে কীভাবে সংঘাত এড়ানো সম্ভব এবং কী ধরনের ফসল চাষে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম, এসব ব্যাপারে আলোচনা করতে উত্তরবঙ্গে প্রথমবার এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে ঋকজ্যোতি সিংহ জানান, এদিন স্থানীয় চাষিরা অর্গানিক সবজি নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বনজ দ্রব্যের স্টল রয়েছে। বিকেল তিনটে থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত তিনদিন ধরে মেলা চলবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিএফও (কার্সিয়াং) দেবেশ পান্ডে।

নয়া কমিটি

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ফাঁসিদেওয়া সার্কেলের পুরোনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হল। শুক্রবার লিউসিপাকড়িতে সংগঠনের পদাধিকারী এবং সদস্যরা এই কমিটি গঠন করেন।

সিপি'র নাম ভাঁড়িয়ে টাকা দাবি, প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : পুলিশের ঘরে সিঁধ কাটল চোর। একের পর এক সাইবার প্রতারণার অভিযোগ উঠছে। সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন পুলিশকর্তারা। অথচ একজন পুলিশকর্মী প্রতারকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে খোয়ালেন কুড়ি হাজার টাকা।

কী ঘটনা? কাজের ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের হেডকোয়ার্টারে কর্মরত প্রিজন ভ্যানচালক উদয় রায়ের ফোনে হেডকোয়ার্টারের মেজর অফিস থেকে কল আসে। রিসিভ করা মাত্র অন্য একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে বলা হয়, 'এটা ম্যাজিস্ট্রেটের নম্বর। এখনই কল করতে হবে।' মেজর অফিসের নির্দেশ। তাও আবার কল করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেটকে। এতটুকু সময় নষ্ট করেননি উদয়।

এদিকে, ফোন তুলে একজন নিজেকে পুলিশ কমিশনার হিসেবে পরিচয় দেওয়ায় আরও ঘাবড়ে যান ওই পুলিশকর্মী। অপরপ্রান্ত থেকে ব্যক্তিটি তারপর বলেন, 'কুড়ি হাজার টাকা ভীষণ দরকার।' শহরের 'পুলিশ কমিশনার' নিজে সাহায্য চেয়েছেন, সেটা কি আর প্রত্যাখ্যান করা যায়। মোবাইলে ওই ফোন নম্বর থেকে মেসেজও চলে আসে। সেখানে ছিল, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য।

তড়িঘড়ি উদয় নিজের ভাইকে ওই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে বলেন। 'সিপি'কে সাহায্য করে তখন তাঁর চোখেমুখে গর্বের ছাপ স্পষ্ট। মুখে চওড়া হাসি। খোশমেজাজে হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিলেন উদয়। তারপরই মেজর অফিস থেকে এল ফোন। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল উদয়ের হাসি। তিনি যে অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়েছেন, সেটা পুলিশকর্মীর বুঝতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক এই ঘটনা জানাজানি হতেই পুলিশ কমিশনারেটজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মেজর অফিসেই নাকি প্রথম ভুয়ো কলটা এসেছিল। 'ম্যাজিস্ট্রেট'-এর বলে একটি ফোন নম্বর দেওয়া হয় সেখানে। মেজর অফিস সবটা বিশ্বাস করে নেয়। যার খেসারত দিতে হল উদয়কে। গোটা ঘটনায় বিরক্ত কর্তারা। যাঁরা সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতন করছেন সবাইকে, তাঁরাই যদি প্রতারণার শিকার হন, তাহলে ভুল বার্তা যাবে সমাজে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য বলছেন, 'খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওই চক্রকে ধরব।'

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার। মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও শুক্রবার সবটা প্রকাশ্যে আসে। ঘটনার পর পুলিশকর্তারা সমস্ত কর্মীকে সাবধান করে দিচ্ছেন, এধরনের ফোন কল থেকে দূরে থাকতে।

পুলিশের 'ঘরে' চুরি

- প্রথমে মেজর অফিসে কল করে ম্যাজিস্ট্রেটের ভুয়ো নম্বর দেয় প্রতারকরা
- উদয়কে ওই নম্বরে কল করতে বলা হয় মেজর অফিস থেকে
- উদয়ের ফোন তুলে পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয় এক ব্যক্তি
- কুড়ি হাজার টাকা চেয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য পাঠানো হয়
- পুলিশ মানুষকে সচেতন করে, এবার খোদ পুলিশকর্মী ফাঁদে পা দেওয়ায় বিড়ম্বনা

অভিযোগ না নিয়ে হয়রানি পুলিশের

বকেয়া চাওয়ায় মার ঠিকাদারকে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : ফের কাঠগড়ায় মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। বুকে বোল্ডার চাপা দিয়ে শিলিগুড়ির এক ঠিকাদারকে প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বপন ও তাঁর শাগরেদদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বকেয়া মেটানোর নামে বৃহস্পতিবার ওই ঠিকাদারকে মালবাজারে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বপন। ২০২৩ সালে পুরসভার প্যাডে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার আকাশ মুসাড্ডির সংস্থাকে সোলার হাইমাস্ট লাগানোর জন্য কোটি টাকার বেশি ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিলেন পুর চেয়ারম্যান। কাজ শেষ করার পরও দীর্ঘদিন থেকে ৯০ লক্ষ টাকার বেশি বকেয়া মেটাচ্ছিল না পুরসভা। সেই টাকা চাইতেই তাঁকে পরিকল্পনামাফিক হত্যার চেষ্টা হয়েছে বলেই অভিযোগ তুলেছেন আকাশ।

শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি থানার সামনে অভিযোগপত্র হাতে আকাশ মুসাড্ডি।

আকাশের যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বপন। তাঁর কথা, 'সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার পাঁচটি হাইমাস্ট লাগিয়েছিলেন। কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া আছে। তা চাইতে তিনি পুরসভাতে এসেছিলেন। তিনি যেসব হাইমাস্ট লাগিয়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি অকেজো হয়ে রয়েছে। সেগুলি ঠিক করে দিয়ে বকেয়া নিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কোটি টাকা বকেয়ার কথা জানা নেই। পুরসভার বাইরে কী হয়েছে তার দায়িত্ব আমার নয়। আমার নাম জড়িয়ে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।'

মালবাজার থেকে প্রাণ হাতে ফিরে দু'দিন থেকে অভিযোগপত্র হাতে শিলিগুড়ি থানা ও খালপাড়া আউটপোস্টে ঘুরছেন ওই ঠিকাদার। তবে নানা অজুহাতে পুলিশ তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করছে না। আকাশের কথা, 'গুন্ডাদের হাত থেকে বেঁচে পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ ভরসা দিতে পারল না। শিলিগুড়ি থানা প্রথমে বলেছিল খালপাড়া আউটপোস্টে যেতে। খালপাড়া থেকে আমাকে শিলিগুড়ি থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার শিলিগুড়ি থানায় এলে একবার বলা হয়, আইসি'র অনুমতি ছাড়া অভিযোগ নেবে না। আবার এক আধিকারিক বলেন, মালবাজার থানায় যেতে। থানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' শুক্রবার রাতেও শিলিগুড়ি থানা থেকে অভিযোগ না নিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আকাশকে।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কোনও আধিকারিকই বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি।

এদিন রাতে থানার সামনে দাঁড়িয়ে কার্যত অসহায় আকাশ জানান, চেয়ারম্যানের আশ্বাস মতো বৃহস্পতিবার বেলা ১টা নাগাদ মাল পুরসভায় গিয়েছিলেন তিনি। আলোচনার জন্য চেয়ারম্যানের কয়েকজন লোক তাঁকে বিসর্জনঘাটের কাছে শুনসান জায়গায় ডেকে নিয়ে যান। তারপরই বকেয়া চাওয়ার জন্য অকথ্য গালাগালের পর মারধর শুরু করেন। সেই সময় মাটিতে ফেলে তাঁর বুকের উপর বোল্ডার চাপা দেওয়া হয়। দ্রুত মালবাজার ছেড়ে না গেলে এবং ভবিষ্যতে বকেয়া চাইতে শহরে ঢুকলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। আকাশের বক্তব্য, 'দিনের বেলায় ওরা এভাবে হামলা করবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আতঙ্কে আছি। পুলিশের সঙ্গেও স্বপন সাহার বোঝাপড়া রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। আমি আদালতের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করব।'

তাঁর উপর হামলার জন্য লিখিত অভিযোগপত্রে পিনাকী চন্দ নামে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন আকাশ। পিনাকীর বক্তব্য, 'হাইমাস্ট লাগানোর কাজে সাব-ঠিকাদার হিসাবে কাজ করেছিলাম। আকাশের সংস্থার কাছে বকেয়া পেতাম। সেই টাকা না মেটানোয় বৃহস্পতিবার আকাশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়েছে। কিন্তু বুকে পাথর চাপা দেওয়ার অভিযোগ বানানো।' আকাশই তাঁকে হুমকি দিয়েছেন বলে পালটা অভিযোগ তুলেছেন পিনাকী। তবে তাঁকে হুমকি দেওয়া হলেও কেন তিনি আকাশের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন না সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি পিনাকী।

মালে গুন্ডাগিরি

- কাজ শেষ করার পরও ৯০ লক্ষ টাকার বেশি বকেয়া মেটাচ্ছিল না মাল পুরসভা
- টাকা চাইতেই পরিকল্পনামাফিক হত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ
- দু'দিন থেকে অভিযোগপত্র হাতে শিলিগুড়ি থানা ও খালপাড়া আউটপোস্টে ঘুরছেন ওই ঠিকাদার
- চেয়ারম্যানের লোকরা তাঁকে বিসর্জনঘাটের কাছে শুনসান জায়গায় নিয়ে যান
- অকথ্য গালাগালের পর মারধর শুরু, মাটিতে ফেলে বুকের উপর বোল্ডার চাপা

মাঝ বাজারে খেলনাগাড়ি

মহাবীরস্থানের দু'পাশে দোকানের সারি। ছুটছে টয়ট্রেন। ছবি : সূত্রধর

আরও আট স্কুলে পঞ্চম

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা দপ্তর। যদিও চোপড়া ব্লকে অর্ধেকেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু রয়েছে পঞ্চম শ্রেণি। নতুন শিক্ষাবর্ষে ব্লকের আরও আট বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পঠনপাঠন চালু হতে চলেছে। শিক্ষক মহলের অভিযোগ, একাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপর্যাপ্ত শিক্ষক এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা পঠনপাঠনের মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

চোপড়া ব্লকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৭। এরমধ্যে ৮৭টি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পঠনপাঠন চলছে। চোপড়া সার্কেলের ৬৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৯টিতেই রয়েছে পঞ্চম শ্রেণি। এবার নতুন করে ৪টি বিদ্যালয়ে চালু হবে। চোপড়া নর্থ সার্কেলে ৭৮টি বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৪৮টিতে চালু পঞ্চম শ্রেণি। এবার হবে ৪টিতে।

বাকি বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ সহ পরিকাঠামোর উন্নতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সে সব সমস্যা মিটে গেলে বাকি স্কুলেও পঞ্চম শ্রেণি চালু করা সম্ভব হবে।

জেলার খেলা

জয়ের পর ট্রফি নিচ্ছে মার্গারেট স্কুলের মেয়েরা।

চ্যাম্পিয়ন মার্গারেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুরনিগম আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় যোগাসনে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মার্গারেট স্কুল। ছেলেদের বিভাগে রানার্স বাণীমন্দির রেলওয়ে স্কুল। মেয়েদের বিভাগে রানার্স শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল। এছাড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম তিনে অভিরাজ চৌধুরী, সায়ন সরকার ও ঈশান ভৌমিক (চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত), অয়ন ঘোষ, সৃজন বসাক ও হৃদয়াংশু বর্মন (পঞ্চম থেকে অষ্টম) এবং কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু রাউত ও জয়দীপ রায় (নবম থেকে দ্বাদশ)। মেয়েদের বিভাগে প্রথম তিনে মন্দিরা রায়, স্নেহা রায় ও মাহি দত্ত (চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত), রিমঝিম ওয়াল, আরোহী দত্ত ও নিধি শর্মা (পঞ্চম থেকে অষ্টম) এবং শেষজ্যোতি চক্রবর্তী, জয়িতা দেবসিংহ ও হৃশিকা হাজরা (নবম থেকে দ্বাদশ)। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব।

রাজেশের ৫ উইকেট

সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রাজেশ সিং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ৯ উইকেটে জিতেছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে ফ্রেন্ডস ২৫ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায়। আনন্দ কেওয়াট ১৭ ও পৃথ্বীরাজ দাস ১৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাজেশ সিং ৭ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন অনুজ রায়ও (১৮/২)। জবাবে সুভাষ ১১.৫ ওভারে ১ উইকেট ৯৫ রান তুলে নেয়। পিন্টু সাহানি ৩২ ও প্রণব দাস ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন। শনিবার খেলবে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ-ওয়াইএমএ ও বান্ধব সংঘ-বিবেকানন্দ ক্লাব।

চোপড়া থেকে শিক্ষা নেয়নি তৃণমূল

নেত্রীর পাড়ায় প্রশ্নে সালিশি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : চোপড়ার সালিশি সভায় যুগলের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ নিয়ে কম হইচই হয়নি রাজ্যজুড়ে। দুজনকেই তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত নেতা বেধড়ক পিটিয়েছিলেন। এবার বাগডোগরায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতিকে শাস্তি দিতে বিচারসভা বসিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন দলেরই এক নেতা। বর্বরোচিত আক্রমণ না হলেও সেই বিচারসভায় ছাত্রনেতাকে মারধর করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ, প্রশাসনকে না জানিয়ে অপরাধের বিচার করতে কেন তৃণমূল বারবার এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে? ঘটনাটি দলের জেলা সভানেত্রীর এলাকাতেই হওয়ায় তা অন্য মাত্রা পেয়েছে।

জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'কে বা কারা এই সালিশি সভা বসিয়েছিল জানা নেই। কেউ অপরাধ করলে পুলিশ আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেবে এটাই স্বাভাবিক।' কিন্তু পাপিয়া এভাবে দায় এড়াতে পারেন কি না সেই প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেই। কেননা শুক্রবার পর্যন্ত সালিশি বসানো নেতাকে দলের তরফে শোকজ পর্যন্ত করা হয়নি।

গত সোমবার রাতে বাগডোগরার বুড়ি বালাসনে তৃণমূল নেতা নীরেন রায়ের বাড়িতে সালিশি সভায় ছাত্র পরিষদের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তনয় তালুকদারকে মারধর করা হয়। তাঁকে ভুল স্বীকার করিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে 'মাফিনামা' লেখার তৎপরতা শুরু হয়। এরইমাঝে দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল আরও চরম পর্যায়ে চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে বাগডোগরা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তনয়কে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে, শাসকদলের নেতা বলে কথা। পুলিশ তাঁকে আটকে রাখবে, মামলা করবে সে সাহস কোথায়? তাই রাতেই অভিযুক্তকে পুলিশ ছেড়ে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল নেতার সালিশি সভা ডেকে মাতব্বরি ঘিরে। নীরেন খুব ছোট মাপের তৃণমূল নেতা। তিনি নাকি আবার সালিশি সভা ডেকে দলের ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতির বিচার করতে বসেছিলেন। জেলা সভানেত্রীর এলাকায় এই কাণ্ড ঘটলেও তিনি কেন এই সালিশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন না, সেই প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূলের শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীরা। দলের এক প্রবীণ নেতা বলছেন, 'তনয়ের বিরুদ্ধে যে

ঘটনার রাতে তৃণমূল নেতা।

অভিযোগ উঠেছে, সেটা সত্যি হলে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এই জন্য পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেলেও পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দল সম্পর্কে খারাপ বার্তা যাচ্ছে।'

তৃণমূলের নকশালবাড়ি (১) ব্লক সভাপতি মনোজ চক্রবর্তীর কথায়, 'সালিশি আমরা কখনোই সমর্থন করি না। কিন্তু এক ব্যক্তি নিজেকে তৃণমূল নেতা বলে দাবি করে ঝামেলা মেটাতে দু'পক্ষকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ছাত্র সভাপতিকে ঘরে আটকে রাখা হয় এবং পরে সালিশিতে ডেকে মারধরও করা হয়। এই অধিকার আইন কাউকে দেয়নি।'

নীরেন অবশ্য অকুতোভয়। তাঁর দাবি, 'আমি দু'পক্ষকে নিয়ে মিটমাট করতে বাড়িতে বসেছিলাম। কাউকে আটকে রাখা হয়নি। দু'পক্ষের কথা চলাকালীনই একজন তনয়কে চড় মারেন, একজন হেলমেট দিয়ে মারেন। সেই সময় আমি ওঁকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। এতে অপরাধ কোথায়?'

দলেরই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ ঘিরে সালিশি, কিন্তু একই এলাকায় থাকা জেলা সভানেত্রীকে জানাননি কেন? নীরেন অকপট, 'আমি প্রয়োজন মনে করিনি।'

সাইকেল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার নতুন সাইকেল কিনেছিলেন পোকাইজোতের বাসিন্দা লালমোহন পণ্ডিত। নিয়ে গিয়েছিলেন মাল্লাগুড়িতে নিজের অফিসে। শুক্রবার অফিসে গিয়ে দেখেন, সাইকেলটি উধাও। বুঝতে পারেন, অফিসের পেছনের জানলার কাচ ভেঙে সাইকেল নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চুরি যাওয়া সাইকেল উদ্ধার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। সাইকেলটি মাল্লাগুড়ির টি অকশন রোডে পরিত্যক্ত জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

ট্রেন বাতিল

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : গৌড়বঙ্গে কুয়াশার দাপট অব্যাহত। এর জেরে শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাট এবং মালদা রুটে দুটি ডিএমইউ ট্রেন সাময়িকভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। শুক্রবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, শনিবার ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়ি জংশন-রাধিকাপুর ডিএমইউ বাতিল করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি জংশন এবং মালদা টাউনের ডিএমইউ স্পেশাল ১৪-২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল থাকবে।

বাজারে দার্জিলিংয়ের কমলা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই শহর শিলিগুড়ির বাজার ছেয়েছে কমলালেবুতে। শীতের শুরুর দিকে শিলিগুড়ির বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করেছিল নাগপুরের কমলালেবু। তবে ডিসেম্বরের শুরুতেই বাজারে হাজির হয়েছে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। এই খবরে উৎফুল্ল কমলাপ্রেমীরা। তবে বাজারে দার্জিলিংয়ের কমলা কিনতে এসে ভুল করে নাগপুরের কমলা নিয়ে যাচ্ছেন না তো?

দেখতে সুন্দর মানেই তা দার্জিলিংয়ের কমলালেবু হবে তার কিন্তু কোনও মানে নেই। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, 'দার্জিলিং ও নাগপুরের কমলার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে।' দার্জিলিং ও নাগপুরের কমলালেবুর পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে, নাগপুরের কমলালেবুর খোসা মোটা এবং খসখসে হয়। তবে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর বাইরেটা মসৃণ এবং খোসা পাতলা। দার্জিলিংয়ের কমলালেবু আকারে ছোট হয়। তাছাড়া নাগপুরের কমলালেবু একটু বেশি হলুদ হয়।

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু সবুজ ও কমলা রঙের হয়। তাছাড়াও দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর গায়ে খোসা শক্তভাবে লেগে থাকে, সহজে ছাড়ানো যায় না।

তবে নাগপুরের কমলালেবুর খোসা সহজেই ছাড়ানো যায়। দার্জিলিংয়ের কমলালেবু সুগন্ধি হয়। সেই তুলনায় নাগপুরের কমলালেবুর সুগন্ধ অনেকটাই কম। দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর দাম নাগপুরের কমলালেবুর দামের থেকে অনেকটাই বেশি।

এখন শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে নাগপুরের কমলালেবুর দাম প্রতি কেজি ৮০-১০০ টাকা। সেই তুলনায় দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর দাম নির্ভর করছে কমলার সাইজের ওপর, এখন মোটামুটি এর দাম রয়েছে ১২০-১৮০ টাকা। ফল ব্যবসায়ী তাপস সাহার কথায়, 'নাগপুরের কমলালেবু প্রায় সারাবছরই বাজারে পাওয়া যায়। তবে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্তই বাজারে মেলে।' ব্যবসায়ী বিজয় পাল বলেন, '১০-১২ দিন হল বাজারে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু এসেছে।'

কমলালেবু কিনতে আসা উত্তম দাস জানালেন, অনেকসময় তো চিনতে ভুল হয়। আবার অনেক দোকানে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বলে নাগপুরের কমলালেবু বিক্রি করে দেয়। আরও এক ক্রেতা দীপালি সরকার বললেন, 'দার্জিলিংয়ের কমলালেবু রং, গন্ধে চেনা যায়। আগে অনেক ঠকেছি এখন চেষ্টা করি বুঝে এবং চিনে কেনার।'

শীতের স্বাদ

খেজুর গুড়ে মজে খাদ্যরসিকরা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি শহরজুড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে শীত। আর শীত মানেই খেজুর গুড়। খাদ্যরসিকরা নভেম্বরের শুরু থেকেই শহরের বিভিন্ন বাজারে ঢুঁ মেরে দেখে নিচ্ছিলেন খেজুরের গুড় কতটা কী এসেছে। চোখে পড়লেই ব্যাস! একটু চেখে খরিদ করতে পিছপা হচ্ছিলেন না ক্রেতারা। তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বাজারগুলোর ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। শিলিগুড়ির বাজারে ছেয়ে গিয়েছে খেজুর গুড়। যেমন চাহিদা রয়েছে, তেমনই রয়েছে জোগান। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, শীত যত বাড়বে, ততই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে চাহিদা।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, খেজুড় গুড়ের আবার রকমফের রয়েছে, শক্ত খেজুর গুড়কে পাটালি আর তরল জাতীয় গুড়কে ঝোলাগুড় বলা হয়। তবে এই মুহূর্তে বাজারগুলোতে পাটালি যে পরিমাণে রয়েছে, তার তুলনায় অনেক কম দেখা মিলছে ঝোলাগুড়ের। ব্যবসায়ীরাই জানাচ্ছেন, ঝোলাগুড় মিলবে ডিসেম্বরের শেষের দিকে।

বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ী বাদল সাহা বলছিলেন, 'শীত যত বাড়ে, খেজুরের রস তত মিষ্টি আর পরিষ্কার হয়। পাশাপাশি বাজারে খেজুর গুড় আসার পরিমাণও বেড়ে যায়।' তিনি জানালেন, মূলত মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলা থেকে শিলিগুড়ির বাজারে খেজুর গুড় আসছে।

ওই মার্কেটেরই আরও এক ব্যবসায়ী গৌতম সাহা বললেন, 'ভালো ঝোলাগুড় বাজারে আসতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ঝোলাগুড় চলে আসবে।' তিনি জানালেন, পাটালি এখন বিক্রি হচ্ছে ১২০-১৮০ টাকা কেজি দরে। সামান্য যা ঝোলাগুড় বাজারে এসেছে, তা ৬০০ গ্রাম ১০০-১১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে, দোকানগুলোতে খেজুর গুড় কিনতে ইতিমধ্যেই ভিড় জমাচ্ছেন বহু মানুষ। শুক্রবার বিধান মার্কেটে গুড় কিনতে এসেছিলেন স্মৃতিকণা বিশ্বাস। তিনি বলছিলেন, 'শীত আসলেই মনটা পিঠেপুলি, পায়েস চায়। আর সেটা অবশ্যই হতে হবে খেজুরের গুড় দিয়ে। শীতটা জাঁকিয়ে পড়লে সেসব বানাব। এখন খেজুর গুড় কিনছি রুটি, মুড়ি এসব দিয়ে খাওয়ার জন্য।'

বিধান মার্কেটে আসা আরেক ক্রেতা অখিল দাসের কথায়, 'শীত পড়ে গিয়েছে আর খেজুর গুড় কিনব না তা কখনও হয় নাকি। তবে বাজারে নাকি ভেজাল খেজুর গুড় রয়েছে। তাই একটু দেখেশুনে কিনতে হচ্ছে।' বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, শীতের এই ক'টা মাস খেজুর গুড় আসে বাজারে। বিক্রিও হয় প্রচুর। শীত শেষ হলে আখের গুড় মিলবে। শীত যত বাড়বে, বাজার আরও জমজমাট হবে। আর সেই আশাতেই রয়েছেন গুড় বিক্রেতারা।

ফুলশয্যার রাতে শ্রীঘরে

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : পাত্রের বাড়িতে তখন জমজমাট বৌভাতের অনুষ্ঠান, হাজির কন্যাযাত্রীরা। খাওয়াদাওয়া প্রায় শেষের পথে। এরই মাঝে হঠাৎ উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা। যার জেরে উৎসবের মধ্যে বাড়িতে পুলিশকে পর্যন্ত হাজির হতে হয়। এরপরেই পুলিশ বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে পাত্রকে তুলে নিয়ে যায়। এমন কাণ্ড দেখে নববধূও থানায় পৌঁছে স্বামীর অপেক্ষায় সারারাত সেখানেই কাটালেন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার এক এলাকায়। এতসবের পেছনে আসল ঘটনাটি কী? ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বাকিরা জানিয়েছেন, বৌভাতের অনুষ্ঠানে আসা দুই তরুণ পাত্রের ১১ বছরের ভাইঝিকে কুপ্রস্তাব দেয়। যার ফলে ওই নাবালিকা কান্নাকাটি করতে থাকে। বিষয়টি তার বাবার নজরে আসতেই তিনি নিজের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটি জানতে পারেন। আর এরপরেই শুরু হয় বচসা।

পাত্রের দাদা অর্থাৎ ওই নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্ত তরুণরা বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। খাওয়াদাওয়া শেষে তিনি কন্যাযাত্রীদের বিষয়টি জানালে তাঁরা ঘটনাটি অস্বীকার করতে থাকেন। আর এরপর তিনি তাঁদের চলে যেতে বললে শুরু হয় বচসা। সেইসময় মেয়ের বাড়ির লোকজন পুলিশ ডেকে পাত্রকে তাদের হাতে তুলে দেয়। যদিও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন পাত্রীর দিদি। বোনের সঙ্গে থানায় রাত কাটিয়েছেন তিনিও। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনার সময় পাত্রের দাদা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মেয়েকে আমাদের তরফে কেউ কিছু বলেনি। তারপরেও তিনি আমার এক ভাইকে ব্যাপক মারধর করেন।' এরপরেই খবর পেয়ে পুলিশ পাত্রকে তুলে নিয়ে যায় বলে তিনি জানান।

চোপড়ায় সৃষ্টিশ্রী প্রকল্পের দোকান।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে এগিয়ে চোপড়া

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং কাজের নিরিখে উত্তর দিনাজপুর জেলায় এগিয়ে চোপড়া ব্লক। পাশাপাশি ব্লকে গড়ে উঠেছে পুরুষদের স্বনির্ভর দল। কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জনিত সমস্যার কারণে পুরুষ দলগুলি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। গোটা ব্লকে তিন হাজারের বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। অন্যদিকে, ব্লকে ইতিমধ্যেই ৯০০ পুরুষ স্বনির্ভর দল গঠনের কাজ শেষ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চোপড়া ব্লক সুপারভাইজার মহেন্দ্র শাহ বলেন, 'ব্যাংকে সার্কুলার না থাকায় পুরুষ দলগুলির অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না। বিষয়টি জেলা কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হচ্ছে।'

মহিলা দলগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায় ব্লকের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মিলিত সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণ প্রদান, বিমা, এককালীন অনুদান, সরকারি বিভিন্ন সুযোগসুবিধা সহ বিভিন্ন কাজ চলছে জোরকদমে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি সামগ্রী বিক্রির জন্য চোপড়ার বিডিও অফিস চত্বরে খোলা হয়েছে বিক্রয়কেন্দ্র (সৃষ্টিশ্রী)। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক সংঘের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সচেতনতা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, প্রাণীসম্পদ পালনের প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি চালু রয়েছে। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'পুরুষ দলের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সমস্যা থাকলেও এলাকায় মহিলা দলগুলি ভালো কাজ করছে।'

প্রশ্নে সুপারস্পেশালিটি ব্লক

অন্তর্বিভাগ চালু এখনও অনিশ্চিত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : জেলা শাসকের ডাকা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অন্তর্বিভাগের পরিষেবা চালু হবে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হতে চলছে, এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অন্তর্বিভাগ চালু করা যায়নি। কবে এখানে অন্তর্বিভাগ চালু হবে, সেটাও অনিশ্চিত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পূর্ত দপ্তর সংস্কারের কাজ করছে। পাশাপাশি অক্সিজেন পাইপলাইন নিয়েও কিছু সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি দূর হলেই সেখানে রোগী পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলছেন, 'বাকি কাজগুলি শেষ হলেই সুপারস্পেশালিটি ব্লকে রোগী পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ টালবাহানার পর ২০২২ সালে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের হাতে আসে সুপারস্পেশালিটি ব্লক। সেই বছর থেকেই ওই ব্লকে কয়েকটি বহির্বিভাগ চালু করা হয়েছে। তবে, সমস্ত সুপারস্পেশালিটি বহির্বিভাগ সপ্তাহের ছ'দিনই এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অন্তর্বিভাগ কবে চালু হবে, সেই প্রশ্ন সব মহলেই রয়েছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম মেডিকেল পরিদর্শনে এসে দ্রুত অন্তর্বিভাগ চালু করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরও এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। গত মাসে জেলা শাসক মেডিকেল কর্তৃপক্ষ, দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভিন্ন হাসপাতালের সুপারকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে বলা হয়েছিল, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অন্তর্বিভাগ চালু করা হবে। সব বিভাগ না হলেও আপাতত নিউরো সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, ইউরোলজি, ট্রমা কেয়ার ইউনিটের মতো বিভাগগুলি চালু হবে। কিন্তু সেই সময়সীমাও পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না মেডিকেল কর্তারা।

কিন্তু কী কারণে এত দেরি? মেডিকেল কর্তাদের যুক্তি, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন বিভাগের ফলস সিলিং ভেঙে রয়েছে। সেগুলি পূর্ত দপ্তর থেকে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। শুধু কি তাই? সমস্যা রয়েছে অক্সিজেন পাইপলাইন নিয়েও। মেডিকেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে 'লিন্ডে' নামক সংস্থার তরফে অক্সিজেন পরিষেবা দেওয়া হয়। কিন্তু সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অক্সিজেন কোন এজেন্সি সরবরাহ করবে সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। এই নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও কোনও নির্দেশ দেয়নি। সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলিতে প্রতিটি শয্যায় অক্সিজেনের সরবরাহ থাকা বাধ্যতামূলক। সেটা না হলে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই সেই কাজ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বিভাগ চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

সুপার বলছেন, 'দ্রুত অন্তর্বিভাগ চালু করার চেষ্টা চলছে।' পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, ফলস সিলিং মেরামতির কাজ চলছে। আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লক। - ফাইল চিত্র

> বাকি কাজগুলি শেষ হলেই সুপারস্পেশালিটি ব্লকে রোগী পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।
>
> **ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা** *অধ্যক্ষ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ*

জুয়ার আসরে খুনের চেষ্টা বন্ধুকে

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে ফের একবার জুয়ার আসরে প্রাণে মারার চেষ্টার মতো গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দুই ভাই মিলে তাদেরই এক বন্ধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত অজয় বিশ্বাস খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও এক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তেলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আর এই ঘটনার পর শহরে জুয়ার আসর বন্ধ করতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগেই এনজেপি এলাকায় জুয়ার আসরে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটার ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বললেন, 'ছুরি মারার একটা অভিযোগ এসেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও একজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনাটি ঘটে নভেম্বরের ৯ তারিখ। সমীর দে নামে এক তরুণ তাঁর দুজন বন্ধুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। সমীরের অভিযোগ, ভূপেন্দ্রনগরে নদীর ধারে তিনি বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর দুই বন্ধু এসে তাঁর কাছ থেকে টাকা চাইতে থাকে। তিনি টাকা না দেওয়ায় তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করে। এমনকি অভিযোগকারীও সেসময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। এরপরই পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে অজয়কে গ্রেপ্তার করে। সমীরের অভিযোগ ছিল, অজয় ও তার ভাই সঞ্জয় মিলে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। এই ঘটনায় শহরে পুলিশি নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও পুলিশকর্তারা দাবি করছেন, সেদিন জুয়া নয়, তাস খেলা চলছিল।

এনজেপি এলাকায় কয়েকদিন আগেই জুয়ার আসরে টাকা নিয়ে ঝামেলার জেরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল। এরমধ্যেই ফের জুয়ার আসরে ঝামেলা থেকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠে আসায় প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে নদীর চর বরাবর বিভিন্ন এলাকায় নেশার আসর চললেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? উঠছে প্রশ্ন। পুলিশকর্তারা অবশ্য বলছেন, নজরদারি চলছে। প্রয়োজনে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

সেই নাবালিকা ধর্ষণে কারাদণ্ড ২০ বছরের

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় ৭ বছর পর সাজা ঘোষণা করল আদালত। শুক্রবার শিলিগুড়ির পকসো কোর্টের অ্যাডিশনাল সেশন জজ অনীতা মেহরত্রা অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। ২০১৭ সালে এই ঘটনার পর অভিযুক্ত কিরণ ওরাওঁ ৫ বছর জেল হেপাজতে ছিল। কোভিড পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালে অভিযুক্ত জামিন পেলেও বৃহস্পতিবার ফের পুলিশ তাকে নিজেদের হেপাজতে নেয়। এদিন ১১ জন সাক্ষীর বয়ানের ভিত্তিতে সাজা ঘোষণা করা হয়।

শুধুমাত্র চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী ৬ বছরের নাবালিকাকে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে কিরণ। এরপর নাবালিকাকে সে ভয় দেখায়। বাড়িতে কাউকে কিছু বললে ভালো হবে না বলে শাসানো হয়। ভয়ে বাড়িতে কিছু না বললেও ঘটনার ৪ দিন পর পেটব্যথা শুরু হয় নাবালিকার। সামনের ওষুধের দোকান থেকে কিছু ওষুধ কিনে তাকে খাওয়ানো হয়। কিন্তু ওষুধে কোনও কাজ না হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যায় মা। সেইসময় সে পুরো ঘটনা মাকে জানায়। এরপর হাসপাতালেও চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করার পর ধর্ষণের কথা জানায়। পরবর্তীতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার।

এদিন পকসোর ৪ ও ৮ নম্বর ধারায় শাস্তি দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ২০ বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের জেল দেওয়া হয়েছে। ৮ নম্বর ধারায় ৩ বছরের জেল, ১৫

হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৬ মাসের কারদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আদালত। অন্যদিকে, নাবালিকাকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পকসো কোর্টের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর সুনন্দা সরকার বলছেন, 'এই সাজা সমাজে একটা নিদর্শন তৈরি হয়ে থাকল। যেভাবে নাবালিকা নির্যাতন বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে এই ধরনের সাজা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।'

প্রায় ৩১ লক্ষ টাকার মদ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ডিসেম্বর : সেবকের বন্ধ গুদামে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করল আবগারি দপ্তর। জলপাইগুড়ি আবগারি ডিভিশনের স্পেশাল কমিশনার (রেভেনিউ) সুজিত দাস শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, বিশেষ সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সেবকের ওই গুদামে হানা দেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকার মদ উদ্ধার হয়। সিকিমে তৈরি এই মদ অবৈধভাবে ওই গুদামে জমিয়ে রাখা হয়েছিল। অভিযানের সময় সেখানে এর কোনও দাবিদার পাওয়া যায়নি। সুজিত আরও জানান, যে জমিতে ওই গুদাম রয়েছে, তার মালিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

অন্যদিকে, একাধিক গ্রামে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় হাজার লিটার চোলাই নষ্ট করল পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া থানা, বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র এবং নকশালবাড়ি আবগারি দপ্তরের তরফে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। পুলিশ সূত্রের খবর, বড়পথু এলাকায় ৫০০ লিটার, শৈলানিজোতে ১০০ লিটার এবং কালুজোতে ১৫০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে বিধাননগরের সহদরগছ, সিতুভিটায় নষ্ট করা হয়েছে ৩৫০ লিটার চোলাই। পাশাপাশি চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করা হয়েছে এদিন। পুলিশের দাবি,

প্রায় হাজার লিটার চোলাই নষ্ট

সেবকে উদ্ধার হওয়া প্রায় ৩১ লক্ষ টাকার মদ।

অভিযানের খবর পেয়ে কারবারিরা আগেভাগেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শীতের দুপুর।। *কলকাতার আড়িয়াদহে অরিন্দম ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।*

চটহাটে লোকসংস্কৃতি, যাত্রা উৎসব

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ডিসেম্বর : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ফাঁসিদেওয়ার চটহাট হাইস্কুলের মাঠে শুক্রবার তিনদিনব্যাপী দার্জিলিং জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'বাংলার গ্রামাঞ্চলের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক প্রজন্মের পরিচিতি ঘটাতে সমস্ত জেলার মতোই চটহাটে দার্জিলিং জেলার অনুষ্ঠানটি হচ্ছে।'

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক খান্ডামা ভুটিয়া, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হক, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এদিন স্থানীয় একটি বাজারে পদযাত্রা হয়েছে। আদিবাসী নৃত্য সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে তিনদিন। রবিবার 'আমি বাংলার ভক্ত' শীর্ষক একটি যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে।

পাইপলাইন বসানোয় কালভার্টের ক্ষতি

খড়িবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : জল জীবন মিশন প্রকল্পে পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে ব্যস্ত রাস্তার মাঝে থাকা কালভার্ট ভাঙার অভিযোগ উঠল ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে। এই ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাতে শুক্রবার বিকেলে বিহারগামী সড়কের পাশে চলা কাজ আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি খড়িবাড়ি বাজার এলাকার। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান খড়িবাড়ির বিডিও, খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার। তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। স্থানীয় কল্যাণ প্রসাদের যুক্তি, 'এই রাস্তা দিয়ে রোজ প্রচুর পরিমাণে ভারী গাড়ি চলাচল করে। কালভার্টের গার্ডওয়াল ভেঙে পাইপ বসালে কালভার্টটি দুর্বল হয়ে পড়বে। যে কোনও সময়ে ভেঙে পড়তে পারে।'

খড়িবাড়ি বাজারের পশ্চিমদিকে বিহারগামী সড়কের পাশ দিয়ে কাজ চলছে। জল জীবন মিশন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগের জন্য বসানো হচ্ছে পাইপ। সেই পথে মূল সড়কের ওপর রয়েছে একটি

বিহারগামী সড়কের পাশে কালভার্ট ভাঙার অভিযোগ।

অসন্তোষ খড়িবাড়িতে

কালভার্ট। ঠিকাদার সংস্থা কালভার্টের গার্ডওয়ালের ঢালাই ভেঙে পাইপ বসানো শুরু করে। নির্মাণকর্মীরা ইতিমধ্যে বেশকিছুটা অংশ ভেঙে ফেলেছেন। এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। তাঁরা কাজ আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন মহম্মদ মুন্না বললেন, 'কালভার্ট ভেঙে পাইপলাইন বসাতে দেওয়া হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত সংস্কার করে পাশ দিয়ে পাইপলাইন বসাতে হবে।'

এদিন স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ এবং খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ। পরে বিডিও বলেন, 'ঠিকাদারি সংস্থাকে কালভার্টের পাশ দিয়ে পাইপ ঘুরিয়ে বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এছাড়া গার্ডওয়ালের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামত করতে বলা হয়েছে, জানালেন বিডিও।

উত্তর রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

উত্তর রেলওয়ের শাহজাহানপুর-লখনৌ ডবল লাইন শাখায় এবং সীতাপুর-বালামৌ সিঙ্গল লাইন শাখার বালামৌ ইয়ার্ড পুনর্গঠন কাজের জন্য, বর্তমান প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং নন-ইন্টারলকিং কাজ ১৯.০২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে। ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমতো নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ ● **বাতিল ঃ ১৩০০৫ হাওড়া-অমৃতসর মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০২.২০২৫ থেকে ১৬.০২.২০২৫), **১৩০০৬ অমৃতসর-হাওড়া মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০২.২০২৫ থেকে ১৮.০২.২০২৫ পর্যন্ত), **১৪০০৩ মালদা টাউন-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০২.২০২৫ এবং ১৮.০২.২০২৫) [ইতিমধ্যেই কুয়াশার কারণে বাতিল করা হয়েছে] এবং **১৪০০৪ নিউ দিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০২.২০২৫ এবং ১৬.০২.২০২৫) [ইতিমধ্যেই কুয়াশার কারণে বাতিল করা হয়েছে], **১৩০১৯ হাওড়া-কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০২.২০২৫ থেকে ১৮.০২.২০২৫) [ইতিমধ্যেই ১৬.০২.২০২৫ তারিখের ট্রিপটি কুয়াশার কারণে বাতিল করা হয়েছে] এবং **১৩০২০ কাঠগোদাম-হাওড়া বাঘ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০২.২০২৫ থেকে ২০.০২.২০২৫) [ইতিমধ্যেই ১৮.০২.২০২৫ তারিখের ট্রিপটি কুয়াশার কারণে বাতিল করা হয়েছে] ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ ১২৩৬৯ হাওড়া-দেরাদুন কুম্ভ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০২, ১৬.০২ এবং ১৭.০২.২০২৫) লখনৌতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **১২৩৭০ দেরাদুন-হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০২, ১৭.০২ এবং ১৮.০২.২০২৫) লখনৌ থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **পুনর্নির্ধারণ ঃ ১৫০৯৮ জম্মু তাওয়াই-ভাগলপুর অমরনাথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০২.২০২৫) জম্মু তাওয়াই থেকে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **নিয়ন্ত্রণ ঃ ১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০২.২০২৫) লখনৌ ডিভিসনে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং **১৩১৫২ জম্মু তাওয়াই-কলকাতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০২.২০২৫) পথিমধ্যে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

Great Eastern™
We serve you best

PRESENTS

YEAR END SALE

NEWLY OPENED

KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA

CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards | Upto 36 MONTH EMI* | 1 EMI* OFF | 0 DOWN PAYMENT* | 30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE

BAJAJ FINSERV | kotak Kotak Mahindra Bank | HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank

LLOYD | BLUE STAR | LG | SAMSUNG | HITACHI | Panasonic | Godrej | VOLTAS | ONIDA | Haier | Carrier | MITSUBISHI ELECTRIC

LG | IFB | Haier | Godrej | Panasonic

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257
BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100
RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028
MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029
BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660
JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859
S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025
COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

Great Eastern™

We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

24 LED TV
₹ 5990

32 HD LED
₹ 7190

32 SMART TV
₹ 8990

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 GOOGLE TV
₹ 18390

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

43 4K QLED
₹ 25490

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

180 L MIXI
₹ 13490

184 L MIXI
₹ 13990

190 L MIXI
₹ 14290

185 L MIXI
₹ 15990

187 L MIXI
₹ 15490

200 L MIXI
₹ 14990

187 L MIXI
₹ 18490

238 L MIXI
₹ 20990

235 L MIXI
₹ 21490

240 L MIXI
₹ 22490

242 L MIXI
₹ 23490

243 L MIXI
₹ 25990

240 L MIXI
₹ 22990

280 L MIXI
₹ 28990

368 L MIXI
₹ 47990

445 L MIXI
₹ 49990

401 L MIXI
₹ 57990

472 L MIXI
₹ 49990

564 L MIXI
₹ 56990

602 L MIXI
₹ 62990

650 L MIXI
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

7 KG - FL
₹ 27990

8 KG - FL
₹ 32990

8 KG - FL
₹ 34490

9 KG - FL
₹ 34990

9 KG - FL
₹ 35490

10 KG - FL
₹ 40490

11 KG - FL
₹ 50490

13 KG - FL
₹ 58490

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

6.5 KG - TL
₹ 13490

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG - TL
₹ 18990

8.5 KG -TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 22990

9.5 KG - TL
₹ 24990

10 KG - TL
₹ 23990

11 KG - TL
₹ 29990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

hp DELL Lenovo ASUS

Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office
₹ 31990

Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office
₹ 33990

Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office
₹ 42990

Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11
₹ 48490

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257

BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100

RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028

MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029

BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660

JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859

S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025

COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩১, তারিখ: ১১.১২.২০২৪, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** এক বছরের জন্য মালদা টাউন ডিভিসনের টিএল কোচগুলিতে (আইসিএফ এবং এলএইচবি) নন-কোর কার্যাবলীর বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য:** ৬৮,৫১,৩৩৬.১০ টাকা, **বায়নামূল্য:** ১,৩৭,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ১৯.১২.২০২৪ থেকে ০২.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in**, নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MLD-164/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩৩, তারিখ: ১১.১২.২০২৪, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** মালদা টাউন ডিভিসনে ১০টি লিফটের ব্যবস্থা (সুগম্য ভারত অভিযান, ফেজ-II)। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৭২,৩৪,৮৯৫.৯৯ টাকা, **বায়নামূল্য:** ৩,৩৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ১৯.১২.২০২৪ থেকে ০২.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in**, নোটিস বোর্ড: সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/ অফিস/মালদা টাউন। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MLD-166/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পতঞ্জলি শিক্ষা গৌরব সম্মান

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারতীয় শিক্ষাবোর্ড ও পতঞ্জলি যোগপীঠের সম্মিলিত আয়োজন সম্মান সমারোহে যুগপুরুষ অধ্যাপক রামদরশ মিশ্রকে পতঞ্জলি শিক্ষা গৌরব সম্মান প্রদান করা হল। এদিন ভারতীয় শিক্ষা বোর্ডের হিন্দি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। সমারোহে উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে, বোর্ডের কার্যকরী অধ্যক্ষ ডঃ এনপি সিং বলেন, 'অধ্যাপক মিশ্রকে সম্মানিত করে পতঞ্জলি যোগপীঠ ট্রাস্ট এবং ভারতীয় শিক্ষা বোর্ড নিজেদের সম্মানিত করেছে। এমন যুগপুরুষকে সচক্ষে দেখে ও তাঁর কথা শুনে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি।'

সংস্কৃতি উৎসব

হেলাপাকড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শুক্রবার থেকে ময়নাগুড়ি ব্লকের জোড়পাকড়ি আব্দুল গনি হাইস্কুলের খেলার মাঠে লোকসংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উদ্বোধন করেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাবু জগজীবন রাম কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসে (তপশিলি ছাত্রীদের জন্য), ধূপগুড়ি এর জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনে শেষ তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর ২০২৪। বিস্তারিত জানতে লগইন করুন http://jalpaiguri.gov.in/

অথবা যোগাযোগ করুন :- জেলা প্রকল্প আধিকারিক ও জেলা শ্রেণি কল্যাণ আধিকারিক, হাকিমপাড়া শিবাজি রোড জলপাইগুড়ি।

অথবা ফোন করুন ০৩৫৬১-২৩০৬৬৫ এই নম্বরে।

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW&TD.Jalpaiguri

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference e- NIT No. DHUPGURI/NIT-002-SBM(G)/2024-25 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.

Executive Officer
Dhupguri Panchayat Samiti

E-Tender Notice

NIT No. 03/ENG/2023-24 & 04/ENG/2023-24 Date 12/12/2024 e-Tender is being invited by Officer in Charge, WBCADC, Balarampur Project, NIT Online publishing date: 14/12/2024, 10.00 hour, & bid submission last date for

03/ENG/2023-24	28/12/2024
04/ENG/2023-24	21/12/2024

Upto 18:30 hour. Details of which may be obtained from this office during office hours or at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Officer in Charge, WBCADC, Balarampur Project

Govt. Of WB

Wanted Guest Lecturers on **purely temporary** basis for teaching of Bengali, Math, English, EVS, Fine Arts & Computer for DIET, Malda (As per NCTE 2014 norms). Application should be submitted at DIET, Sovanagar, Malda Office within **26.12.2024.**
For more details visit **malda.scertwb.org**

Sd/-
Sr Lecturer-in-Charge
DIET, Malda

ডিব্রুগড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইলেক্ট্র/১৭০, তারিখ : ১১-১২-২০২৪. নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: এলডি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-০২-আর১; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** ডিব্রুগড় - ডিব্রুগড়ে বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রিপ ইন্সপেকশন শেড স্থাপনের জন্য রেলওয়ে বিদ্যুতায়নের কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ৭২,২৬,৮৭৬.১১/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১,৪৪,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender Notice

E-NIeT No:- 18(e)/CHL-II/ B /2024-25, Dtd-10/12/2024, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev.Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block,
Malatipur, Malda

কর্মখালি

Required Siliguri Local Male (X pass) for office work. Age (29-40). M : 8637372499. (C/113934)

SUNSHINE SCHOOL

Birpara-Alipurduar, WB-735204, (Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi) Application are invited for the following posts : PGT - Biology, PRT- All subjects. Hand written application with Bio Data and photocopies of Mark Sheets should reach the Principal before 27/12/2024. (C/113937)

Delhi Public School

(DPS-Dooars) Ethelbari-Alipurduar, W.B.- 735204, Affiliated to CBSE- New Delhi- Affiliation No. 2430291, Applications are invited for the following posts:- PGT- Biology, Computer Science, Geography & Physical Ed. TGT- PCM, PRT- Hindi & Science. Salary will not be a constraint for deserving candidates. Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 26/12/2024. (C/113933)

Affidavit

I Habibul Islam, S/o- Yusuf Ali declare that Y. Ali as mention in my D.L. & Yusuf Ali is same & identical person by affidavit of E.M. Mal., on 4.12.24. (A/M)

ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা-তে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. ই/এইচভিএস/এমএলডিটি তারিখঃ ১২.১২.২০২৪

ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-তে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য **অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস)** হিসাবে পার্ট-টাইম স্পেশালিস্ট ডাক্তার, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং বয়স পূরণকারী ইচ্ছুক ডাক্তারদের, তাদের বয়স, যোগ্যতা, মার্কস শিট, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমর্থনে নথি, বায়ো-ডাটা, সমস্ত সার্টিফিকেট এবং অভিজ্ঞতার শংসাপত্র ইত্যাদি সহ আবেদন **চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২**-কে সম্বোধন করে ০৬.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়োগের বিষয়, শূন্যপদের সংখ্যা, কাজের সময়, পারিশ্রমিক, যোগ্যতা এবং বয়স নিম্নরূপ :- (১) এইচভিএস/স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ - **পদের সংখ্যা : ০১,** (২) এইচভিএস/চিকিৎসক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ - **পদের সংখ্যা : ০১,** (৩) এইচভিএস/রেডিওলজিস্ট - **পদের সংখ্যা : ০১,** (৪) এইচভিএস/শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ - **পদের সংখ্যা : ০১, পরিদর্শনের সংখ্যা এবং ডিউটির সময় :** ৪ ঘণ্টা/সপ্তাহে ০৬ দিন (প্রতিটি বিষয়ের জন্য), **প্রতি মাসে পারিশ্রমিক :** ₹ ৭৮,০০০/- টাকা (প্রতিটি বিষয়ের জন্য), **বয়স সীমা :** ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর।

● **যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা** - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সংযুক্ত করতে হবে) এবং স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পর্কিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পেশাদার কাজে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পেশাদার কাজে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। ● রবিবার এবং ছুটির দিনসহ যে কোন দিনে, সাধারণ ভিজিট ছাড়াও যে কোন সময় জরুরী অবস্থার জন্য এইচভিএস-কে যখনই ডাকা হবে তখনই হাসপাতালে আসতে হবে। ● যে কোন পক্ষ থেকে এক মাসের নোটিশে যে কোনো সময় চুক্তি বাতিল করা যেতে পারে। এই ধরনের চুক্তি বাতিলের জন্য কোনো কারণ না দর্শানোর অধিকার প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত। ● এইচভিএস সম্পর্কিত নিয়মানুযায়ী ছুটি এবং বিনামূল্যে পাস অনুমোদিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের ফরম্যাট ওয়েবসাইট : **www.er.indianrailways.gov.in** (Division>>Malda>>recruitment page-এ দেখুন)-এ পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের ঠিকার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে ডিসপ্লের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিস্তারিত নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** এডিভিটি-আরএনওয়াই-৩, **নিলাম শুরু (সবগুলি লট) :** ২৭-১২-২০২৪ তারিখের ১১.১৫ ঘণ্টায়, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ২৭-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৪৫ ঘণ্টায়, **রেট ইউনিট :** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন :** এএ/১ থেকে এএ/১৫ -এর জন্য: ১০৯৫, এবি/১ থেকে এবি/১০ -এর জন্য: ১৮২৬, প্রাথমিক কুলিং অফ সময় : ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান: ১০ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সময়সীমা: ১২০ সেকেন্ড। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ : ১০ বার।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এমজেডকিউ-ওএইচ-৪৬-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য মাজগাঁও (এমজেডকিউ) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএমএম-ওএইচ-২৪-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য নিউ মিসামারি (এনএমএম) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেবিওয়াই-ওএইচ-৫৫-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য খৈরাবাড়ি (কেবিওয়াই) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-ওএইচ-২২-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য টিহু স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচআরএসএন-ওএইচ-৫৯-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য হরিশিঙা (এইচআরএসএন) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-ভিএনই-ওএইচ-৬৬-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য বিশ্বনাথ চারালি (ভিএনই) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিএনএল-ওএইচ-৫৬-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য টংলা (টিএনএল) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-ওএইচ-৪৭-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য রাঙাপাড়া নর্থ (আরপিএএন) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/৯	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিপিকিউ-ওএইচ-৩৭-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য চাপরাকাটা (সিপিকিউ) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/১০	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-ওএইচ-২৬-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন (জিএলপিটি) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/১১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-পিএনভিটি-ওএইচ-৩৮-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য পঞ্চরত্ন (পিএনভিটি) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/১২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরডব্লিউটিবি-ওএইচ-৫১-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য রৌতাবাগান (আরডব্লিউটিবি) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/১৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-ওএইচ-৫০-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য উদালগুড়ি (ইউএলজি) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/১৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিএমজিএন-ওএইচ-৫২-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য বামুনিগাঁও (বিএমজিএন) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এএ/১৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএলভি-ওএইচ-২১-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য নলবাড়ি (এনএলভি) স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এবি/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-ওএসডি-১৩৯-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য বড়াইগাঁও স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-পিবিএল-ওএসডি-১৪৮-২২-৩ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য পাঠশালা স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-ওএসডি-১৩৬-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য উদালগুড়ি স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে ভিডিও ওয়াল এবং এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-ওএসডি-১৫০-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য টিহু স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিএনএল-ওএসডি-১৩৫-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য টংলা স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে ভিডিও ওয়াল এবং এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিজেএফ-ওএসডি-১৪০-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য বিজনি স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-ওএসডি-১৩৪-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য রাঙাপাড়া নর্থ স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে ভিডিও ওয়াল এবং এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমওয়াই-ওএসডি-১৩২-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য হারমুতি স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে ভিডিও ওয়ালের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/৯	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-ওএসডি-১৪২-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।
এবি/১০	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএলভি-ওএসডি-১৪৭-২২-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	০৫ বছর সময়ের জন্য নলবাড়ি স্টেশনে ৫০ : ৫০ টাইম স্লট/স্পেসে রেলওয়ে বার্তা শেয়ারিং সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে এলইডি টিভি স্ক্রিনের সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Corrigendum

Tender Reference No.- 2024_DHE_783811_1

Please read the Tender Notice No. as WB/DHE/BKOHGC/NIT-1/2025-28 in place of WB/DHE/BKOHGC/NIT-1/2025-26 and The last date for bid submission as 21-12-2024 in place of 23-12-2024 in the advertisement published on 13/12/2024. For viewing & participating in e-Tender visit-**www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-in-Charge
B.K.O. Hindi Govt. College

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 93 nos work as per NIT No- 02/OF/HRP/PS/DD/1st Call, Dt- 10.12.2024
Last date of submission- 17.12.2024 upto 14.00 PM
Date of opening tender- 17.12.2024 after 15.00 PM

Sd/-
Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity
Harirampur, Dakshin Dinajpur

বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার জন্যে এইচটি এবং এলটি নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৩১আর-২৪-২৫ তারিখ: ১১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** মালিগাঁওএ (মুখ্য কার্যালয়) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় পরিসর এবং সমীপবর্তী এলাকার বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতার জন্যে এইচটি এবং এলটি নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি। **টেন্ডার রাশি:** ১,১৯,০৮,৪৪৩/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,০৯,৬০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়:** ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-NIT

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar

e-NIT No 12/SOIL/NFSM/2024-25, dated 13/12/2024
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for Stream Bank Erosion Control (SBEC) by bamboo piling and sand bag filling protection work as **50% of the Govt. Assistance Basis** under **NFSM-Rice** of Coochbehar District as **site specific activities** (watershed basis) from resourceful & bonafide agencies.
Last date of application for tender papers is 28/12/2024 11:00 Hrs.
For details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 19/PS/PHD/2024-25, Date.- 12/12/2024 and Last date for Submission of Bids-20/12/2024 upto 2.00 P.M.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Executive Officer,
Phansidewa
Panchayet Samity

ABRIDGE TENDER NOTICE

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for 10 nos work as per NIT No - 17/HRP/PS/DD/1st Call, Dt - 12.12.24
Last date of submission - 20.12.2024 upto 16.00 PM
Date of opening tender- 23.12.2024 after 11.00 AM

Sd/-
Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity
Harirampur, Dakshin Dinajpur

ভিনাইল মোড়ানোর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনে ভিনাইল মোড়ানোর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** সি-এইবিডব্লিউ-১২০৪১-৪২। **নিলাম শুরু: (সমস্ত লট):** ২৬-১২-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টা; **দিন:** ১০৯৫; **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি;

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১২১৩৫৭-১-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-ট্রেনের বাইরের অংশে (জানালার নিচে))	ট্রেন নম্বর ১২০৪১/১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (০১টি রেক-১৫ কোচ) -এর কোচের (এলএইচবি) বাইরের দিকে (জানালার নিচে) ভিনাইল মোড়ানো/স্টিকারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৬-১২-২০২৪ তারিখে ১১:৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়কাল হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL, BSF, NORTH BENGAL FRONTIER, KADAMTALA DIST-DARJEELING (WB)

Appointment of Specialist (Radiology) and General Duty Medical Officers in Composite Hospital, BSF Kadamtala and 06 Bn BSF Jalpaiguri, North Bengal on contractual basis.

Remuneration:- Consolidated remuneration per month will be as under :-

SPECIALIST (Radiologist)	Rs. 85,000 per month	For whole period of contract
GDMO	Rs. 75,000/- per month	

Age:- Candidates should not be more than 67 years of age on the date of interiview.

Initial Contractual Appointment will be for 3 years which may be extended for further 2 years on year to year basis subject to the maximum age cap of 70 years. Total period of Contract will be five years or till the appointee attains the age of 70 years, whichever is earlier. Thereafter, the contract will lapse automatically. However, the appointment can be terminated at any time by giving one month notice (on either side) without assigning any reason by paying/refunding one month salary. No Extension beyond the stipulated five years will be given. However, there is no bar on a contractual appointee applying afresh on completion of 5 years tenure.

Selection will be on **WALK IN INTERVIEW** basis to be held at **Composite Hospital, Kadamtala, PO-Kadamtala, Distt-Darjeeling (WB) w.e.f. 18th Dec, 2024 to 20th Dec, 2024** and appointment will be subject to medical fitness.

Walk in Interview- No TA/DA is admissible for the interview. Suitable and willing candidates may **WALK IN FOR INTERVIEW** w.e.f. 18th Dec, 2024 to 20th Dec, 2024 at Composite Hospital, BSF, PO-Kadamtala, Distt-Darjeeling (WB) alongwith original and photocopies of all relevant documents (like Graduate & Post Graduate Degree, age proof and experience certificate etc.) and also submit an application in plain paper superscripting the name of the post applied for and five passpost size recent photographs.

Educational & Professional Qualifications

(a) Specialist Doctors

(i) A recognized medical qualification included in the first or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule (other than that licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part-II or the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.

(ii) Post-Graduate Degree/Diploma in the concerned Speciality as mentioned in Section-A or Section-B of Schedule-VI or equivalent.

(iii) $1\frac{1}{2}$ years experience for Post Graduate Degree holder & $2\frac{1}{2}$ Years for Diploma holder in the concerned specialty after obtaining the Post Graduate Degree/Diploma or Equivalent.

(b) General Duty Medical Officer (GDMOs)

(i) A recognized medical qualification included in the first or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule (other than that licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part-II or the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.

(ii) Completion of compulsory rotating internship.

Medical Examination - Immediately after interview on the same day the candidates will be medically examined by a Board of Medical Officers detailed by concerned Composite Hospital. Appointment will be subject to medical fitness.

Place of Posting-

Selected candidates for Specialist (Radiologist) Medical Officer will be posted in CH BSF Kadamtala and candidates selected for GDMOs post will be posted at 06 Bn BSF Jalpaiguri, North Bengal.

e-NIT

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar

e-NIT No 09/SOIL/NFSM/2024-25, 10/SOIL/TRFA/2024-25 & 11/SOIL/NMEO/2024-25 dated 10/12/2024
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for Stream Bank Erosion Control (SBEC) by bamboo piling and sand bag filling protection work as **50% of the Govt. Assistance Basis** under **NFSM-Rice, TRFA-Pulse & 100% of the Govt. Assistance Basis** under NMEO-Oilseeds 2024-25 of Coochbehar District as site specific activities (watershed basis) from resourceful & bonafide agencies.
Last date of application for tender papers is 24/12/2024 11:00 Hrs.
For details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুর সহায়তায় কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। শরীর নিয়ে চিন্তা ছাড়ুন। **মিথুন :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **কর্কট :** আজ পথেঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাবার পরামর্শ নিয়ে ব্যবসায় লগ্নি করুন। **সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। **কন্যা :** কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হবে। **তুলা :** বহুদিনের কোনও আশা পূরণ হবে আজ। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথিদের আগমন। **বৃশ্চিক :** ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **ধনু :** সামান্য কারণে সন্তানের ওপর রেগে গিয়ে পরে মানসিক কষ্ট। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **মকর :** ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। সামান্য ভুলের কারণে সংসারে অশান্তি। **কুম্ভ :** পেটের অসুখের সমস্যা বাড়তে পারে। অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমে শুভ। **মীন :** বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। বাড়িতে আত্মীয় আসায় আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৮ অঘোন, সংবৎ ১৪ মার্গশীর্ষসুদি, ১১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৪, অঃ ৪।৫০। শনিবার, চতুর্দশী অপরাহ্ন ৪।১৫। রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১৬। সিদ্ধযোগ দিবা ৮।৪৫ পরে সাধ্যযোগ শেষরাত্রি ৬।৫। বণিজকরণ অপরাহ্ন ৪।১৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৩।২৫ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।১৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, অপরাহ্ন ৪।১৫ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৩৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।১১ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩১ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।১৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৪ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৪৮ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হলুদ ট্যাক্সি

হলুদ ট্যাক্সি তুলে না দিয়ে তাকে হেরিটেজ ঘোষণা করার দাবি জানাল আইএনটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ শাখার সেবাদল। শুক্রবার এই দাবিতে তারা হাওড়া স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ দেখায়।

ইন্টার্নশিপ

স্নাতক পড়ুয়াদের ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করছে রাজ্য। উচ্চশিক্ষা দপ্তর শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে। প্রথম দফায় সাড়ে সাত হাজার পড়ুয়াকে ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়া হবে বলে খবর।

ভোট আগামী বছর

যেসব পুরসভার ভোট বকেয়া রয়েছে, সেগুলিতে আগামী বছরের গোড়ায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এই নিয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ

করোনার সময় রাজ্যে ঘটা ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চেয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেব।

বাংলাদেশের অশান্তি, কলকাতার ব্যবসায় মন্দা

মহানগরে অনেকে কাজ হারাচ্ছে

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে এরাজ্যের বহু তরুণ-তরুণী কাজ খোয়াচ্ছেন। কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, মার্কুইস স্ট্রিটে স্বাভাবিক সময়ে দেখে বোঝার উপায় থাকে না সেটা কলকাতা নাকি বাংলাদেশ। চিকিৎসা করাতে আসা রোগী বা ঘুরতে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার জন্য এসব জায়গায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল ও গেস্টহাউস। গত জুলাইয়ের আগে অবধি সেইসব হোটেল ও গেস্টহাউসগুলিতে থাকার জন্য আগাম বুকিং করতে হত। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বহু বেকার তরুণ-তরুণী এই হোটেলগুলিতে কাজ করতেন। কিন্তু এখন হোটেলগুলি কার্যত অতিথিশূন্য। তাই, কর্তৃপক্ষ কর্মী ছাঁটাই করছেন। রয়েছে প্রচুর বেসরকারি মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র ও সিমকার্ডের দোকান। প্রতিটি দোকানেই দুই-তিনজন করে কর্মী ছিলেন। কিন্তু পর্যটকের অভাবে এখন সেগুলিতেও বিক্রিবাটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। যার জেরে ওই কর্মীদের বেতন দিয়ে রাখার ক্ষমতা হয়নি মালিকদের। তাই, তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে।

মার্কুইস স্ট্রিটে এক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের মালিক ইফতিকার খান বলেন, 'যদি ধরে নিই জুলাই মাসে ১০০ শতাংশ ব্যবসা ছিল, হাসিনাকে দেশ ছাড়া করার পর তা নেমে আসে ৫০ শতাংশে। এখন ১০ শতাংশও ব্যবসা নেই। আমার দোকানে দুজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। এখন নিজের খাওয়ার পয়সা নেই। কর্মচারী রাখব কীভাবে?' ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দমকলকেন্দ্র থেকে কিছু দূরেই এক নামী গেস্টহাউস। রয়েছে ৪২টি ঘর। কিন্তু শুক্রবার মাত্র দু'টি ঘরে আবাসিক ছিলেন। ম্যানেজার রফিক আনোয়ার বলেন, 'বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ১২ জন কর্মী কাজ করতেন। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাঁদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই, মাত্র তিনজনকে রেখে বাকিদের আপাতত বাড়ি যেতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁদের ফের ডেকে নেওয়া হবে।'

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এক হোটেলে কর্মীহীন রিসেপশন। - সংবাদচিত্র

মার্কুইস স্ট্রিটের এক অভিজাত হোটেলের রিসেপশনিস্ট রাজেশ বলেন, 'আগে অনলাইনে ঘর বুকিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। মূলত বাংলাদেশি পর্যটকরাই এখানে বেশি ঘর বুক করতেন। কিন্তু এখন বাংলাদেশের একজনও পর্যটক নেই। নেপাল ও আরব থেকে আসা কয়েকজন পর্যটক আছেন। মোট ৬২টি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সব কর্মীকে রাখতে পারিনি।'

এই এলাকায় সব মিলিয়ে অন্তত ১৫০টি হোটেল ও গেস্টহাউস রয়েছে। খুব কম করে হলেও সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন। এখন যে কর্মীরা রয়েছেন, তাঁদেরও বেতন দিতে হোটেল কর্তৃপক্ষগুলিকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এখানে ব্যবসার ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন।

অস্ত্র ঠেকিয়ে ধর্মান্তরণ, অভিযোগ ইসকন কর্তার

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে মাথায় তলোয়ার ঠেকিয়ে ধর্মান্তরণ করা হচ্ছে। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস শুক্রবার এই অভিযোগ তুলে বলেন, 'বাংলাদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন অধ্যাপককে ধর্মান্তকরণের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তাঁরা ধর্মান্তরিত না হলে চাকরি থাকবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। চাকরি বাঁচাতে কয়েকদিন আগে এক অধ্যাপক হলফনামা দিয়ে ধর্ম বদল করেন। সমস্ত ঘটনার নথি আমাদের কাছে আছে।' রাধারমণবাবু আরও বলেন, 'বাংলাদেশে অত্যাচারিত হয়ে যাঁরা এদেশে আসছেন, তাঁদের সরকার নাগরিকত্ব দিক। তা না হলে ওই দেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাঁদের জীবন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।'

বাংলাদেশের ইসকনের এক ভক্তের কিশোরী মেয়েকে বেশ কিছুদিন ধরেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। মেয়েটি হুমকি সহ্য করতে না পেরে নদীপথে এদেশে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। তাকে আটক করে বিএসএফ। হোমে পাঠানো হয়েছে। রাধারমণবাবু বলেন, 'বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আইনের শাসন বলতে কিছু নেই। মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কোনও দেশ ধর্মান্তরণ করতে পারে না।'

চিন্ময় দাস প্রভুর গ্রেপ্তারি ও তাঁর জামিন না পাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে রাধারমণ দাস প্রভু বলেন, 'চিন্ময় দাস প্রভুর জামিন নিয়ে আদালত অহেতুক দেরি করছে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত তাঁকে আইনি সহায়তা দেওয়া ও দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করা।' ২৫ নভেম্বর ইসকনের এই প্রাক্তন নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরের দিন থেকেই তিনি জেলে আছেন। ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তারের ঘটনাও ঘটেছে। রাধারমণ দাস বলেন, 'চিন্ময় দাস প্রভুর মুক্তির জন্য এদেশের আরও ধর্মীয় সংগঠন দাবিও জানিয়েছে।' ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ২০০টিরও বেশি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। সেদেশের ১৭ কোটি বাসিন্দার মধ্যে ৮ শতাংশ সংখ্যালঘু।

শিক্ষা পর্ষদকে মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ কোর্টের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বুধবারের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে ২০২২ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকায় যুক্ত হতে চলেছেন ৪১ জন চাকরিপ্রার্থী। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা উত্তীর্ণ হলেও তথ্য যাচাইয়ের সময় বাতিল করা হয়। যেহেতু বিএড এবং ডিএলএড দুটি ডিগ্রিই ছিল, তাই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার যুক্তি দেওয়া হয়। তবে শুক্রবার বিচারপতি মান্থা জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং এই ৪১ জনের ডিগ্রিকে প্রাধান্য দিয়ে তালিকায় সংযোজন করতে হবে।

আগেও কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চে তাঁদের ডিগ্রিকে প্রাধান্য দিয়ে মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ ও সুপ্রিম কোর্টে যায় পর্ষদ। সেখানে হাইকোর্টের একক বেঞ্চের রায় বহাল থাকে। তাঁরা ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পর্ষদ সভাপতিকে ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারপতি মান্থা। এদিন পর্ষদ সভাপতি ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দিয়ে জানান, এই সংক্রান্ত অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দেশ রয়েছে। তাই আলাদাভাবে ৪১ জনের তালিকা প্রকাশ করা হলে সংশয় তৈরি হতে পারে। তবুও মান্থা তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেন।

শীত পড়তেই কলকাতায় হাজির সার্কাস। শুক্রবার। - আবির চৌধুরী

সদস্য কোটা পূরণে সংকটে বুথ নেতারা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশলের বাক্যবাণে বুথে বুথে সদস্য সংগ্রহে বেরিয়েছেন সাংসদ, বিধায়করা। নিজের মোবাইলে সংগ্রহ করছেন সদস্য। ফলে, বুথের নেতারা নতুন মুখ খুঁজতে হিমসিম খাচ্ছেন। এই অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক রাজ্যনেতার মতে, এমনটা চললে তৃণমূল স্তরে দলের নেতাদের কোনও গ্রহণযোগ্যতাই থাকবে না। মুখ থুবড়ে পড়বে বুথ সংগঠন। তাই জনপ্রতিনিধিদের এই ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে, নিজের কোটা পূরণ নয়, বুথে বুথে গিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মোবাইল থেকে সদস্য করাতে উদ্যোগী হতে হবে তাঁদের।

রাজ্যে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহ করার লক্ষ্য বিজেপির। এই সদস্য সংগ্রহ করতে বিধায়কদের অন্তত ৫ হাজার ও সাংসদদের অন্তত ১০ হাজার সদস্য করার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিল বিজেপি। লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় বনশল সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কোটা পূরণের জন্য সাংসদ, বিধায়কদের ওপর চাপ দেন। সম্প্রতি কলকাতায় রাজ্য দপ্তরে বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে বিধায়কদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠকও করেন কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতারা। নিরুপায় হয়ে বুথে বুথে সদস্যতা অভিযানে সক্রিয় হয়েছেন তাঁরা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত এক নেতা বলেন, 'বিধায়করা তাঁর বিধানসভার ২০০ থেকে ২৫০ বুথে সদস্য করতে পারেন। কিন্তু বুথ সভাপতিকে তাঁর বুথের বাইরে কে চিনবে? তিনি তাঁর বুথের জন্য সদস্য পাবেন কোথায়?' নিয়ম হল প্রতি বুথ থেকে অন্তত ২০০ প্রাথমিক সদস্য করতে হবে ওই বুথের ২ সক্রিয় সদস্যকে। না হলে তিনি ভবিষ্যতে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তা করতে না পারলে এলাকায় দলের পদাধিকারীও হতে পারবেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে বেকায়দায় পড়েছেন বুথ নেতারা। বুথ নেতাদের অসহায়তার কথা জেনে সাংসদ, বিধায়কদের সতর্ক করেছে দল।

আগামী বছর রাজ্যে জয়েন্ট ২৭ এপ্রিল

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : ২০২৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হবে রবিবার, ২৭ এপ্রিল। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষার দিন ঘোষণা করেছে বোর্ড। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, কৃষি, ফার্মাসি, আর্কিটেকচার সহ নানা বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ওই পরীক্ষা দিতে হয়। এজন্য অনলাইনে আবেদন নেওয়া হবে। www.wbjeeb.nic.in বা www.wbjeeb.in-এ এই দুই ওয়েব সাইটে আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য, গত বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়েছিলেন এক লক্ষ ৪২হাজার ৬৯২জন। প্রস্তুতিতে সব ধরণের সাহায্য করবে বোর্ড।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দাবিতে কলেজ স্ট্রিটে এসএফআইয়ের মিছিল। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

সপ্তাহজুড়ে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের নির্দেশ মমতার

সর্বত্র পাঠানো হচ্ছে দলীয় সার্কুলার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে এবার দলীয় নেতা-কর্মীদের কোমর কষে নামতে নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর নির্দেশে শুক্রবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকসি ও সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দলের সর্বস্তরে জরুরি সার্কুলার পাঠাচ্ছেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় তৈরি অস্থির পরিস্থিতি থেকে দল ও প্রশাসনকে বাগে এনে মুখ্যমন্ত্রী এখন ভাবমূর্তি উদ্ধারে অনেক বেশি সক্রিয়। তাঁর লক্ষ্য, ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। এর আগে দলকে পুরোপুরি গুছিয়ে নিতে চান তিনি। রাজ্যবাসীর কাছে দলের স্বচ্ছ ও জনমুখী ছবি তুলে ধরতে এবার ১ থেকে ৭ জানুয়ারি সাতদিন ধরে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেখানে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি সমাজের নানাস্তরের মানুষদের সম্মানিত করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একেবারে বুথস্তর অবধি তা পৌঁছে দিতে হবে বলে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গান্ধিজি, নেতাজি, আবুল কালাম আজাদ, বিআর আম্বেদকর সহ মনীষীদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের মাধ্যমেই রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও সামাজিক প্রকল্পগুলির ব্যাপক প্রচারও চাইছে শাসকদল। আসন্ন বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে এই প্রচার ও জনসংযোগ নিবিড় করতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। করা হবে রক্তদান শিবির, হাসপাতালে দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে ফল ও বস্ত্র বিতরণও অবশ্য করণীয় বলা হয়েছে।

রাজয নেতৃত্বের পাঠানো সার্কুলারে ১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, ২৩জানুয়ারি নেতাজির ১২৯তম জন্মজয়ন্তী, ২৬জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও ৩০জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবসকে শহিদ দিবস হিসাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছড়াচ্ছে জল্পনা

ফিরহাদের কাছে বিজেপি বিধায়ক

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : কলকাতা পুরসভায় গিয়ে পুরো-নগোরন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ঘরে শুক্রবার আচমকাই হাজির হন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। অতীতে বেশকয়েকজন বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাই, ফিরহাদের সঙ্গে বিশ্বনাথ কারকের এই সাক্ষাৎ নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়।

শুক্রবার দুপুরে মুখে মাস্ক পরে বিশ্বনাথ মেয়র তথা মন্ত্রীর ঘরে ঢোকেন। দপ্তরের কর্মীরা তাঁকে চেনে ফেলেন। কারণ, তিনি বাম আমলে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ছিলেন। পরে দল বদলে বিজেপিতে যোগ দেন ও বিধায়ক হন। হঠাৎ বিশ্বনাথবাবু কেন পুরভবনে এলেন, তা নিয়েই দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে জোরদার জল্পনা শুরু হয়। মিনিট পনেরো মেয়রের সঙ্গে কথা বলে বিশ্বনাথবাবু বেরিয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক কেন দেখা করতে এলেন, তা নিয়ে অবশ্য ফিরহাদ কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দেন বিশ্বনাথবাবুও। ফিরহাদের ঘর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা অন্য কিছু ভাববেন না। আরামবাগ পুরসভা এলাকায় গ্রিন সিটির কাজ করার নামে প্রায় ৯ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান পুর দপ্তরে চিঠিও পাঠিয়েছেন। আমি ওই দুর্নীতির বিষয়ে কিছু তথ্য হাতে পেয়েছি। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সেই তথ্য হাতে তুলে দিলাম। জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছিলাম। অন্য মানে করাটা ঠিক হবে না।' বিশ্বনাথবাবুর দলবদলের অতীত রেকর্ড তাঁর আছে। তৃণমূলের শীরিষ নেতারা প্রায়ই বলেন, বহু বিজেপি বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বনাথবাবুর পুরসভা ভবনে যাওয়া রীতিমতো রহস্যের জন্ম দিয়েছে।

রেজিস্ট্রার বরখাস্ত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুবীর মৈত্রকে বরখাস্ত করল কর্তৃপক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম সহ নানা অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তদন্তও শেষ করেছে। গত ৫ নভেম্বর সেই রিপোর্ট জমা পড়েছে। এরপরই সাতদিনের মধ্যে সুবীরের জবাব চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। জবাবে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে সেই তদন্ত রিপোর্ট, সাক্ষীদের বয়ান ও সুবীরের জবাব খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য তথা প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় জানান, রেজিস্ট্রারকে জরুরিভিত্তিতে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত হওয়ায় তিনি অবসরকালীন কোনও সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণও তাঁকে দিতে হবে।

শপথে বাঙালিয়ানায় নজর ঋতব্রতর

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : রাজ্যসভার সাংসদের শংসাপত্র হাতে নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী হিসেবে দাবি করলেন তৃণমূলের নবনির্বাচিত সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যসভার শপথে বাঙালি অস্মিতাকেই গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি। শুক্রবার বিধানসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার শংসাপত্র নেওয়ার পর ঋতব্রত জানিয়েছেন, তিনি বাংলায় শপথ নেবেন বাঙালি পোষাক পরেই। মঙ্গলবার তাঁর শপথ হতে পারে।

রাজ্যসভার শপথে এবার মোট ৮ সাংসদের শপথ নেওয়ার কথা। এর মধ্যে একমাত্র ঋতব্রতই বিরোধী সাংসদ। বাকিরা সবাই বিজেপির। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও ক্রমশ শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে ব্যবধান কমছে। ক্যাবিনেটে পাশ করানোর পর লোকসভার অধিবেশনে এক দেশ এক ভোট বিল পেশ করার উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি। এই আবহে শংসাপত্র নেওয়ার পর ঋতব্রত কেন্দ্রে বিজেপিবিরোধী জোটের নেত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সরব হলেন।

তিনি বলেন, 'দেশের সব সিনিয়ার ও অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতা হিসেবে চাইছেন। কারণ, তিনিই পারেন বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়াকে বাঁধতে।' শপথ যে তিনি বাংলাতেই নিতে চান ইতিমধ্যেই তা রাজ্যসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছেন। দিল্লির ঠান্ডার জন্য ধুতিকে সরিয়ে রাখলেও কোনওভাবেই কোট-প্যান্ট পরে শপথ নিতে চান না বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন। শপথে কুর্তির সঙ্গে শাল নেওয়ার ভাবনা রয়েছে তাঁর। যাই হোক, শপথের পোশাকে আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে চান তিনি।

জয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও চিফ হুইপ নির্মল ঘোষ।

আজ ফের জমায়েত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের খুনের প্রতিবাদে কেঁপে গিয়েছিল রাজ্য। ন্যায় বিচারের দাবিতে ১৪ অগাস্ট মধ্যরাতে পথে নেমেছিলেন মহিলারা। শনিবার, ১৪ ডিসেম্বর সেই রাত দখলের চারমাস। এজন্য ওইদিন ফের এক জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। শহরের অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস চত্বরে রাণুছায়া মঞ্চে 'স্পর্ধার চিৎকার' নামে ওই জমায়েত করা হবে। দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সভায় সমাজের নানা পেশার মহিলারা উপস্থিত থেকে তুলে ধরবেন নিজ অভিজ্ঞতার কথা। এমনকি রূপান্তরকারীরাও শোনাবেন অভিজ্ঞতার কথা।

আজ টিভিতে

অনুপমা সুরেশকে বিয়ে করতে চায়, এটা জানার পর কী করবে ললিত? সাহিত্যের সেরা সময়ে- **অনুপমার প্রেম** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বর্ণর সংসার, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বস-বর্ন টু রুল, দুপুর ২.৩০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), ৯.৩০ এক চিলতে সিঁদুর
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধ্যা ৭.৩০ দেবী, রাত ১১.০০ মেজদিদি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হুল্লোড়, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ তুলকালাম, সন্ধ্যা ৭.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.৩০ বন্দিনী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জীবন নিয়ে খেলা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিদ্রোহী, সন্ধ্যা ৭.৩০ দাবিদার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি

গব্বর ইজ ব্যাক বিকেল ৪.০৯ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

কণ্ঠ রাত ১০.৪৫ জলসা মুভিজ এইচডি

মিশন রানিগঞ্জ সন্ধ্যা ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

স্বর্ণর সংসার রাত ৮.৩০ কালার্স বাংলা

শনিবার, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৫ সংখ্যা

ভরসা সেই খয়রাতিতে

লোকসভা বা বিধানসভা, ভোট যেমনই হোক, জিততে দানখয়রাতিই এখন রাজনৈতিক দলগুলির সবথেকে পছন্দের অস্ত্র। অনুদাননির্ভর এই রাজনীতিতে মহিলা ভোটব্যাংককে কবজা করার চেষ্টা হয় সবাধিক। শাসক-বিরোধী সমস্ত পক্ষই দানখয়রাতি করে কিংবা তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করে। সামাজিক সুরক্ষা নামের আড়ালে রাজনৈতিক দলগুলির এই দানখয়রাতি সাধারণ মানুষের বিপুল অংশ মেনেও নিয়েছে। ভোটের ফলাফলে অন্তত সেই প্রবণতা স্পষ্ট।

দিল্লির আসন্ন বিধানসভা ভোটের মুখে আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল মহিলাদের জন্য প্রতি মাসে ২,১০০ টাকা দেওয়ার যোজনা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দিল্লি মন্ত্রীসভায় সদ্য সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ করানোও হয়েছে।

এবার নির্বাচনের ঠিক আগে দিল্লির সমস্ত আঠারোর্ধ্ব মহিলাকে মাসে ২১০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আপের শীর্ষ নেতা ফের প্রমাণ করে দিলেন, ভোট সত্যিই বড় বালাই। বাড়ির মহিলাদের হাতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠিয়ে সমর্থনভিত্তি যে মজবুত করা যায়, তার সবথেকে বড় উদাহরণ তো পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের অনেক মহিলা নাম লিখিয়েছেন।

কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প মমতা এবং তৃণমূলের একের পর এক নির্বাচনি সাফল্যের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। তাঁর দেখাদেখি মধ্যপ্রদেশে লাডলি বহেন এবং মহারাষ্ট্রে লড়কি বহিন যোজনা চালু করে বিপুল নির্বাচনি সাফল্য ঘরে তুলেছে বিজেপি ও তার শরিক দল শিবসেনা। কর্ণাটকে আবার গৃহলক্ষ্মী এবং তেলেঙ্গানায় মহালক্ষ্মী প্রকল্প চালু করে বিপুল সমর্থন আদায় করেছে কংগ্রেস। এবার দিল্লিতে একই কায়দায় ভোটারদের বিশেষ করে মহিলাদের সমর্থন সুনিশ্চিত করে ফেললেন কেজরিওয়াল।

এর আগেও তিনি খয়রাতির রাজনীতি করেছেন। তাতে সফলও হয়েছেন। শুধু দিল্লিতে নয়, পঞ্জাবেও হয়েছে। বিজেপি মুখে দানখয়রাতির (মোদির ভাষায় রেউড়ি সংস্কৃতি) সমালোচনা করেছে। কিন্তু করোনাকাল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে বিনামূল্যে র‍্যাশনের ঝাঁপি উজাড় করে সেই খয়রাতির পথ গ্রহণ করেছে বিজেপি।

বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ- কোনও দলই এই ছকের বাইরে বেরোতে চায় না। অর্থনীতির সাধারণ জ্ঞান থেকে অবশ্য আশঙ্কা থাকে যে, রাজকোষ যদি শুধু দানখয়রাতি করতেই খরচ হয়ে যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়তে পারে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও বিনা পয়সায় এই রেউড়ি সংস্কৃতি নিয়ে অনেকাবার প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও তাঁর সরকার যখন গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে র‍্যাশন দেয় কিংবা তাঁর দলের শাসনাধীন রাজ্য সরকারগুলি যখন লাডলি বহেন, লড়কি বহিন যোজনার মতো প্রকল্প ঘোষণা করে, তখন তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন।

কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, তিনি অ্যাকাউন্টসের জাদুকর। টাকা কীভাবে আসবে আর কীভাবে খরচ করা হবে, তা তিনিই ঠিক করবেন। বিজেপির সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই খয়রাতি ছাড়া কি ভোটে জেতার আর কোনও উপায় নেই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে?

মহিলাদের ক্ষমতায়ন আরও অনেকভাবে করা যেতে পারে। ১ বা ২ হাজার টাকা দিয়ে তাদের আনুগত্য কিনে নেওয়ার চেষ্টাকে মহিলা ক্ষমতায়ন বলে চালানো হচ্ছে ঠিকই। বাস্তবে লক্ষ্য হল ভোটব্যাংক সংহত করা। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলায় বলেছে, বিনামূল্যে র‍্যাশন না দিয়ে তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান তৈরি করা প্রয়োজন। দেশে ক্রমাগত বেকারত্ব বাড়ছে। কাজের বাজার সংকুচিত হচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার মূল্য। শুধু ভাতা, অনুদান, খয়রাতি দিয়ে বেকারত্ব-মূল্যবৃদ্ধি সমস্যার সমাধান করা কিন্তু সম্ভব নয়।

অমৃতধারা

সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

কবে বন্ধ হবে গুজবের গজল? আর কবে?

দেশজুড়ে চলছে ভুল খবর ও মিথ্যে ভাষণ। সেই রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশও। যার জেরে ছড়াচ্ছে হিংসার স্রোত।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অভিষেক এবং অভিষেক।

এই মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে একেবারে এক বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছেন দুই অভিষেক। মুম্বইয়ে, কলকাতায়। দু'জনকে নিয়ে অযুত জল্পনা চলে প্রতিদিন। এঁদের ধারেকাছে যেতে পারে না প্রচারমাধ্যম। তাঁরাও কোনও কথা বলেন না। অথচ তাঁদের নিয়ে নানা খবর ডানা মেলে উড়ে যায় পৃথিবীর সব প্রান্তে।

অভিষেক বচ্চনের যে কতবার ঐশ্বর্যা রাইয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হল, তার হিসেব রাখা খুব কঠিন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কতবার যে নানা ইস্যুতে পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধ হল, মিডিয়ারই হিসেব নেই।

অধিকাংশ বিরোধ কিন্তু সংবাদমাধ্যমেই। ছাপার অক্ষরে অথবা টিভির দৃশ্য বর্ণনায়। স্রেফ সূত্রের হাত ধরে এক একবার এক রকম খবর বেরোয়। ঘুরেফিরে আবার আসে সেই প্রসঙ্গ। ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ। মমতার সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আবার নাকি মিটে যায়, আবার শুরু হয়। অথচ চার জনের কেউই কোনও কথা বলেন না বিষয়দুটো নিয়ে। সাংবাদিকরা নিজেরাও সরাসরি প্রশ্ন করতে যান না।

অমিতাভ বচ্চন নিজে অভিষেক-ঐশ্বর্যর সম্পর্ক নিয়ে জল্পনার কড়া সমালোচনা করেন পরোক্ষে। তাতেও বন্ধ হয়নি খবরের জল্পনা-কল্পনা, গুজবের গজল।

দুটি ঘটনা বুঝিয়ে যায়, আজকের ভারতে গুজব কত দ্রুত পল্লবিত হয়। বাংলায় হাতে গরম টাটকা উদাহরণ সন্দেশখালি এবং আরজি কর। দুটি বিতর্কেই প্রথমদিকে যা শোনা যেত, অনেক কিছু এখন আর শোনাই যায় না। অথচ মিথ্যে খবর ফেরির জন্য কেউ আর ক্ষমা প্রার্থনাও করেননি। শেয়ার করনেওয়ালারাও হাঁটেননি দুঃখপ্রকাশের পথে। বহু মিথ্যে খবরকে অস্ত্র করে কত লোকে কত তর্ক করেছেন। অনেকের বন্ধুবিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে বহু জায়গায়।

বক্তব্যের ভুল ব্যাখা করে ভাইরাল বানানোতেও অনেকের আনন্দ। টাটকা উদাহরণ চাই? কবি জয় গোস্বামীর স্ত্রীর হোম ডেলিভারির ব্যবসা করার ভুল 'খবর' এই তালিকায় আসবে। অনেক হোয়াটসঅ্যাপের খবরেও থাকে এমন মিথ্যে চালাচালি। জয়ের বিখ্যাত কবিতা তিনিই লিখেছেন আগে, এমন হাস্যকর দাবিও নির্লজ্জ মানুষ তুলে ফেলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে এমন গুজব ছড়ানোর অভ্যাস আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে বাধ্য।

বছর দশেক আগেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম অনেক বেশি সতর্ক ছিল। কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে আড়ালে রাখার চেষ্টা হত। দুই সম্প্রদায়ের ঝামেলার খবরে হিন্দু বা মুসলমান শব্দ দুটো উল্লেখ করা হত না। আমাদের বলা হত, সংবাদমাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব বিশাল। উত্তেজনা ছড়ানো অপরাধ।

এখনকার সংবাদমাধ্যম এবং দায়িত্ববোধ? আমরা কেউই আর আগের অলিখিত নিয়মের কথা ভাবি না। এখন হিন্দুর মন্দির বা মুসলমানের মসজিদ আক্রমণের খবর ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে না। অক্লেশে স্পষ্ট বলে দেওয়াই আজ নিয়ম। আমি নিজেও এখানে অনেক দোষেতে দোষী।

মূলত, তিনটে কারণে আমূল পাল্টেছে এ ধরণের খবর প্রকাশের ধারা।

এক, সোশ্যাল মিডিয়া এখন অনেক শক্তিশালী। আপনি খবর চেপে রাখতে পারেন, অন্য মোড়কে লিখতে পারেন। কিন্তু সব আসল খবরই সরাসরি বেরিয়ে যাচ্ছে টুইটার, ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রামে। অজস্র ফেসবুক লাইভ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেসব চালাচালি হচ্ছে। সেই ভিডিওর নাম দিয়ে সবাই খবর করছি। এবং ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি, আমরা এই ভিডিওর সত্যাসত্য যাচাই করিনি।

দুই, প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা মারাত্মক বেড়ে গিয়েছে। আপনি না লিখলে অন্যরা কেউ লিখে দেবে। সে কথা ভেবেই সব অপ্রিয় সত্য খুল্লমখুল্লা বেরোচ্ছে। এই যে ভারত-বাংলাদেশ, দুটো দেশে তীব্র আক্রমণাত্মক ধর্মীয় হুঙ্কার-পালটা হুঙ্কার চলছে, আগেকার দিনে এসব প্রকাশই হত না। এখন একেবারে তলার দিকের ছোট নেতা অকথ্য বললেও প্রচারমাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে। যত বাজে ভাষা, তত প্রচার।

তিন, ভারতে হিন্দুবাদী, বাংলাদেশে মুসলমানবাদী পার্টি ক্ষমতায় থাকায় তারাও নিজের স্বার্থের কথা ভেবে পছন্দের খবর দিচ্ছে। তাদের ভোট কুড়োনর আসল অস্ত্র এই ঘটনাগুলো। যত এমন হবে, তত ক্ষমতাসীন দলের লাভ। সুদূর ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবছে না। গুজবের উপমহাদেশ হয়ে উঠছে ভারতীয় উপমহাদেশ।

যেভাবে প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে কিশোরী, বালক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নদী-কাঁটাতার পেরিয়ে চলে আসছেন এই বাংলায়, এমন প্রবণতা ভয়ঙ্কর। এখানে একটি গুজব অজস্র প্রাণ নিতে পারে, তৈরি করতে পারে সাম্প্রদায়িক হিংসার বাতাবরণ। অনেকেরই যেমন আশঙ্কা, সিরিয়ার মতো গৃহযুদ্ধ না লাগে বাংলাদেশে! হলে সেই আঁচ আমাদের বাংলাতেও পড়তে বাধ্য। এ সময় উচিত, সব পার্টির নেতাদের সতর্ক থাকা। একসঙ্গে চেতনার বার্তা দেওয়া। সেসব আর হচ্ছে কোথায়?

রাজ্যের দুটো সবচেয়ে বড় পার্টির নেতারাই যা বলছেন, তাতে অনেকের বোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। চুলোয় যাক সামাজিক চেতনা। নেতারা বুঝে গিয়েছেন, কোন জাতীয় মন্তব্য টিভি, কাগজ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় গুরুত্ব পাবে। কোথায় দলের লাভ। হাঁটছেন সেই বিভীষিকার পথে। ডেকে আনছেন হিংসা।

দেশের তুলনায় দলের লাভেই নজর বাবুদের। হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে ভুল খবরের স্রোতস্বিনীতে ঢেউ ওঠে আজ। তাতে ভরসা করেই জনতা এঁড়ে তর্ক চালিয়ে যায় ফেসবুকের পাতায়। পদ্মাপারে, গঙ্গাপারে। এখানে বিদ্বেষের দেশে আমরা ভাই-ভাই। সবাই একই পথে চলি।

আরজি কর আন্দোলনের সময় দেশের এক নম্বর গায়ক অরিজিতের নতুন গানের লাইন জনপ্রিয় হয়েছিল খুব। আর কবে, আর কবে? সেখানে অরিজিৎ গানে গানে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কবে চিত্ত স্বাধীন হবে? কবে সিক্ত হবে হৃদয়?

সেই ঢংয়েই সে গানে আপাতত জুড়ে দেওয়া যায় আরও দুটি লাইন।

কবে বন্ধ হবে গুজব? কবে বন্ধ হবে মিথ্যে-ভাষণ?

আর কবে, আর কবে?

আজ

১৯২৪

১০০ বছর আগে আজকের দিনে জন্মেছিলেন অভিনেতা রাজ কাপুর।

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মেছিলেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

সব দোষ কি একা নেহরুর? ১৯৭৫ সালের জন্য তো ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল। আপনারা দেখে শিখুন। যে কাজ করেছেন, তার জন্য ক্ষমা চান। ভারতীয় সংবিধান কিন্তু সংঘের বিধান নয়।

- প্রিয়াংকা গান্ধি

ভাইরাল/১

আল্লু অর্জুন শুক্রবার চরম হেনস্তার সামনে পড়লেন। তবে তাঁর নতুন সিনেমা কিন্তু সত্যি সুপারহিট। বহুদূরের দেশ তানজানিয়ার বিখ্যাত ইনফ্লুয়েন্সার কিলি পল পুষ্পার গানে নেচেছেন। প্রচুর বিদেশি তা দেখেছেন। সেই ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য কত কী করতে হয়! আমেরিকার ইনফ্লুয়েন্সার ফেডর বালভানভিচ প্রচুর ডলার পুড়িয়ে দিলেন ক্যামেরার সামনে। প্রচুর লোক দেখলেনও। আবার সমালোচনাও করলেন। অর্থ পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য নেটিজেনরা সোচ্চার।

উত্তরের পাঁচালি

বেহাল অযান্ত্রিক

অনাদরে।। বালুরঘাটে পূর্ত দপ্তরের মুক্ত সংগ্রহশালা।

ভেজা জামাকাপড়ে মুখ লুকিয়েছে বালুরঘাটে পূর্ত দপ্তরের তৈরি মুক্ত সংগ্রহশালা 'অযান্ত্রিক'। তথ্য সংবলিত লোহার ডিসপ্লে জং ধরে নষ্ট হতে শুরু করেছে। একসময় যে যন্ত্রগুলি রাস্তাঘাট নির্মাণে সহায়ক ছিল, সেগুলো সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের উদ্যান এটি। যেখানে রয়েছে রোলার, মিক্সার, হ্যান্ড রোলার সহ রাস্তা তৈরির একাধিক সরঞ্জাম। ২০১৫ সালে রাজ্যের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীর পরিকল্পনায় এটি গড়ে ওঠে। এই সংগ্রহশালার চারপাশ লোহার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একপ্রকার তা টপকেই ভেতরে কাপড় মেলতে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিষয়টি যথেষ্টই দৃষ্টিকটু। আশ্চর্যের বিষয় বলতে এটা অজানা নয় পূর্ত দপ্তর থেকে শুরু করে প্রশাসনের। দক্ষিণ দিনাজপুর ডিভিশন এই প্রকল্পের রূপায়ণে ছিল। তাদেরও কোনও হেলদোল নেই। সামনেই অতিরিক্ত জেলা শাসক ও উদ্যানের পেছনে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ একাধিক জেলা আধিকারিকের আবাসন। ঋত্বিক ঘটকের ছবির নামকরণে তৈরি এই সংগ্রহশালাটি তা সত্ত্বেও বেহাল দশায়। এনিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ। নাট্যকর্মী কাঞ্চন সাহার বক্তব্য, 'উদ্যানটির অদূরে তেভাগার স্মৃতিস্মারক রয়েছে। পাশেই সুপ্রাচীন বৃক্ষ। তার পাশেই এমনভাবে কাপড় মেলা থাকে, যা দেখতে সত্যি খারাপ লাগে। মুক্ত সংগ্রহশালার সমস্ত সামগ্রী নষ্ট হচ্ছে।' ঘুম ভেঙে জেগে উঠুক প্রশাসন, চাইছে বালুরঘাট।

-পঙ্কজ মহন্ত

স্বপ্নে মশগুল

উজ্জ্বল।। সুভাষচন্দ্র বসু

আলিপুরদুয়ার জেলার ক্রীড়াজগতে স্বনামধন্য ক্রীড়াব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৭৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি জেলার পাশাপাশি ও রাজ্যের খেলাধুলোর জগৎকে গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর লাগাতার অংশ নিয়ে নানা পুরস্কার জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। বিহার বাদে ভারতের প্রতিটি রাজ্যে তাঁর খেলাধুলোর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং নানা সময় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন। চিন, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে গিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করেছেন। নিজস্ব উদ্যোগে একটি কোচিং ক্যাম্প তৈরি করে বিনা পারিশ্রমিকে বহু বছর উন্নতমানের বহু খেলোয়াড় তৈরি করেছেন। সুভাষের কোচিং ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েকশো ছেলেমেয়ে আজ সরকারি নানা চাকরি করছেন। সুভাষ বিভিন্ন সময়ে ডুয়ার্স সম্মান, সেরা অ্যাথলিট সম্মান, ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা সম্মান, আস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানের মতো বহু সম্মান পেয়েছেন। খেলাধুলোকেই হাতিয়ার করে সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে প্রতিনিয়ত আজও স্বপ্ন দেখেন।

-মানবেন্দ্র দাস

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সরকারি স্কুল : জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ

পড়াশোনা হচ্ছে না বলে কিছু অভিভাবক সরকারি স্কুল থেকে বেসরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন সন্তানদের। সেখানে অন্য সমস্যা।

ভূপেশ রায়

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার এক জুনিয়ার হাইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের রন্ধনকর্মীকে পরীক্ষার গার্ড হিসেবে দেখা গেল! এই স্কুলে ৭১ জন পড়ুয়া থাকলেও শিক্ষক সংখ্যা মাত্র এক! এ যেন এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার এক বাস্তব উদাহরণ। বাংলার শত শত স্কুলের এ যেন এক শোচনীয় বাস্তব চেহারা। অথচ এ রাজ্যের হাজার হাজার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে এমএ, বিএড করে বসে আছেন চাকরির আশায়।

যদি কোনও বিষয় নিয়ে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি অবহেলা হয়ে থাকে, তবে সেটা শিক্ষা। কিছুদিন আগে পর্যাপ্ত পড়ুয়ার অভাবে এ রাজ্যের ৮,২০৭টি সরকারি প্রাথমিক, প্রাক প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের বন্ধের মুখে থাকার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তা নিয়ে কম চর্চা হয়নি এ রাজ্যের শিক্ষামহলে। যে স্কুলগুলো এতদিন ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে সরগরম থাকত, মাঠে পড়ুয়ারা প্রতিদিন খেলত, যে স্কুলগুলোতে প্রতিদিন ক্লাসের ঘণ্টার আওয়াজ বাজত, যে স্কুলগুলোর সামনে দোকান দিয়ে কিছু মানুষের সংসার চলত, কী এমন হল যে এই কয়েক বছরে সেই স্কুলগুলো আজ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শামিল!

এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হল স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, পরিকাঠামো নেই, পড়াশোনার পরিবেশ নেই, তাই সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যাও তলানিতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাবে সরকারি স্কুলগুলো বন্ধ হচ্ছে, নাকি পড়ুয়ার অভাবে, সেটা বোঝা দরকার সবার প্রথমে। এ রাজ্যের বেশিরভাগ স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। কিছু কিছু স্কুলে এক-দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে ৪ শ্রেণির ক্লাস। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সহ সমস্ত স্কুলেই অবস্থা প্রায় একই।

শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলো ছাত্র ভর্তি নিতে সাহস পাচ্ছে না, গ্রামীণ এলাকায় যে স্কুলগুলোতে আগে বিজ্ঞান বিভাগ ছিল, শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধ করতে। এমনকি কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের সংখ্যাও নেই বললেই চলে। হাজার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও দীর্ঘ এক দশক থেকে ধরে এ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নেই।

কিন্তু একশ্রেণির মানুষ একটা মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করছে, তারা দাবি করে পড়ুয়ার অভাবেই স্কুলগুলো বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু কেন অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না, সেটা খোঁজার চেষ্টা করছেন না তাঁরা। যে স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, শিক্ষকরা সময়মতো আসেন না, শিক্ষার মান নিয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা নেই, সেখানে কোন ভরসায় একজন সচেতন অভিভাবক তাঁর ছেলেমেয়েদের পাঠাবেন?

বেশিরভাগ অভিভাবক শত আর্থিক কষ্টের মাঝেও তাঁদের সন্তানদের অপেক্ষাকৃত ভালো বেসরকারি স্কুলে পড়াতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু যেভাবে বেসরকারি স্কুলগুলো তাদের ফি বাড়াচ্ছে তাতে মধ্য নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থা শোচনীয়। এ যেন জলে কুমির, ডাঙায় বাঘের মতো অবস্থা। তাই যাঁর যত বেশি টাকা তাঁরা তত উচ্চমানের শিক্ষা ক্রয় করছেন বাজার থেকে। এতে দরিদ্র মানুষজন যে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তা আমাদের নেতা-মন্ত্রীরা বুঝেও না বোঝার ভান করেন। কেননা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন, তাঁদের সন্তানদের তাঁরা কোনওদিন সরকারি স্কুলে পড়াবেন না। আর এভাবেই এই ভয়ংকর অবস্থার দিকে এগিয়ে চলছে এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা।

(লেখক ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৩

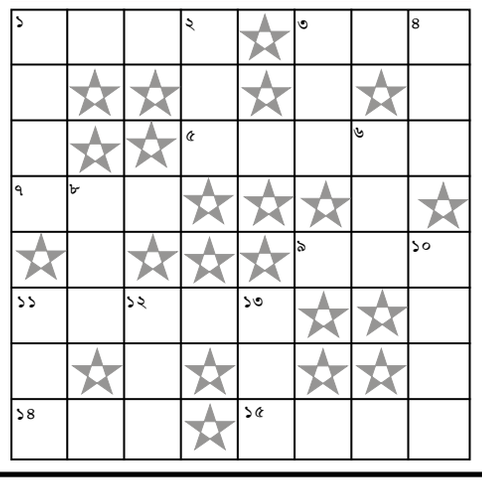

পাশাপাশি : ১। সম্পূর্ণ নষ্ট, ব্যর্থ বা পণ্ড ৩। সুরধর্মী বা গীতিময় ৫। বিভীষণ ও সরমার ছেলে ৭। যেখানে অপারাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ৯। স্নানের পর গা মোছার বস্ত্র ১১। নদীর ধারে একত্রিত হয়ে খাওয়াদাওয়া ১৪। মেরামত বা সংস্কার করা ১৫। জল বাষ্পে পরিণত করার যন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। অন্যের হয়ে সই করা ২। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ৩। দেবী ভগবতী, সরস্বতীও হতে পারেন ৪। টেমস নদীর তীরে ইংল্যান্ডের রাজধানী ৬। কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করা ৮। ভব্য বা শিষ্টাচার সম্মত ১০। সম্পূর্ণ ধ্বংস বা সমূহ সর্বনাশ ১১। দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ১২। ভোরবেলার উপাসনা সংগীত ১৩। বাদশাহী আমলের মুসলমান সামন্ত রাজা।

সমাধান ■ ৪০১২

পাশাপাশি : ১। মগজ ৩। অজ ৫। পর্ণ ৬। দোলাই ৮। ময়লা ১০। দাবনা ১২। বিছানো ১৪। কচি ১৫। নিষ্ক ১৬। নিখুঁত।

উপর-নীচ : ১। মনস্কাম ২। জপমালা ৪। জটিলা ৭। ইচ্ছা ৯। চাবি ১০। দারুচিনি ১১। নাকখত ১৩। ছাউনি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াংকার ভাষণে ইন্দিরার ছায়া

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : সাংসদ হিসেবে লোকসভার প্রথম ভাষণেই ছক্কা হাঁকালেন কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। দাদা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির মতো জোরাল ভাষায় না হলেও দৃঢ়কণ্ঠে ভারতের সংবিধানের ইতিহাস, তার গুরুত্ব, মোদি জমানায় কীভাবে সংবিধানের ওপর লাগাতার আঘাত করা হয়েছে, সম্ভাল, মণিপুর, কৃষক, আদানি এমনকি ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবি-সবকিছুই উঠে এল ওয়েনাডের সাংসদের প্রথম ভাষণে। তাঁর বাচনভঙ্গি, প্রতিপক্ষকে নিশানা করার ধরন, বহু কংগ্রেস সদস্যই প্রিয়াংকার মধ্যে তাঁর ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধির ছায়া দেখতে শুরু করেছেন।

অবশ্য এই তুলনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। কিন্তু সংবিধানের ৭৫ তম বর্ষ উপলক্ষ্যে শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া দু-দিনের ভাষণে প্রিয়াংকা যেভাবে বিজেপিকে বিঁধেছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বোনের ভাষণ চলাকালীন নিজের আসনে বসেছিলেন রাহুল। দর্শকাসনে ছিলেন তাঁর স্বামী রবার্ট ভদরা এবং ছেলে রেহানও।

ট্রেজারি বেঞ্চের তরফে এদিন প্রথমে বিতর্কের সূচনা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিরোধীদের তরফে তার জবাব দিতে ওঠেন প্রিয়াংকা। ঘটনাচক্রে এদিন ছিল ২০০১ সালের সংসদ হামলার বর্ষপূর্তি। শুক্রবার তাই ভাষণের শুরুতেই শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেসনেত্রী। তারপর শুরু হয় লাগাতার কেন্দ্র, বিজেপি এবং আরএসএসবিরোধী তোপবর্ষণের পালা। ভারতের সংবিধানকে ভারতীয়দের সুরক্ষাকবচ বলে আখ্যা দিয়ে প্রিয়াংকার সাফ কথা,

‘সংবিধান সংঘের বিধান নয়’

প্রিয়াংকার বক্তৃতার পর মেয়েকে নিয়ে হাসিমুখে সংসদের বাইরে সোনিয়া। সঙ্গী খাড়গে সহ অন্যরা শুক্রবার।

‘ভারতের সংবিধান সংঘের বিধান নয়। আমাদের সংবিধান দেশবাসীকে রক্ষা করে। ন্যায়, ঐক্য এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষাকবচ। কিন্তু গত ১০ বছরে সরকারপক্ষ এই সুরক্ষাকবচকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। সংবিধান সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনীতিক ন্যায়ের শপথ।’ ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের জনাদেশকে সম্মান জানাতে গিয়ে প্রিয়াংকা বলেন, ‘যদি লোকসভা ভোটের এই ফল না হত, তাহলে ওঁরা সংবিধান পালটানোর কাজ শুরু করে দিতেন। শাসককুল সারাক্ষণ সংবিধানের নাম জপছে এখন। কারণ ওঁরা বুঝে গিয়েছেন, দেশের মানুষই সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখবেন। সংবিধান বদলানোর কথা এই দেশে চলবে না।’

বিজেপির নেহরু বিরোধিতা নিয়েও সংসদে প্রিয়াংকা সরব হন। তিনি বলেন, ‘নেহরুজির নাম বই থেকে, ভাষণ থেকে মুছে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই দেশ থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়া যাবে না। মোদি সরকার অতীতের কথা বলে। বর্তমানের কথা বলুন আপনারা। দেশকে বলুন আপনাদের দায়িত্ব কী? সব দায়িত্ব কি শুধু নেহরুজির?’ জরুরি অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘১৯৭৫ সালের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল। আপনারাও শিখে নিন। যে কাজ করেছেন তার জন্য ক্ষমা চান। আপনারাও ব্যালট পেপারে নির্বাচন করান। দুধ আর জলের ফারাক বোঝা যাবে।’ প্রিয়াংকার ভাষণে টাকার জোরে নির্বাচিত সরকার ভাঙানো, এজেন্সি-রাজ, বিজেপি নামক ওয়াশিং মেশিনে সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, ‘ইতিহাস বলছে, ভারত বেশিদিন কাপুরুষদের হাতে থাকেনি।’ প্রধানমন্ত্রীর সংসদে না আসা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সংবিধান প্রত্যেক ভারতীয়কে সরকার গঠনের অধিকারও দিয়েছে, আবার সরকার পরিবর্তনেরও অধিকার দিয়েছে।’ উন্নাও, সম্ভাল কাণ্ডের কথা বারবার উঠে এসেছে তাঁর বক্তৃতায়।

প্রিয়াংকা উবাচ

- ভারতের সংবিধান সংঘের বিধান নয়। আমাদের সংবিধান দেশবাসীকে রক্ষা করে। ন্যায়, ঐক্য এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা কবচ। কিন্তু গত ১০ বছরে সরকারপক্ষ এই সুরক্ষা কবচকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। সংবিধান সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনীতিক ন্যায়ের শপথ।
- যদি লোকসভা ভোটের এই ফল না হত তাহলে ওঁরা সংবিধান পালটানোর কাজ শুরু করে দিতেন। শাসককূল সারাক্ষণ সংবিধানের নাম জপছে এখন।
- ১৯৭৫ সালের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল। আপনারাও শিখে নিন। যে কাজ করেছেন তার জন্য ক্ষমা চান। আপনারও ব্যালট পেপারে নির্বাচন করান। দুধ আর জলের ফারাক বোঝা যাবে।
- নেহরুজির নাম বই থেকে, ভাষণ থেকে মুছে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই দেশ থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়া যাবে না। মোদি সরকার অতীতের কথা বলে। বর্তমানের কথা বলুন আপনারা। দেশকে বলুন আপনাদের দায়িত্ব কী? সব দায়িত্ব কি শুধু নেহরুজির?

সংসদ হামলার ২৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মোদি, বিড়লা, ধনকর।

‘নিজেদের স্বার্থে হিন্দুদের সুরক্ষা দিক বাংলাদেশ’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ‘বাংলাদেশ যেন নিজেদের স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।’ শুক্রবার লোকসভায় এই ভাষাতেই ঢাকাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার ব্যাপারে ইউনূসের সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এদিন লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি জানতে চান, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার কী পদক্ষেপ করছে? জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করায় এদিন বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ওপর যে ছায়া পড়েছে, তা দুই দেশের স্বার্থেই দূর করতে হবে।’

ওপার বাংলায় লাগাতার হিংসা এবং ভারতবিদ্বেষ যে দুই প্রতিবেশীর সুসম্পর্কের পরিপন্থী, সেই কথা একপ্রকার মেনে নিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কে কীভাবে উভয়পক্ষ লাভবান হবে, সেটা বাংলাদেশের নতুন সরকার ঠিক করবে। আমরা আমাদের উদ্বেগের বিষয়গুলি তাঁদের গোচরে এনেছি। বাংলাদেশের ঘটনার ওপর ভারতের নজর রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা আশা করি, বাংলাদেশ তাদের নিজেদের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।’

এদিকে বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে ভারতের পাশাপাশি মুখ খুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিউনিকেশনস অ্যাডভাইজার জন কিরবি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে নিরাপত্তা কঠিন হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।’ কিরবি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের নেতারা বারবার ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সব বাংলাদেশির নিরাপত্তা বিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জয়শংকর জানান, এ ধরনের হামলার ঘটনা আগেও উদ্বেগের কারণ ছিল এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়ানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

লোকসভায় বিবৃতি জয়শংকরের

মঙ্গলবার ইউনূসের সরকার সেদেশে বসবাসকারী হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ৮৮টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনার কথা স্বীকার করে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম জানান, এই হিংসার ঘটনায় ইতিমধ্যে ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাকিস্তান নিয়ে বার্তা : জয়শংকর এদিন বলেন, পাকিস্তানকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং নিকটবর্তী দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প, বাণিজ্য ও বিনিময় সম্পর্ক প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তান ও চিনের বাইরে অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কই প্রমাণ করে যে, এসব দেশের ‘ভারত প্রথম’ নীতি রয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি চিন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, ভারত-চিন সীমান্তে সেনা প্রত্যাহার এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকার আগেই বিশদ বিবৃতি দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারতের সুরক্ষাবাহিনী সীমান্তে তাদের টহলদারি চালিয়ে যাবে।

মহাকুম্ভে এআই

প্রয়াগরাজ, ১৩ ডিসেম্বর : ২০২৫-এর মহাকুম্ভকে একটি মসৃণ ইভেন্টে পরিণত করার লক্ষ্যে ও ভক্তদের জন্য যোগাযোগ সহজ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। কুম্ভ সহায়ক নামে একটি উন্নত এআই জেনারেটিভ চ্যাটবট চালু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার ১৬৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে জানিয়েছেন, দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে আগামী বছরের মহাকুম্ভ মেলা। প্রয়াগরাজে সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস। আগামী কুম্ভমেলাকে ‘মহা অভিযান’ বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে আলোচিত হবে এই মেলা। আমি এর মহান সাফল্য কামনা করি।’ মহাকুম্ভ শুরু হচ্ছে ১৩ জানুয়ারি। চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

আটকে ৪০০

ইস্তানবুল, ১৩ ডিসেম্বর : ইস্তানবুল বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর বিমান ছাড়ার সময় একাধিক বার পিছিয়ে যাওয়ায় নাস্তানাবুদ হতে হল ৪০০ যাত্রীকে। অভিযোগ, এই দীর্ঘ সময়ে তাঁরা পানীয় জল, খাবার, থাকার জায়গা পাননি। যাত্রীরা ভোগান্তির জন্য ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন। যাত্রীরা আপডেট পেয়েছেন টার্কি এয়ারলাইন্সের কর্মীদের থেকে। লাউঞ্জে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বহু যাত্রীকে দাঁড়িয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। ইন্ডিগো বিমানের যাত্রীদের একাংশের গন্তব্য ছিল দিল্লি, বাকিদের মুম্বই।

বাবার ধামে পুজো দিলেন সস্ত্রীক হেমন্ত সোরেন। দেওঘরে।

‘পকেটে সংবিধান নিয়ে ঘোরেন’

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : প্রথমে ভারতের সংবিধানের লাল রংয়ের পকেট সংস্করণকে রেড বুক বলে আখ্যা দিয়েছিল বিজেপি। আর এবার পকেটে সংবিধান রাখার ঘটনায় ওই পবিত্র গ্রন্থের অমর্যাদা হয়েছে বলে সুর চড়ালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাহুল গান্ধির নাম না করে তিনি বলেন, ‘কংগ্রেসের কিছু নেতা সংবিধানের একটি কপি পকেটে নিয়ে ঘোরেন। তাঁরা শুধু পকেটে সংবিধান রাখা শিখেছে। কিন্তু বিজেপি সংবিধানকে মাথায় তুলে রেখেছে। আমরা কখনও কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছেলেখেলা করিনি।’ সংবিধান গ্রহণের ৭৫ বছর পূর্তিতে শুক্রবার লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনার সূচনা করেন রাজনাথ।

তাঁর তোপ, ‘সংবিধান তৈরির কাজকে সবসময় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল নিজেদের কৃতিত্ব বলে দাবি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সংবিধান কোনও এক দলের অবদান নয়। ভারতের সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা, ভারতের মূল্যবোধ অনুযায়ী তৈরি হয়েছে।’ রাজনাথ সিং তাঁর বক্তব্যে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভূমিকার পাশাপাশি জরুরি অবস্থা নিয়েও কংগ্রেসকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘আজ কিছু লোকজন সংবিধান রক্ষা করার কথা বলেন। কিন্তু কারা সংবিধানকে সম্মান করেন, আর কারা অপমান করেন সেটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার।’

তৃণমূল অবশ্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অতিসক্রিয়তা এবং রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগে এদিনের আলোচনায় সরব হয়। সংবিধানের গৌরবময় অধ্যায়কে

রাহুলকে খোঁচা রাজনাথের

স্মরণ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ গত দশ বছরে এই ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাত নেমে এসেছে।’ মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘মণিপুরের নারীরা কি দেশের মেয়ে নন? তাঁদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব কি প্রধানমন্ত্রী নেননি?’ তিনি আরও দাবি করেন, ‘ওয়াকফ সম্পত্তি সমীক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে সম্ভালে ছয়জনকে হত্যা করা হয়েছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে নীরব রয়েছেন।’ পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অর্থ আটকে রাখা নিয়েও সরব হন তিনি।

অপরদিকে মহুয়া মৈত্র শাসকদলকে কড়া আক্রমণ করে বলেন, ‘গত ১০ বছরে বহু মানুষ মনে করেন যে সংবিধান আজ বিপদের মুখে। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের সঙ্গে ছেলেখেলা করতে চাইছে। সংবিধান রক্ষার বদলে কেন্দ্রীয় সরকার এর অপব্যবহার করছে। আমার ওপরও একাধিক হামলা হয়েছে, যার ফলে আমাকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছে। এটাই সংবিধানের শক্তি।’ এদিনের আলোচনায় অংশ নেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে সংবিধান নিয়ে আলোচনার কী দরকার তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। অখিলেশ বলেন, ‘বাবাসাহেব আম্বেদকর একটি সুন্দর সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে তিনি বলে গিয়েছিলেন, সংবিধান যতই ভালো হোক যাঁরা সেটি কার্যকর করছেন তাঁরা যদি ভালো না হন, তাহলে পরিণাম ভালো হয় না।’ অখিলেশ এও বলেন, ‘এখন উপাসনা করতেও অসুবিধা হচ্ছে। কারণ, মসজিদের নীচে মন্দির খোঁজা চলছে। এরা এই দেশকে শান্তিতে রাখতে চায় না।’

ধনকর-খাড়গে বাদানুবাদে উত্তপ্ত রাজ্যসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : চাষার ব্যাটা বনাম মজুরের সন্তান। অনাস্থা বিতর্ক পরিণত হল রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর বনাম বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের বাদানুবাদে।

দু-জনের বাগযুদ্ধে তপ্ত হল সংসদের উচ্চকক্ষ। যার জেরে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে বিতর্ক চলাকালীন বারবার ব্যাহত হল রাজ্যসভার কাজকর্ম। শেষমেশ সারাদিনের জন্য অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। দেখা গেল, ধনকরকে নিয়ে বিতর্ক থামছেই না।

ধনকর বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি একজন কৃষকের সন্তান। কখনও দুর্বলতা দেখাব না। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। ২৪ ঘণ্টা ধরে ভাবা একজন কৃষকের ছেলে কেন এই আসনে বসে আছে সেটা ভাবাই আপনাদেরএকমাত্র কাজ। আমি অনেক কিছু সহ্য করেছি। আপনাদের প্রস্তাব আনার অধিকার আছে, কিন্তু আপনারা সংবিধানকে অপমান করছেন।’

এর জবাবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, ‘আপনি বিজেপি সদস্যদের অন্য দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। আপনি যদি কৃষকের সন্তান হয়ে থাকেন তাহলে আমিও একজন শ্রমিকের সন্তান। আমি আপনার থেকে অনেক বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। আপনি আমাদের দলের নেতাদের অপমান করছেন, কংগ্রেসকে অপমান করছেন। আমরা এখানে আপনার প্রশংসা শুনতে আসিনি, আমরা আলোচনার জন্য এসেছি। আপনি আমাকে অপমান করছেন। তাহলে আমি কীভাবে আপনাকে সম্মান করব?’

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করছেন বলেও অভিযোগ করেন খাড়গে। রাজ্যসভার নেতা তথা বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও খাড়গের বিরুদ্ধে অসহযোগীতার অভিযোগ করেন। দুই পক্ষের তুমুল তর্জায় শেষমেশ ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে যায়।

আরবিআইকে ই-মেলে হুমকি

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর : রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সবে গভর্নর হয়েছেন সঞ্জয় মালহোত্রা। বৃহস্পতিবার তাঁর ই-মেলে এল হুমকিবার্তা। রুশ ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, দক্ষিণ মুম্বইয়ে তাঁর অফিস চত্বরে শক্তিশালী বিস্ফোরক পুঁতে রাখা হয়েছে। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে দূর নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। উড়ে যাবে অফিস। শুক্রবার সরকারি তরফে বার্তাটি জানানো হয়েছে। হুঁশিয়ারিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার বহর বেড়েছে। বিস্ফোরকের সন্ধানে এদিন ব্যাপক তল্লাশি হয়েছে গোটা চত্বরে। পুলিশ জানিয়েছে, কিছুই মেলেনি। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মেল প্রেরক রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরকে ইউক্রেনের ভ্রাতৃত্ব আন্দোলনে যোগ দিতে বলেছেন। হুমকি সম্পর্কে মাতা রমাবাঈ আম্বেদকর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আরবিআই। তদন্ত চলছে।

প্রয়াত কবি হেলাল হাফিজ

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : ‘যে জলে আগুন জ্বলে’ কিংবা ‘এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়’- লড়াই, প্রেম, বিরহ, দ্রোহ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের যাপন তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। বহু কালজয়ী কবিতার স্রষ্টা হেলাল হাফিজ আর নেই। শুক্রবার শাহবাগের সুপার হোম ছাত্রাবাসে তিনি প্রয়াত হলেন। হেলালের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর বন্ধু, কবি ও সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক হাসান হাফিজ। সূত্রের খবর, ছাত্রাবাসের শৌচালয়ে পড়ে গিয়েছিলেন কবি। মাথায় আঘাত পান। কবির দেহ রাখা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা দিয়েছে হেলালের কবিতা। তিনি গ্লুকোমায় আক্রান্ত ছিলেন দীর্ঘদিন। কিডনি, ডায়াবিটিস ও স্নায়ুর জটিলতায় ভুগছিলেন। জন্ম নেত্রকোণায় ১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘যে জলে আগুন জ্বলে’।

অতুল মামলায় গ্রেপ্তার শাশুড়ি, শ্যালক

বেঙ্গালুরু, ১৩ ডিসেম্বর : মাঝরাতে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন আত্মঘাতী বেঙ্গালুরুর প্রযুক্তিবিদ অতুল সুভাষের শাশুড়ি নিশা সিংহানিয়া এবং শ্যালক অনুরাগ সিংহানিয়া। শুক্রবার তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে কর্ণাটক পুলিশ। তবে কোথা থেকে তাঁদের ধরা হল, সেটা জানা যায়নি। ইতিমধ্যে থানায় তলব করা হয়েছে অতুলের স্ত্রী নিকিতা সিংহানিয়াকে। জৌনপুরে তাঁর বাড়ির দরজায় নোটিশ সাঁটানো হয়েছে। তাঁকে তিনদিনের মধ্যে হাজিরা দিতে হবে। নিকিতাকে জেরা করতে চায় পুলিশ।

সংবাদমাধ্যমের উৎপাত এবং গ্রেপ্তারির ভয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ছেড়ে পালান নিকিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তার আগে পর্যন্ত তাঁরা বাড়িতেই থাকছিলেন। অতুলের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হতেই বাড়ি ছাড়েন নিকিতারা। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার জানান, ‘অতুল আত্মহত্যা মামলায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বিশেষ তদন্তকারী দল অভিযুক্তদের খুঁজছে।’

গুকেশ কার, তর্জা স্ট্যালিন-চন্দ্রবাবুর

চেন্নাই, ১৩ ডিসেম্বর : ইতিহাস গড়ে দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতীয় দাবাড়ু ডি গুকেশ। তারপরেই তাঁকে নিজেদের ‘ঘরের ছেলে’ প্রমাণ করতে রীতিমতো টক্কর শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভারতের দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। গতবারের বিজয়ী চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে কণিষ্ঠতম হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুকেশ। যা নজির। ভেঙে দিয়েছেন কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভের ৩৯ বছরের রেকর্ড।

ইতিমধ্যে তরুণ দাবাড়ুকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে একাধিক রাজনৈতিক নেতা। সেই তালিকায় ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও। দুজনেই ‘ঘরের ছেলে’ বলে শুভেচ্ছাবার্তা জানান গুকেশকে। স্ট্যালিনের মতে, ‘গুকেশ তামিল।’ অন্যদিকে নাইডুর দাবি, ‘বিশ্বজয়ী দাবাড়ু আসলে তেলুগু।’

দুই মুখ্যমন্ত্রীর লড়াইয়ের সূত্র ধরে নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে তর্জা। নেটদুনিয়ার একাংশের দাবি, গুকেশ চেন্নাইয়ের বাসিন্দা। তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে তামিলনাড়ু সরকার। অন্যদের মতে, তামিলনাড়ুর বাসিন্দা হলেও তেলুগু জাতির সন্তান গুকেশ। সবমিলিয়ে গুকেশের জাতি পরিচয় নিয়ে হইচই নেটদুনিয়ায়।

জাতিগতভাবে গুকেশ তেলুগু তো বটেই, তাঁর পিতামাতাও তেলুগুভাষী। কিন্তু তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে। সেখানে মাত্র ৮ বছর বয়সে ফিডে রেটিং অর্জন করেছিলেন গুকেশ। তবে অনেকের মতে, জাতি পরিচয় নয়, গুকেশ ভারতীয় এবং এটাই শেষকথা। তিনি কোনও রাজ্যের নন, গোটা দেশের গর্ব।

শর্তসাপেক্ষে পার্থকে সুপ্রিম জামিন বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেতে পারেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার এই কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর জামিন মঞ্জুরের জন্য একাধিক শর্ত দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দায়ের করা মামলায় জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইডি ও সিবিআই দুই তদন্তকারী সংস্থার দায়ের করা মামলাতেই জেল হেপাজতে রয়েছেন তিনি।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক অভিযুক্ত জামিন পেলেও প্রভাবশালী তত্ত্বে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি পার্থর জামিনের বিরোধিতা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। ইডির মামলায় জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী মুকুল রোহতগি। মামলায় অপর অভিযুক্ত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের জামিন পাওয়াকে হাতিয়ার করেন তিনি। ইডি অবশ্য জামিনের বিরোধিতা করেছে। দু-পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শর্তসাপেক্ষে জামিন পেতে পারেন পার্থ। শর্ত না মানলে তাঁর জামিন বাতিল হতে পারে।

ইতিমধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশ করেছে ইডি। তবে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, মামলায় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রায়াল কোর্টে চার্জ গঠন করতে হবে। জানুয়ারির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান নথিভুক্ত করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া শেষ করে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পার্থকে জামিন দিতে হবে। জেল থেকে বার হয়ে কোনও সাক্ষীকে হুমকি বা প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি। পারবেন না মন্ত্রী হতেও। যদিও মামলায় দোষী প্রমাণিত না হলে বিধায়ক পদ থাকতে বাধা নেই। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে ২০২২-এর ২৩ জুলাই গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। গত অক্টোবরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে অন্য একটি মামলায় গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়... গাজাতে খাওয়ার বাটি নিয়ে ক্যাম্পে লাইনের সারিতে দাঁড়িয়ে কচিকাঁচারা।

ফেসবুক না করে সন্ন্যাসীর মতো হন

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : বিচারকদের সমাজমাধ্যম এড়িয়ে চলা উচিত এবং রায় নিয়ে অনলাইনে মতপ্রকাশ করা থেকে তাঁদের বিরত থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, বিচারকদের হতে হবে সন্ন্যাসীর মতো। কিন্তু কাজ করতে হবে ঘোড়ার মতো নিরবচ্ছিন্ন সতেজ নিষ্ঠা নিয়ে। বিচার বিভাগের দায়িত্বে থাকা কোনও পদাধিকারীর ক্ষেত্রে চাকচিক্যের কোনও স্থান নেই বলে জানিয়েছে আদালত।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দু’জন মহিলা বিচারপতিকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি অদিতিকুমার শর্মা এবং বিচারপতি সরিতা চৌধুরীকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানান। সেই মামলাতেই ওই দুই

বিচারপতিদের সুপ্রিম উপদেশ

বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁদের করা একটি ফেসবুক পোস্ট আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ ওই দুই বিচারপতির উদ্দেশে মন্তব্য করে, ‘সমাজমাধ্যম একটি খোলামেলা জায়গা। আপনাদের সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতে হবে, আর কাজ করতে হবে ঘোড়ার মতো। বিচারক এবং বিচারপতিদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। একদমই তাঁদের ফেসবুকে যাওয়া উচিত নয়।’

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘কোনও মামলায় বিচারকদের ব্যক্তিগত মতামত সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।’

বাংলাদেশ নিয়ে কটূক্তি দিলীপের

"সিংহের সঙ্গে কুকুরের কখনও লড়াই হয় না। বাংলাদেশকে এটা বুঝতে হবে। বাংলাদেশ কি কখনও যুদ্ধ করেছে? তাদের কি আদৌ কোনও সামরিক বিভাগ রয়েছে? বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকে চুরি করে খায় ওরা। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি এবং পার্লামেন্টে যে দেশের লোক লুট করে তাদের নিয়ে আর কী বলব। ভারতের দয়ায় বেঁচে রয়েছে।"

দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা

জনসংযোগ নিয়ে প্রশ্ন দলেই

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশকে কখনও ভিখারি বলে, আবার কখনও তাদের সামরিক শক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার বিজেপির 'সদস্যতা অভিযানে' জলপাইগুড়িতে এসে তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেন, 'সিংহের সঙ্গে কুকুরের কখনও লড়াই হয় না। বাংলাদেশকে এটা বুঝতে হবে। বাংলাদেশ কি কখনও যুদ্ধ করেছে? তাদের কি আদৌ কোনও সামরিক বিভাগ রয়েছে? বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকে চুরি করে খায় ওরা। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি এবং পার্লামেন্টে যে দেশের লোক লুট করে তাদের নিয়ে আর কি বলব। ভারতের দয়ায় যারা বেঁচে রয়েছে তাদের মুখে বড় বড় কথা মানায় না।' মালবাজার পুরসভার দুর্নীতি নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

এদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের বদলে তাঁকে এসব ইস্যু নিয়ে চর্চা করতে দেখা যায়। ফলে দিলীপের উপস্থিতি সদস্যতা অভিযানে কতটা প্রভাব ফেলল, তা নিয়ে চর্চা উঠতে শুরু করেছে দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে।

জলপাইগুড়ির বাবুপাড়ায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার।

এদিন সকালে জলপাইগুড়ি বাবুপাড়ার একটি চায়ের দোকানে প্রথমে আসেন দিলীপ। সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী সহ হাতেগোনা কয়েকজন নেতা। আগে চায়ে পে চর্চা কর্মসূচিতে দিলীপকে সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনতে দেখা যেত। এদিন তেমন কিছুই চোখে পড়েনি। শুধু তাই নয়, সদস্যতা অভিযান নিয়েও চায়ে পে চর্চায় তেমন কিছুই বলতে শোনা যায়নি তাঁকে। ওই চায়ের আসরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বরং বাংলাদেশকে কটাক্ষ করেন তিনি।

এরপর রাজ্যের অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ বলেন, 'রাজ্য সরকারের জন্য বহু জায়গায় তারকাঁটার বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না। রাজনাথ সিং রাজ্যে এসে এই বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু রাজ্যের কোনও সদর্থক ভূমিকা নেই।'

মাল পুরসভার বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সরকারি নথি বানিয়ে দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন দিলীপ। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের মধ্যে বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মালবাজার পুরসভা। ১৫ জন আফগান নাগরিককে জন্ম এবং মৃত্যুর সংশাপত্র দিয়েছে, যা সম্পূর্ণ দেশবিরোধী কার্যকলাপ। এই নেতাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এখনও তাদের এ নিয়ে হেলদোল নেই।'

এরপর সেখান থেকে তিনি মালবাজার ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিনগ্লাস চা বাগানে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে আসেন। পরবর্তীতে চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে একটি পথসভায় অংশ নেন। সেখানেই বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন দিলীপ।

দুপুরে দিলীপ বাগানের দলীয় কর্মকর্তা মহেশ বাগের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সেরে চলে যান মৌলানি নতুনহাটে। তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রত্যেক কর্মীকে ১০০ জন সদস্য জোগাড় করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন।

মানঝা সেতুর পিলারের পাশ থেকেই তোলা হচ্ছে বালি। -সংবাদচিত্র

মানঝা নদী থেকে অবাধে বালি লুট

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ডিসেম্বর : মানঝা নদী থেকে লাগাতার বালি তোলার ফলে সেতুর পিলার হেলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের কথায়, নদী থেকে মাফিয়ারা ইচ্ছেমতো বালি লুট করছে। সেতুর পিলার হেলে যাওয়ার ফলে সেতুটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তাঁরা। এলাকার বাসিন্দারা পুলিশের কাছে বালি তোলার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর দাবি জানিয়েছিলেন। সেইমতো পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে অভিযান চালিয়ে একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়ে কয়েকদিন আগে থেকেই প্রায় সর্বক্ষণের জন্য তেতলিগুড়ি এলাকায় পুলিশ পিকেট বসিয়েছি। নদী থেকে বালি পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানঝা সেতু দিয়েই একাধিক গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু নদী থেকে যেভাবে সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি তোলা হচ্ছে, তাতে সেতুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে।

সেতু থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে খনন করা যায় বলে মন্তব্য করেছেন ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভজিৎ মজুমদার। তাঁর কথায়, 'এর আগেও ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে কারবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফের নদী খনন শুরু হয়ে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, ১৯৯৪ সালে মানঝা নদীর উপর তেতলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এমনিতেই সেতু বেহাল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সেতুর পিলারের নীচ থেকে যেভাবে বালি তোলা হচ্ছে তাতে সেতুটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

সেতুর বেহাল পরিস্থিতি হলেও, কেন প্রশাসনের তরফে সেতুর সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির টাকায় সেতুটির সংস্কার সম্ভব নয়। সেতু সংস্কারের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হবে।'

শোয়ার ঘরে গ্রেপ্তার 'পুষ্পা'

প্রথম পাতার পর

আইন মেনেই পদক্ষেপ করেছে পুলিশ।' হায়দরাবাদ পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তার করার আগে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল অভিনেতাকে। তাঁর ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

গত ৪ ডিসেম্বর হায়দরাবাদের একটি হলে 'পুষ্পা-২'র প্রিমিয়ার শো চলাকালীন রেবতী নামে এক মহিলার ভিড়ের চাপে মৃত্যুর মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে আল্লুকে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হলেও এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেবতীর ৯ বছরের সন্তান। মৃতার স্বামী ভাস্কর মাগুলামপল্লির অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার পুলিশ আল্লুকে গ্রেপ্তার করে।

যদিও গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যান ভাস্কর। তিনি অভিযোগ তুলে নেবেন বলে জানান। ভাস্করের কথায়, '১০ দিন আগে স্ত্রীকে হারিয়েছি। ওই ঘটনায় আল্লুর হাত নেই।' তিনি অভিযোগ তুলে নেবেন বলে জানানোয় মামলাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

প্রিমিয়ার শো চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহে আল্লু পৌঁছানোয় হুলুস্থুল শুরু হয়েছিল। তখনই ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন রেবতী। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এজন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মৃতার স্বামী। তাঁর অভিযোগ ছিল, আল্লু আসার পর প্রেক্ষাগৃহের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। পুলিশের বক্তব্য, প্রিমিয়ারে আল্লুর উপস্থিত হওয়ার খবর তাঁর টিম আগাম জানায়নি। ফলে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন না থাকায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

যদিও সমাজমাধ্যমে প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষের ২ ডিসেম্বরের যে আবেদনপত্র ভাইরাল হয়েছে, তাতে প্রিমিয়ারে পুলিশকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলা ছিল। আল্লু সহ ছবির অন্য কলাকুশলীরা হাজির থাকবেন বলেও জানানো হয়। নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে পুলিশকে আগাম চিঠি পাঠানো হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আল্লুর আইনজীবীও।

'কুখ্যাত' ভক্তিনগর থানা

প্রথম পাতার পর

সেক্ষেত্রে চলতি মাসের ৩০ তারিখ কলকাতার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পঞ্চম কোর্টে হাজির হওয়ার শর্ত দেওয়া হয় তাঁকে।

আশ্চর্যের বিষয়, আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলেও সেটা শ্যামপুকুর থানাকে জানায়নি ভক্তিনগর থানা। যে কারণে ট্রানজিট রিমান্ডের বিষয়টি উহ্য থেকে গিয়েছে। আর তা নিয়েই কার্যত গোসা বিচারপতির। তীর্থঙ্কর ঘোষ সরকার পক্ষের আইনজীবীকে এদিন প্রশ্ন করেন, অভিযুক্তের ট্রানজিট বেল নাকি ইন্টেরিম বেল চাওয়া হয়েছিল? এখানে তো কিছুই স্পষ্ট করে বলা নেই। এটাই সমস্যা ভক্তিনগর থানার।'

এরপর সরকার পক্ষের আইনজীবী ইন্টেরিম বেল অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের কথা জানালে ভক্তিনগর থানাকে তুমুল ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'ভক্তিনগর থানায় কীভাবে কাজ চলে, সেটা জানা রয়েছে। সেটা একটা কুখ্যাত থানা। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে কাজ করার সময় দেখেছি, ভক্তিনগর আর মাটিগাড়া থানার কী অবস্থা।'

গত ৫ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। খুনের মামলায় প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়নি বলে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরী। সেই ঘটনার দিন দশেকের মধ্যে আবার আদালতে আবার মুখ পোড়ায় প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ি পুলিশ। যদিও এব্যাপারে পুলিশ কমিশনারেটের কোনও কর্তাই মুখ খুলতে চাননি। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বিনা বাধায়

প্রথম পাতার পর

শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড়ে পুকুর দখল করে আস্ত দালানবাড়ি গড়ে উঠেছে। আবর্জনা ফেলতে ফেলতে ওই পুকুর বর্তমানে বুজে আসার জোগাড়। ৭ নম্বর ওয়ার্ডে আস্ত একটি পুকুর ভূমি সংস্কার দপ্তর ও জমি মাফিয়াদের যোগে সরকারি নথিতে 'বাস্তুভিটা' বলে রেকর্ড হয়েছিল। গতবছর উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হতেই আলোড়ন পড়ে যায়। পরে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে রেকর্ড সংশোধন করা হয়। ফলে শিবডাঙ্গির জলাভূমি ভরাটের আড়ালেও এমন কোনও চক্র সক্রিয় কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে।

কাউন্সিলার বলছেন, 'জলাভূমি ভরাট আইনবিরুদ্ধ কাজ। আমি খোঁজ নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করব।' ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের বক্তব্য, 'জলাভূমি ভরাট বরদাস্ত করার প্রশ্নই নেই। আমি টিম পাঠিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। কড়া ব্যবস্থা নিতে দপ্তর পিছপা হবে না।'

কালী বেশে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় ভক্তরা। শুক্রবার বারাণসীতে। -এএফপি

ধৃত দুই

কিশনগঞ্জ, ১৩ ডিসেম্বর : বিহারের পূর্ণিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মুফসিল থানার পুলিশ একটি চারচাকা গাড়ি থেকে ৫ কেজি ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি দুজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রোনক কুমার ও রিঙ্কি সিং। শুক্রবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বাসে আগুন

কিশনগঞ্জ, ১৩ ডিসেম্বর : বিহারের পূর্ণিয়া বাসস্ট্যান্ডে শুক্রবার দুপুরে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বাসে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস দুটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যদিও এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু কীভাবে এই আগুন লাগল তা বোঝা যায়নি। দমকম বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।

জামিন পেলেন সন্দীপ, অভিজিৎ

প্রথম পাতার পর

'এই ব্যর্থতার দায় সিবিআইকে নিতে হবে। ৯০ দিন পরেও কেন চার্জশিট পেশ করা গেল না, তার উত্তর দিতে হবে।' সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

রাজ্য সরকার, সিবিআই ও সুপ্রিম কোর্টকে দুষে অনিকেতের বক্তব্য, 'কোনও সহমর্মিতা দেখায়নি কেউ। তাই প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষ কোথায় বিচার চাইবে?' তাঁর দাবি, 'সিবিআইয়ের এই ভূমিকার পর এ রাজ্য ধর্ষক ও খুনিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠবে।' সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান, 'আপনাদের ঠিক করতে হবে কোথায় যাবেন। ধর্ষক, খুনিদের সঙ্গে থাকবেন?'

জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট নতুন করে আন্দোলনে ঝাঁপাবে বলে ঘোষণা করেন অনিকেত। তাঁর কথা, 'শনিবারের মধ্যে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।' নির্যাতিতার বাবা-মায়ের ভাষায়, 'সিবিআইয়ের ওপর আস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু জানতাম না এই পরিস্থিতি তৈরি হবে।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'সিবিআইয়ের এই গাফিলতি মেনে নেওয়া যায় না।'

তৃণমূল এতে কটাক্ষ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সিবিআই সূত্রের খবর বলে মিডিয়া যত রগরগে উত্তেজনাকর খবর ছড়াল, সিবিআই সেগুলি চার্জশিটে লিখল না কেন? মিডিয়া কি তাদের সোর্সের বিশ্বাসযোগ্যতা চেক করে দেখবে?' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'সিবিআই তাহলে এতদিন কী করল? তাদের তদন্ত কোন পর্যায়ে ছিল?'

আইনে চার্জশিট দাখিলে ৯০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। তবে পরিস্থিতি বুঝলে আরও ৯০ দিনের অনুমতি দিতে পারে আদালত। এই মামলায় অবশ্য ৯০ দিনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরই জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ বলেন, 'একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে আড়াল করতে সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা নিন্দনীয়। সিবিআইয়ের ৯০ দিনে চার্জশিট দিতে না পারাটাও ব্যর্থতা।'

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'সিবিআইয়ের চার্জশিট দিতে না পারা আসলে এ দিকেকে বাঁচাতে দাদার চেষ্টা।' সিনিয়ার চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিসেস ডক্টরস ফোরামও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। শনিবার সিবিআই দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে তারা।

কুরবানের হাত ধরেই

প্রথম পাতার পর

প্রথম ভাবনা আসে, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে কালিয়াচকের কলঙ্ক ঘোচাতে হবে। শাহবাজপুরে প্রথমে একটি নার্সারি স্কুলের ঘরভাড়া নিয়ে যাত্রা শুরু হয় টার্গেট পয়েন্ট স্কুলের। পঞ্চম থেকে নবম পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে পড়ুয়া ছিল ৫৭ জন। ২০০৪ সালে ওই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল ৫ জন। প্রথম বছরেই ৫ জনই স্টার নিয়ে পাশ করায় জয়জয়কার পড়ে যায় ওই বেসরকারি স্কুলের নামে। তারপর থেকে শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এখন এই স্কুলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। তার মধ্যে আবাসিক পড়ুয়া রয়েছে ১ হাজার। টার্গেট পয়েন্টকে অনুসরণ করে এই আলোর পথযাত্রী হতে এগিয়ে আসেন এলাকার আরও কিছু শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী। একে একে গড়ে ওঠে অসংখ্য মিশন স্কুল।

ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব। আর দুষ্কৃতী নয়, কালিয়াচকের মাটিতে এখন তৈরি হচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক থেকে শুরু করে ডব্লিউবিসিএস মায় আইএএস, আইপিএস অফিসার। একটি স্কুলের কর্ণধার হিসেব দিলেন, কালিয়াচকের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক করার পর গত ২০ বছরে শুধু ডাক্তারই হয়েছেন অন্তত ২০০ জন। অনেকে এখনও বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পড়ছেন।

তবে শুধু পড়াশোনা করে জীবন গড়াই নয়, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই শেখানো হয় নীতিশিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, সততা ও শৃঙ্খলাবোধ। এক অভিভাবক বিশ্লেষণ করছিলেন, 'এই স্কুলগুলো শুধু পুঁথিগত শিক্ষাদান করছে, তা নয়। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনেও এদের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী জীবনে চলার পথে যা তাদের ভীষণভাবে সাহায্য করে।'

কিন্তু বিপ্লবটা কোথায় ঘটল? স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডলের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্নটা ছুড়তেই তিনি বললেন, 'এটা একরকম নিঃশব্দ বিপ্লব। আপনি সরাসরি খালি চোখে তা দেখতে পাবেন না।'

সেটাই বা কীরকম? প্রদীপবাবুর ব্যাখ্যা, 'ধরুন একটা ছেলে এখানকার কোনও স্কুলে পড়াশোনা করে ডাক্তার বা অধ্যাপক হল। সেই ছেলে কি তার পরিবারের কাউকে বোমা-গুলি নিয়ে গোলমালে যেতে দেবে? কিংবা কারও বাবা-কাকারা যদি চোরাচালান বা মাদক কারবারে যুক্ত থাকে, তাকে তো সেই ছেলেই সেই অন্ধকার জগৎ থেকে সরিয়ে আনবে। আনবেই। কারণ, তার স্ট্যাটাসটাই তো বদলে যাচ্ছে।'

বেসরকারি স্কুলে পড়া মানেই অভিভাবকের মাথায় বাড়তি আর্থিক বোঝা। তাহলে কালিয়াচকের মতো একটি ব্লক শহরে এতগুলো মিশন স্কুল রমরমিয়ে চলছে কীভাবে? স্কুলগুলোর কর্ণধারদের সঙ্গে কথা বলে উঠে এল চমকপ্রদ তথ্য। অন্যান্য সর্বভারতীয় বিভিন্ন নামীদামি যে বেসরকারি স্কুলগুলো রয়েছে, তার তুলনায় এখানকার স্কুলগুলিতে পড়াশোনার খরচ অনেক কম। এছাড়া প্রায় সব স্কুলেই পড়ুয়াদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে অর্ধেক বেতনে ও বিনা বেতনে পড়ানোরও ব্যবস্থা রয়েছে।

এক স্কুলের দেওয়া হিসেব বলছে, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে আবাসিক পড়ুয়ার বাৎসরিক খরচ লাগে প্রায় ৬০ হাজার টাকা। আর বাড়ি থেকে যাতায়াত করে যদি শুধু ক্লাস করে তাহলে তার ক্ষেত্রে পড়াশোনার বাৎসরিক খরচ প্রায় ২০ হাজার টাকা।

অন্য আরেকটি স্কুলের কর্ণধারের হিসেব খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর স্কুলে বাৎসরিক সেশন চার্জ ১০-১২ হাজার টাকা। এছাড়া আবাসিক পড়ুয়াদের থাকা-খাওয়া ও টিউশন ফি বাবদ খরচ কেমন? পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণি - ৫০০০ টাকা। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি - ৫৩০০ টাকা। নবম-দশম শ্রেণি - ৫৫০০ টাকা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি - ৭০০০ টাকা। শহরের প্রাইভেট ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে এত কম টাকায় পড়ার সম্ভাবনা নেই। তাই অনেক গরিব বাবা-মা এখানে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। নিশ্চিত, এখানে ভালো শিক্ষা মিলবে কম টাকায়। অনেক অভিভাবকই বললেন এই কথাটা।

তবে সম্পূর্ণ নিখরচায় পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এমন গরিব পড়ুয়ার সংখ্যাও কম নয়। যেমন উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আয়াতুল্লা খোমেইনি। তিনি অকপট, 'আমার বাবা স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম। সামান্য কিছু জমি চাষবাস করেই পেটের খাবারটুকু জোগাড় হত। ডাক্তারি পড়ার খরচ জোগানোর ক্ষমতা বাবার ছিল না। কিন্তু এই রকম দুটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় বিনা পয়সায় আমাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছিল বলেই আজ আমি চিকিৎসক হতে পেরেছি।'

ভ্লাদিমির লেনিন একদা বলেছিলেন, 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।' ঠিক এই কাজটাই করে যাচ্ছে কালিয়াচকের বেসরকারি স্কুলগুলো। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে শান্তি ও সততার পথে চেতনা জাগাচ্ছে 'দুষ্কৃতীদের একদা স্বর্গরাজ্যে।' (চলবে)

ধর্মের কাড়াকাড়ি

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন তাঁকে বাড়তি সুযোগ এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই। মমতা আবার শুভেন্দুদের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে ব্যস্ত।

তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ নতুন নয়। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূল খানিকটা ধাক্কা খাওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে বলেও ফেলেছিলেন, যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়াও ভালো। ওই নির্বাচনে তৃণমূল মান বজায় রাখতে পেরেছিল সংখ্যালঘু ভোট ঢেলে ইভিএমের ঘাসফুল বোতামে চাপ দেওয়ায়। যদিও জনসভায় মঞ্চে গীতার স্তোত্র আওড়ে বা পুজো উদ্বোধনে গিয়ে চণ্ডীপাঠ করে নিজের হিন্দুসত্তা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

বিজেপি রামনবমী নিয়ে মাতামাতি করলে তাঁর দলের নেতারা হনুমান জয়ন্তী পালন করেন সাড়ম্বরে। নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করে হিন্দু জাগরণ ঘটিয়ে দেশজুড়ে হিন্দু ভোট একত্রীকরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রতি সেটার উদ্বোধনের ঘোষণা আসলে মমতার পাল্টা ন্যারেটিভ। শুভেন্দুর মতো তৃণমূল নেত্রীকেও সেই ন্যারেটিভ জোরালো করার সুযোগ এনে দিয়েছে বাংলাদেশ।

সেখানে হিন্দু নির্যাতন শুরু হতেই তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অন রেকর্ড বাংলাদেশে শান্তিরক্ষীবাহিনী পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রকে। নয়াদিল্লির পক্ষে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা অসম্ভব। শুভেন্দুর পক্ষেও কঠিন। কূটনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে বেশি কড়া বার্তা দেওয়া সম্ভব নয়। বরং বিদেশসচিবকে ঢাকায় পাঠিয়ে দৌত্য বজায় রাখতে হচ্ছে।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বাংলাদেশে আলু-পেঁয়াজ পাঠানো আটকে দেওয়া, ওপার থেকে পর্যটক, রোগী আসা বন্ধ করা ইত্যাদি হুংকার ছেড়ে যাচ্ছেন একের পর এক। পশ্চিমবঙ্গের অন্য বিজেপি নেতারাও কিছু বিবাদোক্তি করছেন। তবে শুভেন্দু যেন আদাজল খেয়ে নেমেছেন এই সুযোগে এ রাজ্যে হিন্দু আবেগ উসকে মেরুকরণের ভোটব্যাংক তৈরি করতে। কেন্দ্রীয়ভাবে দলগত কোনও প্রতিক্রিয়া কিন্তু তাঁর দল দেয়নি কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতায়।

সেই সুযোগটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পুরো মাত্রায় নিচ্ছেন। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের প্রতিকারে মোদি-শা চুপ করে আছেন বলে তিনি চিৎকার করছেন। সংসদে তাঁর দলের সাংসদরা হট্টগোল করছেন। এর মাঝে ইসকনের এক কর্মকর্তার মমতার পাশে দাঁড়ানোর ছবিটা শুভেন্দু তো বটেই, বিজেপির পক্ষে চরম অস্বস্তির। বাংলাদেশে ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুভেন্দুরা এপারে সোচ্চার। আর সেই ইসকনের কর্তা রাধারমণ দাসকে কিনা তৃণমূল নেত্রীর পাশে এক ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে।

হিন্দু ভোটে ভাগ বসানোর লক্ষ্যে এর চেয়ে সুপরিকল্পিত ব্যাপার আর কী হতে পারে! শুভেন্দুর রাগ হবে না কেন! হিন্দুত্বের জোয়ার এনে মমতাকে উৎখাত করার ছকটায় জল ঢেলে দেওয়ার জন্য এই ফ্রেমটার ভূমিকা অনেকটা। তৃণমূল নেত্রী জেনে-বুঝেই রাধারমণ দাসকে নিয়ে দিঘায় গিয়েছেন এবং তাঁকে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করবেন বলে ঘোষণাও করেছেন।

শুভেন্দু যতই বলুন, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির হিন্দুরা মানবে না, পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষের সায় নিয়ে যে মমতা এগিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। দিঘার ট্রাস্টি বোর্ডে পুরীর মন্দিরের কেউ থাকবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে তৃণমূল কার্যত এখন নিশ্চিন্ত। গত লোকসভা ভোটে ও উপনির্বাচনে তা প্রমাণিত। উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সিতাইয়ে ২০২৬-এও বিজেপি জিততে বলে এখনই জানিয়ে দিচ্ছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, ২০২৬-এর ভোট পুরোপুরি আবর্তিত হতে চলেছে ধর্ম রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। চরম কর্মহীনতা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি সামলাতে ব্যর্থতা, উন্নয়নের আলো ঠিকঠাক না থাকা ইত্যাদিকে আড়ালে পাঠাতে ধর্মের কাজিয়ার চেয়ে আর ভালো কী হতে পারে!

ভারতভ্রমণে ধর্ষণ-বিরোধী বার্তা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : বাবুমশাই, জিন্দেগি বড়ি হোনি চাহিয়ে, লম্বি নেহি। রাজেশ খান্না অভিনীত আনন্দ ছবির সেই বিখ্যাত সংলাপ মনে পড়ে গেল সানি মিত্রকে দেখে। শিলিগুড়ির ব্যস্ত হিলকার্ট রোডে শুক্রবার একটা বিশেষ ভ্যান ঘুরতে দেখা গেল। ভ্যানটা দেখতে একটু অন্যরকম। তার সামনে প্ল্যাকার্ডে লেখা 'ধর্ষণ বন্ধ করুন'।

ভ্যানের চালক সানি। দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। লিভারের সমস্যায় জর্জরিত। আর কতদিন বাঁচবেন তা-ও জানা নেই। তবে মৃত্যুভয় তাঁর একেবারেই নেই। বরং যে ক'টা দিন হাতে রয়েছে, সমাজের জন্য বিশেষ বার্তা দিয়ে যেতে চান বছর ৪০-এর সানি। চলতি বছর ৮ নভেম্বর কলকাতার গলফগ্রিন থেকে যাত্রা শুরু। তারপর বাংলার নানা শহর-অলি-গলি ঘুরে আটদিন আগে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান। লক্ষ্য ভারতভ্রমণ। তবে আর পাঁচটা ভারতভ্রমণের কাহিনী থেকে তাঁর গল্পটা খানিক আলাদা।

এদিন যখন হিলকার্ট রোডে তাঁর সেই বিশেষ গাড়িটি ছুটছিল, তখন রাস্তায় থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির নজর ছিল সানির দিকেই। গাড়ির ভেতর থেকে কুকুরের আওয়াজ আসতেই মালুম হল, তিনি এই সফরে একা বের হননি। সঙ্গী তাঁর আদরের পোষ্য। কয়েকদিন আগে পোষ্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই তাকে নিয়ে কিছুদিন সুকনায় ছিলেন। এদিন তিনি গজলডোবা রওনা দেবেন। রাতটা সেখানে কাটিয়ে তাঁর পরবর্তী গন্তব্য অসম। তারপর বিহার। এভাবেই দেশের নানা প্রান্তে ধর্ষণের বিরুদ্ধে বার্তা দিতে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে সানির।

ছোট থেকে সমাজের জন্য কিছু করার ইচ্ছে ছিল সানির। নারী সুরক্ষার বিষয়টি তাঁকে সবসময় ভাবাত। একটা সময় এসেছিল, যখন শারীরিক পরিস্থিতি কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সানি। এরপর আরজি করে ঘটনা তাঁকে নাড়া দেয়। নিজেকে আর ঘরের চার দেওয়ালে আটকে রাখতে পারেননি তিনি। যেটুকু সঞ্চয় ছিল, তা দিয়েই নিজের হাতে তৈরি করে ফেলেন ওই বিশেষ ভ্যান। ডাক্তারের পরামর্শ সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়েন দেশভ্রমণে।

যাত্রাপথে কোনও সমস্যায় মুখে পড়তে হয়নি? প্রশ্ন শুনে সানির মুখে অমলিন হাসি। বললেন, 'সমস্যা বলতে এখনও তেমন কিছু হয়নি। রাতে পেট্রোল পাম্পে থেকে যাই। সকাল হতেই আবার বেরিয়ে পড়ি। যখন যেখানে যা পাই, তাই খেয়ে নিই।' কিছুটা চুপ থাকার পর সানি বলেন, 'আসলে জীবনে এখন আর কিছু পাওয়ার নেই। তাই সবটা দিয়ে যেতে চাই।'

পিছুটান নেই। মা-বাবা গত হয়েছেন। তাই একটা অজানা সফরে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। নিজের পোষ্যকে এতটাই ভালোবাসেন, একা ছেড়ে আসতে পারেননি। সফরসঙ্গী করে নিয়েছেন।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার পথে তিনি যেভাবে নারী সুরক্ষার বার্তা দিচ্ছেন, তা ইতিমধ্যেই অনেকের নজর কেড়েছে। যাত্রাপথে সাধারণ মানুষের প্রশংসাও কুড়োচ্ছেন সানি। তবে প্রশংসা তাঁর কাছে গৌণ। মুখ্য হল আনন্দের রাজেশ খান্নার মতো 'বড়ি জিন্দেগি'।

শিলিগুড়ির পথে ভ্যান নিয়ে সানি মিত্র।

বইয়ের গন্ধে স্মৃতিতে ডুব

এদিক-ওদিক স্টলগুলিতে ঘোরাফেরা করছি। বোঝার চেষ্টা করছি, পুরোনো ও নতুন প্রজন্মের ফারাক। এসব ভাবতে ভাবতেই কথা হল কলেজ পড়ুয়া ঋষভ দে'র সঙ্গে। তাঁর আবার অকপট স্বীকারোক্তি, 'বইয়ের থেকে পিডিএফ পড়তেই বেশি পছন্দ। ওর (পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমিকাকে দেখিয়ে) আবার বই খুব পছন্দের। ওর জোরাজুরিতেই আসা।' মিষ্টি এই জুটিকে দেখে বেশ ভালোই লাগল। শীতের শহরে প্রেমের ওমে ক্ষতি কী, আলোকপাত করলেন সম্রাট সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : বছর শেষের এই বিকেলগুলো যেন মন কেমন করা। নিস্তেজ, মিঠে রোদ। আবহাওয়ায় খানিকটা মাদকতা মেশানো। বিকেল গড়িয়ে ঝুপ করে কখন যে সন্ধে নেমে আসে, পেশার তাগিদে তা আর আগের মতো বোঝা হয়ে ওঠে না। ডিসেম্বরের শুরুতে এবার শীতটাও পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। এরকম

আবহাওয়ায় কাঁহাতক আর ঘরে থাকতে ভালো লাগে। শুক্রবার সন্ধ্যা। সুয্যিমামা পাটে গিয়েছেন অনেকক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা ৬টা ১০ ছুঁইছুঁই। হাঁটছিলাম বিধান রোড স্টলে যেতে আলাপ হল সুজিত মজুমদারের সঙ্গে। তিনি বেঙ্গালুরুতে একটি আইটি কোম্পানিতে কর্মরত। ক'দিনের ছুটিতে এসেছেন নিজের শহরে। ফুরসত মিলতেই এদিন চলে এসেছিলেন বইমেলায়। জিজ্ঞেস করতেই তিনিও টাইমমেশিনে চেপে একছুট্টে পৌঁছে গিয়েছিলেন কিশোরবেলায়।

সুজিত বললেন, 'স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুরা মিলে দলবেঁধে বইমেলায় আসতাম। সপ্তম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম। তার পুরস্কার হিসেবে মা মেলা থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', সত্যজিৎ রায়ের 'প্রফেসর শঙ্কু' কিনে দিয়েছিলেন।'

বইমেলায় আসায় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময়ও কেটে গেল অনেকটাই। ব্যস্ততা না থাকায় এদিক-ওদিক স্টলগুলিতে ঘোরাফেরা করছি। বোঝার চেষ্টা করছি, পুরোনো ও নতুন প্রজন্মের ফারাক। এসব ভাবতে ভাবতেই কথা হল কলেজ পড়ুয়া ঋষভ দে'র সঙ্গে। তাঁর আবার অকপট স্বীকারোক্তি, 'বইয়ের থেকে পিডিএফ পড়তেই বেশি পছন্দ। ওর (পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমিকাকে দেখিয়ে) আবার বই খুব পছন্দের। ওর জোরাজুরিতেই আসা।' মিষ্টি এই জুটিকে দেখে বেশ ভালোই লাগল। শীতের শহরে প্রেমের ওমে ক্ষতি কী?

চাঁদের পাহাড়, বাঁটুল দি গ্রেটে মগ্ন দুই প্রজন্ম। উত্তরবঙ্গ বইমেলায়।

তারপরই কথা হল অভিজিৎ দেবের সঙ্গে। বেসরকারি সংস্থার কর্মী অভিজিৎ বললেন, 'আগে বইমেলায় ঢুকে হাঁদা ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টে থাকত আমাদের টার্গেটে। একটু বড় হলে দেশবিদেশের রাজনীতি সংক্রান্ত বইয়ের খোঁজ করতাম। সে সব এখন স্মৃতির পাতায়।'

রাত বাড়ছে। সঙ্গে শীত ও কুয়াশাও। মেলাকে অলবিদা করে বেরোব বেরোব করছি। সেই সময় অন্য একটি স্টলে আলাপ হল পেশায় স্কুল শিক্ষিকা মেঘা দত্তর সঙ্গে। বইপোকা তিনি। যেখানেই যান বিভিন্ন রকম বই বগলদাবা করে নিয়ে যান। তাঁর কথায়, 'বইমেলায় না এসে কি আর থাকা যায় বলুন। কত কথা কত স্মৃতি জমে। স্কুলে পড়ার সময় ছুটির পর বন্ধুরা মিলে মেলায় ঢুকে পড়তাম। বই পড়া, কেনা-দুটোই হত। চলত আড্ডাও। সেই সব বন্ধুরা আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে।' মেঘার কথায় যেন মান্না দে'র 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'-এর প্রতিধ্বনি।

এই নস্টালজিয়াই আগামীর সম্বল। যা বারবার ডেকে আনবে বইমেলায়।জানালেন, এতদিন পছন্দের তালিকায় 'দ্য মাউন্টেন ইজ ইউ'-এর মতো বই থাকলেও এবার খোঁজ করছেন রবীন্দর সিংয়ের বইয়ের। সবমিলিয়ে, এবারের বইমেলা নানা রঙের।

মোমো নিয়ে ঝামেলা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : মোমো খাওয়া নিয়ে দুই পরিবারের ঝামেলা। আর সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল বান্দিজোত এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, সন্ধ্যায় এক কিশোর মোমো খেতে গিয়েছিল। আগে মোমো নেওয়ায় তাকে চড় মারে এক ব্যক্তি। এরপরই দুইপক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। ঝামেলা এমন আকার নেয় যে ঘটনায় দুই পরিবারের তিনটি গাড়ি ও বাড়িঘর ভাঙচুর হয়। শেষমেশ প্রধাননগর থানার পুলিশ গিয়ে আটজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে অবশ্য জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বইমেলায় দাদুর সঙ্গে। ছবি : সূত্রধর

শরীরী কিতাবের আদুরে আলাপ

আজকাল মেলায় সব স্টল ঘুরে দেখতে ভয় হয়। মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাটবাড়ি অথবা দেড়কাঠা দালানে কতটুকুই বা জায়গা। আলমারির মাথায় প্রিন্টারের পায়ের কাছে খাটের উপর দেওয়াল ঘেঁষে রাখতে রাখতে এখন তো এক ফর্মার পুস্তিকাকেও জায়গা দিতে পারি না, একান্ত অনুভবের কথা কৌশিক জোয়ারদারের কলমে।

বইমেলা

এই শহরে থিতু হয়েছি প্রায় দুই দশক। যেন তারই পুরস্কারে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বইমেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উষ্ণতা। চেনামুখের অভ্যর্থনা নানা সুরে বেজে ওঠে, এত দেরি কেন, কাল আসছ তো, তোমারই অপেক্ষায় ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নে ও প্রীতির সম্ভাষণে নিজেকে হঠাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। নেতা নই, অভিনেতাও নই, সামান্য লেখক ও পাঠক হিসেবে গৃহীত হবার আনন্দে সদলবলে এগিয়ে যাই পরিচিত আড্ডাস্থলে। সেখানে চলছে তখন আধুনিক সাহিত্যের পোস্টমর্টেম, নতুন বই অথবা পত্রিকার প্রকাশ। প্রবেশের এই প্রাথমিক দৃশ্যপটেই শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বইমেলা আলাদা হয়ে আছে আমার অভিজ্ঞতায়। না হলে উত্তরবঙ্গের প্রথম বইমেলা হলেও, উত্তরের বৃহত্তম সে তো নয়। আকারে আয়তনে ও জনসমাগমে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার আয়োজন অন্য শহরেও। তুলনায় অপরিসর বলেই হয়তো সে এমন গায়ে পড়া, আদুরে আলাপ চলকে পড়ে কার্পেটে মোড়া পথের উপর।

এতদিন ধরে বেঁচে আছি, এতটুকু বিরাগ কি অর্জন করিনি মানুষের? উদাসীন পক্ককেশ অনুচ্চারিত ব্যঙ্গ, আড়চোখে অনাগ্রহ জানিয়ে ক্ষুব্ধ তরুণ কবি ঢুকে গেল লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে। এই তো জীবন কালীদা, এই বলে আমিও প্রবেশ করি। টেবিলের ওপার থেকে বন্ধুরা এগিয়ে দেন তাঁদের নতুন সংখ্যা। আমি তো লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখক। এঁরা তো কেউই পুস্তক ব্যবসায়ী নন, এই ঘরে আছেন যত সম্পাদক ও কলমবাজ। ক্রেতা-পাঠকের প্রতি চিরাচরিত ক্ষোভের পাশাপাশি শোনা গেল একটু ভিন্ন সুর। সেই উদ্যোগী অপ্রতিরোধ্য অক্ষরকর্মীরা এবার যেন ক্লান্ত ও অনিয়মিত। একচ্ছত্র পুঁজিবাদ ও ব্যর্থ প্রতিরোধ তরুণের চোখ থেকে স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে। তবু যতদিন লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে অন্তত একজন তরুণ টেবিল আঁকড়ে বসে থাকবে, ততদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা। বীজ থেকে গাছের।

চেনা বুক স্টল থেকে ডাক এল মুঠোফোনে, রওনা দিলাম। এখন উত্তরের লেখকদের কেবলই কলকাতার প্রকাশকদের দরজায় যেতে হয় না পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে। শিলিগুড়ির 'চণ্ডাল বুকস', 'পুলি প্রকাশন', আলিপুরদুয়ারের 'শাঙ্খিক' কিংবা মালদার 'শহরতলি' আশ্রয় হয়ে উঠেছে স্থানীয় তথা সারা বাংলার লেখকদেরই। বঞ্চনার অভিযোগ সহজ রাজনীতি। কর্মের সাধনা কঠিন কিন্তু ফলপ্রসূ অধিকতর। সেটাই করে দেখাচ্ছেন উত্তরের এই প্রকাশকেরা। এঁদের উপস্থিতি উত্তরবঙ্গ বইমেলাকে আমাদের মতো অক্ষরভোজীর কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এইসব দোকানঘরে আমাদের বই তো পাবেনই, আমাদেরও দেখতে পাবেন তর্কে তুমুল।

আজকাল মেলায় সব স্টল ঘুরে দেখতে ভয় হয়। মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাটবাড়ি অথবা দেড়কাঠা দালানে কতটুকুই বা জায়গা। আলমারির মাথায় প্রিন্টারের পায়ের কাছে খাটের উপর দেওয়াল ঘেঁষে রাখতে রাখতে এখন তো এক ফর্মার পুস্তিকাকেও জায়গা দিতে পারি না। তবু এক আদিম সংস্কারে আড্ডা থেকে উঠে যাই কলিকাতার খ্যাত অখ্যাত প্রকাশনার ঘরের দিকে, কিনে ফেলি অপঠিত শরীরী কিতাব। তাঁরা আমাদের আত্মীয়, শুরুর দিন থেকে এই শহরের পাঠকের খিদে মেটাচ্ছেন।

কাকতালীয়ভাবে এবারের বিয়াল্লিশতম বইমেলা শুরুর দিন থেকেই আমি সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের আত্মজীবনীমূলক একটি বই পড়ছি। মিত্র ঘোষের ভানুবাবুর পরিচয় তো পাঠকের জানাই আছে। 'বই আজকাল আর কেউ পড়ে না'— এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেছেন

তিনি। "বই না পড়লে, না কিনলে আমাদের চলছে কী করে!"— তিনি লিখেছেন। অনুপ্রাণিত আমিও বৃহৎ প্রকাশকের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— "এবারে বিক্রি কি আশানুরূপ?" তাঁর উত্তর ইতিবাচক : 'প্রত্যাশার কম নয়'। অবশ্য নতুন ও ক্ষুদ্র প্রকাশনা সংস্থার কর্মীরা নিরাশা ব্যক্ত করলেন— 'লোক কোথায়, ভাড়ার টাকাও উঠবে না'। ছুটির দিনের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে পরের দিন মেলায় ঢুকে আমারও বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। এমন নির্জনতা! টিকিটের এমন মহামূল্যের কারণেই কি? অপ্রকাশ গুপ্ত জানালেন, 'ও কিছু না, শেষের তিনদিন মানুষ পুষিয়ে দেবে।' পিডিএফ হেরে যাবে, আশাবাদী আমিও। কিন্তু দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত উত্তরের বৃহত্তম এই শহরের বইমেলায় চিনি ছাড়া বড় বড় পাতার এক পেয়ালা চা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন? রাত বাড়লে মৌতাতের অভাবে আড্ডাজীবী কবিকুল ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছেন।

নৈহাটি ব্রাত্যজনের 'দাদার কীর্তি' নাটকে সাংসদ পার্থ ভৌমিক। ছবি : সূত্রধর

রঙ্গমঞ্চে সাংসদ পার্থ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : নাটকের মঞ্চ কাঁপালেন সাংসদ অভিনেতা পার্থ ভৌমিক। শুক্রবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী নাট্যোৎসবের উদ্বোধনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত চলতি বছরের এই নাট্যোৎসবে নৈহাটি ব্রাত্যজনের 'দাদার কীর্তি' নাটকে অভিনয় করেন পার্থবাবু। তিনি বলেন, 'নাটক মানুষের কথা বলে, নাটক সমাজের কথা বলে।' কিছুটা আক্ষেপের সুরে জানান, নাটক পিছিয়ে পড়া শিল্প। সিনেমা, টেলিভিশনে অভিনয় করলে যে পরিচিতি পাওয়া যায়, নাটকে তা পাওয়া যায় না। তবে, নাটক সবথেকে কঠিন কাজ। কারণ মঞ্চে ভুল করলে শোধরানোর সুযোগ থাকে না।'

এদিন দর্শকাসনে বসে নাটকটি দেখেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কথায়, 'আজকে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।' এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অগ্নীশ্বর বসু। ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নাট্যোৎসব চলবে। শনিবার মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম প্রযোজনায় 'জাগরণ পালা' নাটকটি সন্ধে সাড়ে ছয়টায় মঞ্চস্থ হবে।

প্রতিবছর বইমেলা আসে, যায়

উপহারে বই আর আসে না

একসময় বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন, পৈতা সহ নানা অনুষ্ঠানে বই-ই ছিল সবচেয়ে দারুণ উপহার। এই উপহার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত আট থেকে আশি। বই পড়ার জন্য তাড়াতাড়ি করে স্কুলের পড়া শেষ করে নেওয়া হত। বিভিন্ন প্রতিযোগিতাতেও উপহার হিসেবে বইকেই বেছে নেওয়া হত। তবে এখন সে সবই যেন অতীত, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শহরে চলছে বইমেলা, মহকুমা বইমেলা শেষ হতে না হতেই বইয়ের বিপুল ভাণ্ডার নিয়ে শিলিগুড়িতে হাজির উত্তরবঙ্গ বইমেলা। অন্যদিকে রয়েছে বিয়ের মরশুম। উৎসব অনুষ্ঠানের তো শেষই নেই এইসময়।

বই ব্যবসায়ী হেমন্ত রায় বলেন 'এখন কাউকে বই উপহার দিলে তিনি আর মোটেই খুশি হন না বরং খুব অবাস্তব একটা উপহার বলে মনে করে থাকেন। সেই কারণেই হয়তো এখন আর বই উপহার দেওয়ার প্রচলনও নেই আগের মতো।' তিনি বলছিলেন, 'এই উৎসব অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে আগে বইয়ের দোকানে কত ভিড় থাকত, লাইন দিয়ে মানুষ বই কিনতেন উপহার দেওয়ার জন্য। তবে এখন আর সেসব দিন নেই'।

এখন সময় পালটেছে। এই প্রতিযোগিতার যুগে সময় বের করে কোনওমতে পাঠ্যপুস্তকটাই শুধু পড়া হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা রুম্পা ভাদুড়ি বলেন, 'এখনকার প্রজন্ম যে সময় বের করে পাঠ্যপুস্তকটা পড়ছে এটাই অনেক। বই যে উপহারেও দেওয়া যায় সেটা হয়তো তারা ঠিকমতো জানেই না, আগামীতে মনে হয় না আর কাউকে শত চেষ্টা করেও সেটা শেখানো সম্ভব হবে।' তাঁর মতে, 'এখন দ্রুতগতির যুগ। সবাই সংক্ষেপে সব জানতে চায়। তাই বইটাকে ঠিক উপহার হিসেবে নিতে বা দিতে চায় না।'

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় এসেছিলেন অভিজিৎ চৌধুরী। পাঁচ-ছয়টা বই কিনেছেন। তিনি বললেন,'দুই ছেলের জন্য দুটো করে বই কিনেছি। আর আমার একটা কিনলাম।' তবে এও বললেন, 'কিনে তো নিয়ে যাচ্ছি বইগুলো ছেলেদের জন্য, সেগুলো পড়ে শেষ কবে হবে জানা নেই। আমি চাই বই উপহার দেওয়ার যে রীতি উঠে যাচ্ছে সেটাকে যতটা সম্ভব টিকিয়ে রাখতে, তাই এই প্রচেষ্টা।'

বাঘা যতীন পার্ক এলাকার বাসিন্দা পাপিয়া দাস বলেন, 'এটা ঠিক যে বই উপহার দেওয়ার যে প্রচলন ছিল তা এখন প্রায় নেই-ই। বইয়ের মর্ম সকলে বোঝে না, এখন কোনও অনুষ্ঠানে বই উপহার দিলে তারা মনে করতে পারে যে টাকা বাঁচাতে বই উপহার দেওয়া হচ্ছে। অথচ একসময় বই পেয়েই কত আনন্দিত হতাম আমরা'। এক স্কুল পড়ুয়া শিঞ্জিনী ভট্টাচার্যের কথায় 'স্কুল, টিউশন, কোচিং এসব শেষ করার পর সময়ই পাওয়া যায় না। তাই উপহার দেওয়ার সময়েও বই দেওয়ার কথা মাথায় আসে না। মনে হয় জামা, ব্যাগ বা কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিই'। এভাবেই ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে উপহারে-বই। আর কখনও এই সংস্কৃতি ফিরে আসবে কি না তা নিয়েও ঘোর চিন্তা রয়েছে।

কেন বই-রাগী

- অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে আগে বইয়ের দোকানে লাইন দিয়ে মানুষ বই কিনতেন
- এখন কাউকে বই উপহার দিলে তিনি খুশি হন না বরং অকাজের বলে মনে করেন
- কেউ ভাবেন, সবাই সংক্ষেপে জানতে চায়, বই তাই নিতে বা দিতে চায় না
- কারও মতে, এই প্রজন্ম যে সময় বের করে পাঠ্যপুস্তকটা পড়ছে এটাই অনেক

বিপদের শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

ইসলামপুর, ১৩ ডিসেম্বর : ইসলামপুর বাজারজুড়ে যত্রতত্র ঝুলে রয়েছে বিদ্যুতের তার। যা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজার এলাকায়। বাজারের বাসনপট্টি, মণ্ডলপাড়া মোড়, চুড়িপট্টি, এনএস রোড, বাটা চক সহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের তার ঝুলন্ত অবস্থায় লক্ষ করা যাচ্ছে। এরফলে বাজার এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই একটু হাওয়া দিলেই তারের সঙ্গে তারের ঘষা লেগে আগুন বেরোতেও দেখা যাচ্ছে বলা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

মহম্মদ সাজিদ নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'বাজারের ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে বিদ্যুতের তার এতটাই অগোছাল যে হাঁটাচলা করতেও ভয় লাগে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ইসলামপুর বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির স্টেশন ম্যানেজার শুভেন্দু সাহা। বিষয়টি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'খুব তাড়াতাড়ি ইসলামপুরে ৪৪০ ভোল্টের অ্যালুমিনিয়াম বিদ্যুতের তারের কেবলিংয়ের কাজ শুরু হবে।'

অভিযানের ডাক

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে ব্যর্থ পুলিশ, অভিযোগ ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটির। ছয় দফা দাবি নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট অভিযানের ডাক দিলেন কমিটির নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা যুগ্ম সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, 'শহরে অপরাধমূলক ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। পুলিশ সেসব ঠেকাতে ব্যর্থ। এছাড়া যানজট সমস্যায় নাজেহাল শহরবাসী। ছয় দফা দাবি নিয়ে আমরা পুলিশ কমিশনারেট অভিযান করব।' সোমবার দুপুর বারোটায় এয়ারভিউ মোড় থেকে পুলিশ কমিশনারেটের উদ্দেশে রওনা হবেন সদস্যরা।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে সোনার গয়না সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। বৃহস্পতিবার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ঠাকুরনগর এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক ও তাঁর স্ত্রী সকালে কাজে বেরিয়ে যান। রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, আলমারি ভেঙে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা চুরি গিয়েছে। এর পরেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল নর্থ বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। ২০২০ সালের পর ফের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বলে সংগঠনের সদস্যরা জানিয়েছেন। এই সম্মেলনে মোট ৮টি জেলার প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন।

আজ শহরে

- উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে নাট্যোৎসব ২০২৪-এ আজ মঞ্চস্থ হবে মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের প্রযোজনা কৌশিক রায়চৌধুরীর নাটক 'জাগরণ পালা'। নির্দেশনায় রয়েছেন সুব্রত পাল।

রংদার

স্বাগত শীত

শীত এবং বর্ষা ঋতুর একটা মজা আছে। যখন সে আসে না, লোকে বলে, কবে সে আসবে? আবার এলে সমস্যা অন্য। লোকে বলে, কবে সে যাবে। শেষপর্যন্ত শীত এবার এল বাংলায়। বাংলার তিন প্রান্তের শীতের মজা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বিমল লামা, রামসিংহাসন মাহাতো ও অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
গল্প : মৈনাক ভট্টাচার্য
নিবন্ধ : শতবর্ষেই উপেক্ষিত কণিকা-সুচিত্রাকে নিয়ে অজন্তা সিনহা
কবিতা : রণজিৎ দেব, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম মজুমদার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ সরকার, বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী ও প্রশান্ত দেবনাথ

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

সাহিত্য উৎসবে চাঁদের হাট

মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বোর্ডিং মাঠে অপরাজিতা অর্পণের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি সিকিম ও নেপাল থেকেও কবি, সাহিত্যিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। উৎসবের উদ্বোধন করেন নেপালের কবি ও সাহিত্যিক পণ্ডিত রাম কুমার। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, কবি পবন ভুন, কবি বিষ্ণু কেসি প্রমুখ। পার্থসারথি ঝা, ডঃ সমিত ঘোষ, মনোনীতা চক্রবর্তী, রামঅবতার শর্মা, ডঃ শীলা দত্ত ঘটক, নিশিকান্ত সিনহা ও ডঃ বাসুদেব রায়ের হাতে লক্ষ্মী নন্দী স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় অপরাজিতা অর্পণের তরফে। এছাড়াও সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সুনির্মল গুহ, ক্রীড়ায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য পুলক পাল ও সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাহিত্য উৎসবের মঞ্চ থেকে অপরাজিতা অর্পণের ১৫তম বর্ষের ৩০তম সংখ্যা 'উত্তরবঙ্গের খেলাধুলার ইতিহাস' এর প্রকাশ ঘটে। তাছাড়াও সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্মিতা গোপের দুটি বইয়ের প্রকাশও হয়। অণুকবিতা ও অণুগল্প পাঠে উৎসব ছিল জমজমাট। অপরাজিতা অর্পণের সম্পাদক কুণাল নন্দী বললেন, 'বই পড়ার পাশাপাশি প্রান্তিক এলাকার নতুন প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়াই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।' *–শুভ্রজিৎ বিশ্বাস*

বিষয় কল্পবিজ্ঞান

সম্প্রতি মাটিরছোঁয়া পত্রিকার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে হেমন্তকালীন সাহিত্যবাসর আয়োজিত হয়। এই সাহিত্যানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বনামধন্য সাহিত্যসমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পরিতোষ সাহা এবং প্রাক্তন শিক্ষিকা জ্যোৎস্না পাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাহিত্যিক পবিত্রভূষণ সরকার। অনুষ্ঠানের শুরুতে কল্পবিজ্ঞানের ওপর লেখা পবিত্রভূষণ সরকারের প্রথম উপন্যাস অতনুর অনাদি ও মিরাকল গ্রহে পদার্পণ গ্রন্থটির আবরণ উন্মোচন করেন রমাপ্রসাদ নাগ। তারপর তিনি বাংলাসাহিত্য ও কল্পবিজ্ঞান বিষয়ে বিশদে আলোকপাত করেন। এদিন সাহিত্যবিষয়ে আলোচনা করেন শিপ্রা বসু তালুকদার ও উৎপল অধিকারী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ভুবন সরকার ও মানবেন্দ্র দাস। নাট্যাভিনেতা পরিতোষ সাহা বিখ্যাত নাটক চৌকাঠ-এর কিছুটা অংশ অভিনয় করে দেখান। দেখে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মানবেন্দ্র দাস।

লড়াইকে কুর্নিশ

মর্মব্যথায় জর্জরিত একসঙ্গে অনেক নারীকে প্রণাম। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আলোকশিখাকে সাক্ষী রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের সালাম জানাল শিলিগুড়ির বাচিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'কলাঙ্গন'। ক'দিন আগে সংস্থার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল দীনবন্ধু মঞ্চে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে আর স্বামীর কথার উপর কথা বলবে না। কিন্তু তখনকার অনেক নারীই এই নির্দেশ মানেননি। তাঁরা ঘোমটার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়েছেন রাজসভায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সবার সামনে তাঁকে জুয়ায় বাজি রাখার জন্য স্বামীর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন (দ্রৌপদী)। নিজের এবং পেটের সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বনের আশ্রম ছেড়ে ছুটে গিয়েছেন রাজসভায় (শকুন্তলা)। এসবই আমাদের পড়া। আর এযুগের লাখো নারী জাস্টিস চেয়ে কী কৌশলে রাত দখল করতে পারেন তা আমরা নিজের চোখে দেখেছি। সেকাল থেকে একালের নারীর অন্তর্লীন কথাকে গভীর বোধ, ভাবনা আর অনবদ্য দক্ষতায় মূর্ত করে তুলল কলাঙ্গন। মাধ্যম ছিল কথা কবিতা নাচ ও গান। আলেখ্যর শিরোনাম ছিল 'তুঝে সালাম'। অনুষ্ঠানটির ভাবনা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার কর্ণধার পৃথা সেন।

এদিনের সমগ্র আয়োজনের শিরোনাম ছিল প্রতিধ্বনি--চেতনায় ও প্রতিবাদে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহিলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচিত ব্যক্তিত্ব মিনতি সেন। মূল পর্বের সূচনায় ছিল কবিতা গান ও নৃত্যের একটি স্নিগ্ধ কোলাজ 'বাংলা বন্দনা'। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবি ঠাকুর, নজরুল, সুকুমার রায়ের রচনা নিয়ে কোলাজ 'হে আলোর দিশারী'ও সকলের মন কেড়েছে।

কলাঙ্গনের এই অনুষ্ঠান ছিল নানা রঙে বর্ণাঢ্য। অনুষ্ঠানে ছিল কয়েকটি ছোট নাটকও। তার মধ্যে নজর কেড়েছে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সহমরণ কবিতা নিয়ে লেখা 'নবজন্ম' নাটকে মিনি চরিত্রে শিশুশিল্পী মিশিকার অভিনয়। এইসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় 'ভদ্দর লোকের মা' নাটকে শিক্ষার্থী অলকা চক্রবর্তীর অভিনয় দক্ষতাও। বনানী মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটি শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা নজর কেড়েছেন তাঁদের মধ্যে মহুয়া বসু, চন্দনা বসু, দেবযানী ভট্টাচার্য, বুলা চৌধুরী, সুপ্তি শূর রায় সেন, তানিয়া দস্তিদার, অদিতি মুখার্জি, সুস্মিতা চন্দ, রাজশ্রী সাহা, নন্দিতা সিনহা, রেমা গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনা দে, গার্গী চৌধুরী, ঋতুপর্ণা দত্ত, পপি কুণ্ডু, অলকা চক্রবর্তী, শবরী ঘোষ, মৌসুমি সাহা উল্লেখযোগ্য। এ শহরের বর্ষীয়ান বাচিকশিল্পী মুক্তি চন্দের স্বরাভিনয়ে প্রাণ পেয়েছিল জয়িতা সেন রচিত যুদ্ধবিরোধী আলেখ্যটিও।

নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন সংগীতে সত্যজিৎ মুখার্জি, কাকলি মজুমদার চাকি, আশিস কংসবণিক। নৃত্যে অদিতি দাস ঘোষ, ঋতুপর্ণা দত্ত, জাতভেদা সেন, সহেলী বসু ঠাকুরের শিক্ষার্থীরা, আবহে অভিজিৎ রায় গঙ্গোপাধ্যায় ও জয়ন্ত বসাক। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশিস ভট্টাচার্য, জুঁই ভট্টাচার্য, কৌশিক রজক ও সুলগ্না চন্দ্র। *– ছন্দা দে মাহাতো*

ছন্দোবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে কলাঙ্গনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

দ্বিতীয় উপন্যাস

দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হল নয়া সাইলি চা বাগানের সুকান্ত নাহা'র। সাতের দশকে ১৮ মাস ধরে মালিক পরিত্যক্ত ডুয়ার্সের একটি চা বাগানের প্রেক্ষাপটে বাস্তবধর্মী ওই আখ্যান ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলতে শুরু করেছে পাঠকমহলে। নয়া উপন্যাসটির নাম 'সাঁঝদিয়ার চুপকথা'। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বইমেলায় তাঁর বইটি প্রকাশিত হয়। ডুয়ার্সের প্রান্তিক এলাকায় থেকে সুকান্ত দীর্ঘদিন ধরে নিভৃতে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। চা বাগানের কর্মচারী আন্দোলনের এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ব্রজগোপাল ঘোষের ওপর গত বছর প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চা ডুবুরি'ও দারুণ জনপ্রিয় হয়। এবারের উপন্যাসটি যে বন্ধ বাগানের পটভূমিতে লেখা সেখানে অনাহারে শ্রমিকমৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। এর আগে নয়া সাইলির বড়বাবু পদে কর্মরত সুকান্তর ১০টি ছোটগল্পের সংকলন 'সেলিম-একটি গল্প ও মৌলবাদ' প্রকাশিত হয়েছিল। এর বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর লেখা ছোটগল্প, কবিতা, রম্যরচনার সংখ্যা অসংখ্য। *–শুভজিৎ দত্ত*

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের হাত ধরে জলপাইগুড়িতে অঙ্কুরোদ্গম পত্রিকার আবরণ উন্মোচিত হল। গান গেয়ে শোনান নিরুপম ভট্টাচার্য, দুর্গা রায়, রঞ্জনা সাহা, অলিভা ঘোষ, রত্না সরকার প্রমুখ। কবিতা পাঠে ছিলেন দেবযানী সেনগুপ্ত, আকাশ পাল চৌধুরী, নির্মল ঘোষ। সপ্তাশ্ব ভৌমিক আধুনিক কবিতা নিয়ে ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। নৃত্য পরিবেশন করেন সমাপিকা চন্দ্র এবং জ্যোতিমা রায়। সঞ্চালনায় ছিলেন মুনমুন ভৌমিক। *–জ্যোতি সরকার*

নাটকে মঞ্চ মাতাল খুদেরা

কিছুদিন আগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে শিশু কিশোর সংস্থা চতুর্দশ নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল। প্রথম দিনের প্রথম নাটক ছিল আয়োজক সংস্থার ছোটদের থিয়েটার ইসকুলের শিক্ষার্থীদের তৈরি 'জার্মিনেশন'। তমোজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে নাটকে যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতিতে আগামী ভবিষ্যতের এক অশনিসংকেতের ছবি অসাধারণ দক্ষতায় ছোটরা ফুটিয়ে তুলেছে। মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ির পরিচালনায় ছোটদের গানগুলো মনকে নাড়া দিয়ে গেছে। শিশু কিশোর সংস্থার প্রযোজনায় দ্বিতীয় নাটক 'সোনালি স্বপ্ন'-তে অভিনয় করেছে নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবনের আবাসিক কিশোরীরা। আমাদের সমাজে মেয়েদের উপরে ঘটে যাওয়া নানা অমানবিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অন্যতম হল বাল্যবিবাহ ও নারী পাচার। এই বিষয়টি তুলে ধরে সচেতনতার প্রসার ঘটানো হয়েছে নাট্যে। এ নাটকটির রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং সহযোগী নির্দেশক ছিলেন সোমা দাস।

দ্বিতীয় দিনে ছোটদের থিয়েটার ইসকুলের সবচাইতে খুদেদের গীতিনাট্য 'একতাই বল' খুব ভালো লাগল। মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ির লেখা ও সংগীত পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতায় ছোটরা মঞ্চ মাতিয়েছে। কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন সাগরিকা গুহনিয়োগী। পরের নাটক ছোটদের থিয়েটার ইসকুলের মাঝারি বিভাগের শিক্ষার্থীদের 'অবাকপুরের ঝিলমিল' পরিবেশ দূষণ নিয়ে আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। সংগীত পরিবেশনে মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। তিনটি নাটকের আবহ তৈরি করেছেন শুভ দে। আলো পঙ্কজ মৈত্রের।

উৎসবের শেষ মঞ্চায়ন ছিল আয়োজক সংস্থা প্রযোজিত ও নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবনের কিশোরীদের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। সাগরিকা গুহনিয়োগীর নৃত্য পরিচালনায় নৃত্যনাট্যটি চিত্তাকর্ষক ছিল। উৎসবের সমাপ্তি ঘটে মঞ্চে শিশু দিবস পালনের মধ্য দিয়ে। প্রায় দেড় শতাধিক শিশু কিশোর-কিশোরী মঞ্চে কেক কাটার আনন্দে মেতে ওঠে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

জমজমাট।। *কোচবিহারে ছোটদের নাট্যোৎসবে পরিবেশিত 'জার্মিনেশন' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

প্রাণের ছোঁয়ায়

'আমার সোনার হরিণ চাই' গানে সুন্দর নাচ নেচে দীপশিখা, বর্ণালি, ক্যাটরিনা, মিলিয়ানির মতো ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চার খুদে সবাইকে মুগ্ধ করল। জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে এক অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ভীমবার স্নেহাশ্রম ব্লাইন্ড স্কুলের এই ছাত্রীদের কাছে আশ্রমই ওদের অনুপ্রেরণা। 'আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে' সমবেত নৃত্যে সংগীতা, মালবিকা, রাধাও সবাইকে মুগ্ধ করল। গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে গানে একক নৃত্য পরিবেশন করে মুন্নি খাতুন। সুধা কুজুরের কণ্ঠে উঠে এল দারুণ সমস্ত হিট গান। এসো আলো, তোলো ছিন্ন বীণা, লগ যা গলের মতো গানগুলি শুনে সবাই নস্টালজিয়ায় ভাসলেন। টার্সিলা কুজুর গাইলেন, 'আমি কলকাতার রসগোল্লা', 'উড়ি উড়ি বাবা'। বেতাব শেখের গাওয়া গান 'সজনি রে' দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল। সুধা, টার্সিলা, বেতাব ওদের চোখে এতটুকু দৃষ্টিশক্তি নেই। কিন্তু গানই ওদের প্রাণকে সমস্ত শক্তি জোগায়। শিলিগুড়ি সুকান্তনগরের জনকল্যাণ পুজো কমিটি বিগত তিন বছর ধরে এভাবেই অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। *–সম্পা পাল*

নজরে রাসবিহারী

ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট। রাসবিহারী বসুকে এই অভিধায় অভিহিত করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি জানতেন, রাসবিহারীর সাংগঠনিক দক্ষতা আর অশেষ কূটনৈতিক বুদ্ধির কথা। তা না হলে, জাপানে গিয়ে ব্রিটিশের ঝানু গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিগ এবং তার অধীনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মতো এত বড়মাপের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন না। রাসবিহারীকে নিয়ে এ যাবৎ যত বই প্রকাশ পেয়েছে, তা সবই মিথ আর বিভিন্ন বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ মাত্র। সত্যি বলতে, বাংলার বাইরে রাসবিহারীর কর্মকাণ্ড নিয়ে সেভাবে যথার্থ অনুসন্ধান হয়নি। সেই অনুসন্ধানের কাজ প্রায় এক দশকজুড়ে করেছেন শমীকস্বপন ঘোষ।

দেরাদুন, সাহারানপুর, অমৃতসর, দিল্লি গিয়ে যাবতীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট, ঐতিহাসিক ঘটনা, রাসবিহারীর পরিবারের প্রবীণদের দেওয়া তথ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন গভীর নিষ্ঠায়। এই প্রথম রাসবিহারী বসুর কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শমীকস্বপন ঘোষের লেখা 'অপরাজেয় রাসবিহারী'। ফিল্ড স্টাডিভিত্তিক এই লেখা শুধু ঐতিহাসিক তথ্যের কচকচানি নয়, প্রকৃতপক্ষে জীবন-উপন্যাস। থ্রিলারের মতো টানটান গদ্য। পড়ে ফেলা যায় একটানে। প্রকাশক : পারুলবই, ২১, রামনাথ বিশ্বাস লেন, দ্বিতল, কলকাতা ৯। দাম ১,৭০০ টাকা।

প্রাপ্তি উদযাপন

বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার সম্মানে সম্মানিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যদের নিয়ে শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শিক্ষাবিদ ডঃ তাপস চ্যাটার্জির বক্তব্যে উঠে আসে বাংলা ভাষার বেঁচে থাকার অদম্য লড়াইয়ে কথা। দিল্লি থেকে আগত বিশিষ্ট কবি প্রাণজি বসাক মহাশয়ের বক্তব্যেও ফুটে ওঠে বাংলার প্রাণের কথা। অনুষ্ঠানে সমিতির সহ সচিব তথা শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক সজলকুমার গুহকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ চৌধুরী, কণিকা দাস, ধনঞ্জয় পাল, অর্চনা মিত্র প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন অর্চনা মিত্র। *–সম্পা পাল*

বইটই

দুরন্ত ৫০

১৯৭৪ সাল। শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনীর মঞ্চে প্রথমবারের জন্য মঞ্চস্থ হয়েছিল 'প্রতিশ্রুত অভিমন্যু'। এরপর থেকেই শিলিগুড়ির দামামা নাট্যগোষ্ঠী ক্রমেই শিলিগুড়ির বৃত্ত ছাড়িয়ে উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্যের নাট্য অঙ্গনে একটি বড় পরিচিতি পেয়েছে। এবছর সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী। প্রকাশিত হয়েছে দামামা সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবন দত্ত রায়, বিপুল দাসদের মতো প্রথিতযশাদের নানা লেখা ঠাঁই পেয়েছে এই সংকলনটিতে। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সংস্থা যাঁদের হারিয়েছে, সংকলনে তাঁদের ছবি সবাইকে স্মৃতিমেদুর করে তুলবে। রয়েছে উল্লেখযোগ্য নানা প্রযোজনার বেশ কিছু ছবিও। সুদীপ্ত রায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি অসাধারণ।

কলম চলছেই

উত্তরবঙ্গের লেখালেখির জগতে ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ এক স্মরণীয় নাম। নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সবাইকে মুগ্ধ করে। ক্ষুদ্র পত্রিকা থেকে খবরের কাগজ বা নিজের লেখা বই, তাঁর কলম সবসময়ই চলছে। আনন্দবাবুর লেখা অসংখ্য বইয়ের তালিকায় আরেক সংযোজন দেশ বিভাজন ও স্বাধীনতার অমৃত জয়ন্তী/ প্রসঙ্গ বাঙালি হিন্দুর বিষাদগাথা। বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। স্বাধীনতার অমৃত জয়ন্তী, দেশপ্রেম ও বাঙালি সমাজ; দেশবিভাগ ও সীমানার বিবর্তন; দেশবিভাগ ও বাংলা সাহিত্য; দেশবিভাগ, দাঙ্গা, লাভ-ক্ষতি, বিষাদের ইতিকথা। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ির জেরে আজ আমরা কতটা রসাতলে তা এই বইয়ের মাধ্যমে ছবির মতোই পরিষ্কার।

অনন্য প্রচেষ্টা

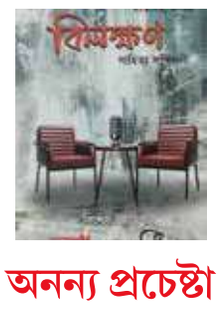

সাহিত্য সৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ অনন্য। বিলক্ষণ সাহিত্য সম্মিলনি প্রকাশিত পঞ্চম বর্ষ শারদ সংখ্যা তা আরও একবার প্রমাণ করল। সুজয়কান্তি তরফদার ও দীপালোক ভট্টাচার্যের যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকার এই সংখ্যা স্মরণলেখ, আলাপচারিতা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ভ্রমণে ঠাসা। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারকে নিয়ে দিব্যজ্যোতি নিয়োগীর লেখাটি বেশ। উমেশ শর্মা, ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল, বীরেন চন্দ, মঙ্গলাকান্ত রায়কে নিয়ে আলাপচারিতা বিভাগের লেখাগুলি অভিনব। সঞ্জয় সাহার প্রান্তিক 'কচুয়া' থেকে নাগরিক 'অঞ্জনা'য় অথবা একটি গানের ভাওয়াইয়া থেকে পল্লিগীতিতে রূপান্তরের গল্প', গৌতম গুহ রায়ের লেখা 'পেটকাটি মাও : একটি রহস্যময়ী শক্তিমূর্তি' পড়তে বেশ।

চেষ্টা অব্যাহত

প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ির মাগুরমারি নদী বাঁচাও সমিতির টোরেনিয়া পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা। ২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক ও এক গবেষক টোরেনিয়া নামে একটি নতুন উদ্ভিদ চিহ্নিত করেছিলেন। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আর সেই উদ্ভিদই অনেককে নতুন করে পথ চলার দিশা দেখায়। প্রকৃতিকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর এই পত্রিকার এবারের বিষয়বস্তুও সেই প্রকৃতিই। কলম ধরেছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়, পিকে ছেত্রী, অরূপ গুহ, তুহিনশুভ্র মণ্ডলের মতো নামীদামিদের অনেকেই। সবার স্বার্থে সমিতি যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে তার বহু সাক্ষী এই সংকলন।

চিঠির হাট

মাটির কলসিতে জল খাওয়া থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জে ভ্যানিশ হয়ে চলা ম্যাজিকম্যান, কৃষির সংস্কার থেকে অনলাইন পোর্টাল, লেখার বিষয়বস্তুর অভাব নেই। বীরভূমের মুন্সি দরুদের কলম তাই চলে দারুণ। পেশায় হোমগার্ড ভলান্টিয়ারের এই তরুণ নানা বিষয়ে লেখা লিখে বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থায় পাঠান। সমানে লিখে চলা এই সমস্ত চিঠির সৌজন্যেই তরুণকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ছাপার অক্ষরে সেই সমস্ত চিঠির সম্ভার নিয়েই তাঁর বই আমার চিঠি, আমার বই। কীভাবে চিঠি লেখার মতো একটি বিষয়কে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তার জলজ্যান্ত সাক্ষী এই বইটি।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

প্রত্যাঘাতের যুদ্ধে ভারত

হয়তো গাব্বায় ওপেনিংয়ে ফিরছেন রোহিত

ব্রিসবেন, ১৩ ডিসেম্বর : হোয়েন ইন রোম, ডু অ্যাজ রোমানস ডু!

হোয়েন ইন ব্রিসবেন, ডু অ্যাজ অস্ট্রেলিয়ানস ডু।

বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার দ্রুততম বাইশ গজ। সবুজ পিচ। গতি, বাউন্সের পাশে রয়েছে অতিরিক্ত বাউন্সের হাতছানি। এমন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে কী করা উচিত?

শনিবার ব্রিসবেনের গাব্বায় চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির তিন নম্বর টেস্ট শুরুর আগে প্রশ্নটা ঘুরছে ক্রিকেটমহলে। জবাবটাও সোজা, অস্ট্রেলিয়ানদের মতো করে ভাব। অতীতের সাফল্য থেকে আগামীর অক্সিজেন নাও। ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রেখে সামনে তাকাও। তাহলেই সাফল্য আসবে।

২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে এই গাব্বার মাঠেই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ক্রিকেট সমাজের মুখে চুন-কালি ঘষে দিয়ে টেস্টের পাশে সিরিজ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। দলকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরা হয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের চিরকালীন হল অফ ফেমে ঢুকে পড়েছিলেন ঋষভ পন্থ। সেই ঋষভ এবারও রয়েছেন দলে। কিন্তু চলতি সিরিজে এখনও বড় রান নেই তাঁর ব্যাটে। তিনি কি কাল থেকে শুরু হতে চলা গাব্বা টেস্টে নিজের অতীত সাফল্য ফিরিয়ে আনতে পারবেন? জবাব দেবে সময়। কিন্তু তার আগে অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্ট জিতে সমতা ফেরানো প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে তিন নম্বর টেস্ট খেলতে নামার আগে বিস্তর প্রশ্নের সমাধানের কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়া।

প্রশ্ন এক, অধিনায়ক রোহিত শর্মা কি আগামীকাল তাঁর পছন্দের ওপেনিংয়ে ফিরবেন? সঠিক জবাব স্পষ্ট না হলেও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে। রোহিত ওপেনিংয়ে ফিরলে লোকেশ রাহুলকে ফিরতে হবে ছয় নম্বরে। প্রশ্ন দুই, হর্ষিত রানার পরিবর্তে তিন নম্বর টেস্টে কি দেখা যাবে বাংলার আকাশ দীপকে? এমন সম্ভাবনাও প্রবল। জোড়া টেস্টে সুযোগ পাওয়ার পরও হতাশ করেছেন হর্ষিত। প্রশ্ন তিন, চলতি সিরিজে বারবার প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হয়ে চলেছে ভারতীয় ব্যাটিং। এই রোগ কি সারবে গাব্বায়? প্রশ্ন চার, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বদলে গাব্বা টেস্টে কি ফিরতে চলেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর? নাকি রবীন্দ্র জাদেজাকে একটা সুযোগ দেওয়ার কথা ভাববে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, ওয়াশিংটনের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। যার মূল কারণ, ২০২১ সালের সেই ঐতিহাসিক টেস্টে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওয়াশিংটনের।

শুধু একা ওয়াশিংটন নন, অধিনায়ক রোহিত, ঋষভ, শুভমান গিল, মহম্মদ সিরাজ- বর্তমান ভারতীয় দলের এই পাঁচ ক্রিকেটারই তিন বছর আগে গাব্বার দখল নেওয়া সেই ঐতিহাসিক টেস্টে খেলেছিলেন। যে দলের অধিনায়ক ছিলেন আজিঙ্কা রাহানে। চেতেশ্বর পূজারাও টিম ইন্ডিয়ার জয়ে সেদিন বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাহানে-পূজারারা এখন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলে অতীত। মাঝে অনেকটা সময় পার। যদিও কাল থেকে গাব্বা টেস্ট শুরুর আগে বারবার ফিরে আসছে তিন বছর আগের সেই টেস্ট ম্যাচ। টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনের যুদ্ধে রোহিত-ঋষভরা তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কতটা ভরসা দলকে দিতে পারবেন, সময় বলবে। পাশাপাশি অ্যাডিলেড টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোর পর গাব্বা টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে প্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে। চোট সারিয়ে ফিরছেন জোশ হ্যাজেলউড। স্কট বোল্যান্ডের জায়গায় দলে ঢুকবেন তিনি।

পরিসংখ্যান বলছে, গাব্বার মাঠ অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও ব্যাটার মার্নাস লাবুশেনের 'পয়া'। তিন বছর আগে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে শতরান করেছিলেন লাবুশেন। গাব্বায় তাঁর ব্যাটিং গড় ৬৪। অধিনায়ক কামিন্সের গাব্বার মাঠে সাতটি টেস্ট খেলে ৪০ উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে। তাছাড়া পারথে হারের পর অ্যাডিলেডে জয়ের অক্সিজেন পেয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া আরও মরিয়া হয়ে ঝাঁপাতে চলেছে বাকি সিরিজে, এমনটা ধরেই নিয়েছে স্যর ডনের দেশের ক্রিকেটমহল। এখানেই আবার বিপক্ষ শিবিরকে মাঠে নামার আগেই পালটা দিয়েছেন শুভমান। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার অজিদের জন্য শুনিয়ে দিয়েছেন, সিরিজটা এখন তিন ম্যাচের। অতীত ভুলে ভারত সেই তিন ম্যাচের সিরিজের দিকেই ঝাঁপাতে চলেছে। যার মধ্যে মিশে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের স্বপ্নও।

শুভমানের মন্তব্যের পাশে গতকালের পর আজ গাব্বায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি ভারত। গাব্বায় সাম্প্রতিক অতীত কিন্তু একেবারেই ভালো নয় অস্ট্রেলিয়ার।

৯ বছর সম্পূর্ণ হল রোহিত শর্মা ও রীতিকার দাম্পত্য জীবনের। বিশেষ দিনে রোহিতকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়ে 'বেবি' বলে সম্বোধন করলেন রীতিকা। সঙ্গে হিটম্যান সম্পর্কে লিখেছেন, 'সেরা বাবা, সেরা স্বামী, সেরা বন্ধু- এর থেকে বেশি আর কিছু আমি চাই না।'

ভারত বনাম **অস্ট্রেলিয়া**

তৃতীয় টেস্ট

সময় : ভোর ৫.৫০ মিনিট
স্থান : ব্রিসবেন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও হটস্টার

ব্যাটিং অনুশীলন শুরুর আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে শুভমান গিল। ব্রিসবেনে শুক্রবার।

একুশের গাব্বা স্মৃতি ফেরাতে চান শুভমান

গম্ভীরদের বৈঠকে মূল চিন্তা ব্যাটিং

ব্রিসবেন, ১৩ ডিসেম্বর : মাঝে তিন বছর পার।

শিয়রে আরও একটা ব্রিসবেন টেস্ট। অ্যাডিলেড থেকে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহরে পা রাখা থেকে নস্টালজিয়ায় ভুগছেন ঋষভ পন্থ, শুভমান গিলরা। ২০২১-এ ব্রিসবেন নদীর তীরের গাব্বাতেই তরুণ ব্রিগেড কুড়িয়ে নিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা জয়।

চেতেশ্বর পূজারার সঙ্গে শুভমানের ১১৪ রানের যুগলবন্দিতে তৈরি ভিতে দাঁড়িয়ে ঋষভের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের রোমাঞ্চ আজও উজ্জ্বল ক্রিকেটপ্রেমীদের মননে। গোলাপি টেস্টে ফিকে পারফরমেন্স সরিয়ে সেই ব্রিসবেনেই একুশের স্মৃতি ফেরানোই পাখির চোখ ভারতীয় শিবিরের।

প্রাক টেস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির শুভমানের গলাতে সেই সুর। দলের ব্যাটিং মেরামতি থেকে বোলিং, রোহিত শর্মার হয়ে সাফাই থেকে দাবার নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশকে অভিনন্দন, কোনও কিছুই বাদ ছিল না শুভমানের সাংবাদিক সম্মেলনে।

ব্রিসবেন স্মৃতি

এখানে পা রাখার পর পুরোনো স্মৃতিগুলি ভিড় করছে। ২০২১-এর জয়ের পর ফের এখানে। শুধু আমার নয়, গোটা দল স্মৃতিমেদুরতায় ভুগছে গাব্বায় পা রেখে। পিচ একই রকমই মনে হচ্ছে। কাল দেখার পর আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব।

ব্যাটিং ব্যর্থতা

ব্যাটিং গ্রুপ হিসেবে আমাদের মূল লক্ষ্য বড় স্কোর তৈরি করা। টিম মিটিংয়ে বারবার যা গুরুত্ব পেয়েছে। এটাই ছিল মূল আলোচনা। তবে দলগত স্ট্র্যাটেজির পাশাপাশি প্রত্যেক ব্যাটারের নিজস্ব পরিকল্পনাও থাকবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী।

অ্যাডভান্টেজ ভারত

গোলাপি বলে আমরা খেলার সুযোগ সেভাবে পাই না। বিশেষত রাতে বলের সিম পজিশন, রিলিজের সময় বোলারদের হাতের পজিশন বোঝা কঠিন। যা সমস্যায় ফেলেছে। দুই টেস্ট শেষে স্কোরলাইন ১-১। আপাতত আমাদের কাছে এটা তিন ম্যাচের সিরিজ। গাব্বার পর শেষ দুই ম্যাচ মেলবোর্ন ও সিডনিতে। যার সুবিধা পাব আমরা।

অস্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জ

সফরকারী দলগুলির জন্য অস্ট্রেলিয়া সবসময় কঠিন জায়গা। বিশেষত, এখানে টেস্ট ম্যাচের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। শুরু থেকে শেষ, পুরো ম্যাচে ফোকাস না রাখলেই বিপদ। শুধু টেকনিক নয়, মানসিকভাবেও চ্যালেঞ্জ থাকে। মানসিকভাবে তাজা থাকা জরুরি। বিশেষত, এখানে (গাব্বা)।

রোহিতের হয়ে সাফাই

আজ ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল। এমনিতেই প্রচুর প্রস্তুতি নিয়েছে রোহিত। একদিন অনুশীলন না করলে কিছু এসে যায় না। তাছাড়া আমরা লাল বলে দিনের বেলায় খেলতে অভ্যস্ত। আশা করি এখানে অসুবিধা হবে না বলে। দল হিসেবে আমাদের মূল লক্ষ্য হবে বড় স্কোর করা।

নাম নিয়ে ভাবতে নারাজ

হারতে থাকলে ভয় কাজ করে। মনের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়। আমরা গতবার এখানে জিতেছিলাম। পরে ভারতেও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছি। তাই ভাবতে রাজি নই। কে বল করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও চাই না। বর্তমান প্রজন্ম বল দেখে খেলে, নাম নিয়ে ভাবে না।

প্রস্তুতির মাঝে খোশমেজাজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলাররা। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

হেরো কেরালাকেও খাটো করছে না বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : দুঃসংবাদ সবুজ-মেরুন সদস্যদের জন্য। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নেই গ্রেগ স্টুয়ার্ট।

যতই সময় খারাপ যাক না কেন, কেরালা ব্লাস্টার্সকে খাটো করে দেখছেন না হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে চরিত্রবিরোধীভাবেই এলেন দেরিতে। স্বাভাবিক স্প্যানিশ সৌজন্য দেখিয়ে কথা শুরু করার আগে দুঃখপ্রকাশ করতে ভুললেন না। সামনেই বড়দিন। তাই বোধহয় ছেলে এসেছেন বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে। বড় পুত্রের নাম কী? জানতে চাইলে অবাক করে বললেন, 'আমার যা নাম, সেটাই। ওর নামও হোসে।' বাইরে একথা বললেও ছেলেও ফুটবল খেলে কি না সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্ন করতে ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেবেন না বলে জানিয়ে দেন। আপাদমস্তক পেশাদার মোলিনার কাছে তাই এটাই প্রত্যাশিত যে তিনি কেরালাকেও গুরুত্ব দেবেন। সে যতই তারা ক্রমাগত হেরেই চলুক না কেন। টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত থাকায় কি খানিকটা আত্মতুষ্টি আসতে পারে না? সাহাল আবদুল সামাদ হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'কী বলছেন, আত্মতুষ্টি! আমাদের কোচ কিছুতেই তো খুশি হন না! আরও ভালো খেলতে হবে, প্রতিদিন অনুশীলনে এটাই থাকে ওঁর একমাত্র বক্তব্য। আত্মতুষ্ট হলে জায়গা চলে যাবে দল থেকে।' তাঁর কোচের মুখেও একই কথা, 'যারা হারে তাদের বিপক্ষে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ওরা বাড়তি তাগিদ নিয়ে ঝাঁপাবে। তাছাড়া ভালো খেলার কোনও শেষ নেই। আমাদের কাছে প্রতি ম্যাচেই তিন পয়েন্ট পাওয়াটা খুব জরুরি। তাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য কেরালার বিপক্ষে জয়। অন্য কোনও ম্যাচ বা লিগ জয়, এসব নিয়ে ভাবছিই না।'

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

তবে এরইমধ্যে ফের খারাপ খবর, গ্রেগ স্টুয়ার্টকে ফের চোট ভোগাচ্ছে। যা মোলিনা নিজেই জানিয়ে দিলেন। ফলে দিমিত্রিস পেত্রাতোসই যে শুরু করবেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু জেমি ম্যাকলারেনের জায়গায় কেন জেসন কামিংস শুরু করবেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে মোলিনার মুখ গম্ভীর হল, 'দেখুন ম্যাচের গুরুত্ব, প্রতিপক্ষের খেলার স্টাইল দেখে আমি প্রথম একাদশ ঠিক করি। তাই জেসন যে শুরু করবে না, একথা কে বলল?' আসলে তাঁর দলে বিদেশিদের থেকেও বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠছেন এখন ভারতীয় ফুটবলাররা। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সাহাল, আপুইয়াদের যা পারফরমেন্স তাতে এক-আধদিন বিদেশিরা ফ্লপ করে গেলেও জয় তুলে নিতে সমস্যা হচ্ছে না। সেখানে কেরালার সমস্যা হল, চোটের পর ফিরে এসে আদ্রিয়ান লুনার পুরোনো ফর্মে না ফিরতে পারা। রাহুল কেপির মতো কেউ কেউ থাকতেই রাজি নন দলে। ফলে সবমিলিয়ে মাইকেল স্তারের দল শেষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটা জিতে বেশ চাপে। ১১ ম্যাচে এগারো পয়েন্ট নিয়ে তারা আপাতত ১০ নম্বরে। এই জায়গা থেকে বেরোতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকেই লুনারা বেছে নেন কি না সেটাই দেখার। গত মরশুমে এই কেরালা ম্যাচ হেরেই চাকরি যায় হুয়ান ফেরান্দোর। নিশ্চিতভাবেই এই কথা মাথায় আছে মোলিনার।

রানে ফিরতে হাসির দ্বারস্থ স্মিথ

বিরাটদের ভয় দেখাচ্ছেন কামিন্স

ব্রিসবেন, ১৩ ডিসেম্বর : অ্যাডিলেডের সফল স্ট্র্যাটেজি থাকছে ব্রিসবেনেও। ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য ফের 'চিন মিউজিকে'ই আস্থা অস্ট্রেলিয়া শিবিরের। শর্টপিচ ডেলিভারির ডালি সাজিয়ে গাব্বার বাউন্সি পিচে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পরীক্ষায় ফেলার কথা শোনালেন প্যাট কামিন্স।

ব্রিসবেনে কি ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য বাউন্সারের রণকৌশল নিচ্ছেন? যে প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। কামিন্সের সাফ কথা, অ্যাডিলেডে যখন সফল, তখন ব্রিসবেনে সেই অস্ত্র কেন হাতছাড়া করবেন? বরং বাউন্সারের পরিমাণ বাড়তে পারে।

সিরিজ ১-১। শনিবার শুরু ব্রিসবেন টেস্টে টাইভাঙার পালা। যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রাক্কালে প্রথম এগারো পরিষ্কার করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডে স্কট বোল্যান্ড সফল। কিন্তু ব্রিসবেনের একাদশে জায়গা হচ্ছে না। চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটছে জোশ হ্যাজেলউডের।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্স।

বাউন্সার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কামিন্সের ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি, 'অ্যাডিলেডে সুফল পেয়েছিলাম এই পরিকল্পনার। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মাথায় এটা থাকবে। ব্রিসবেনে প্রয়োজনমাফিক এর ব্যবহার করা হবে। প্ল্যান 'এ'-র পাশাপাশি প্ল্যান 'বি'-ও থাকবে। প্রতিপক্ষ ব্যাটার এবং পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনার প্রয়োগ করা হবে।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সহ গোলাপি বলের বাড়তি বাউন্স সামলাতে পারেননি দুই ইনিংসে। বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের হালও মোটামুটি এক। কামিন্স বুঝিয়ে দিলেন, দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের অন্যতম সেই 'হিট থিওরি'তেই ফের ভারত-বধের ছক। চিরাচরিত প্রথা মেনে আগুনে উইকেটের হাতছানি। কামিন্সও বলেছেন, 'গতকাল উইকেট দেখেছি। বেশ ভালো পিচ। গত কয়েক বছর ধরে যেমন পিচ থাকে ব্রিসবেনে, সেরকমই। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত সিরিজের মতো সবুজ নয়। তাছাড়া গত দুইদিনে ঝলমলে সূর্যের দেখা মিলেছে।'

গাব্বার পিচে অবশ্য বছর তিনেক আগে পেস-জুজু বুমেরাং হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। ২০২১-এ ভারতের কাছে ভেঙে পড়েছিল ৩৩ বছর গাব্বায় অপরাজিত থাকার নজির। গত গোলাপি টেস্টেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারতে হয়েছে। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ ক্যাঙারু ব্রিগেড।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল পুরোদস্তুর পেস-আক্রমণ নিয়ে শনিবার শুরু টেস্টে নামবে অস্ট্রেলিয়া। সেক্ষেত্রে স্পিনার নাথান লায়োনের পরিবর্তে হ্যাজেলউড ঢুকবেন। বোল্যান্ডের ওপরই কোপ পড়ছে। কামিন্স বলেন, 'জানুয়ারিতে আরও বেশি গরম থাকে। তুলনায় এখন কিছুটা কম। এহেন পরিস্থিতি নিয়ে জোশ হ্যাজেলউডের কিছু বিশেষ ভাবনা, পরিকল্পনা থাকে সবসময়। অ্যাডিলেডে স্কট বোল্যান্ড খুব ভালো বল করেছিল। ওকে বাদ দেওয়া কঠিন। তবে সিরিজে এখনও কয়েকটা ম্যাচ রয়েছে। আশা করি সুযোগ পাবে।'

> জানুয়ারিতে আরও বেশি গরম থাকে। তুলনায় এখন কিছুটা কম। এহেন পরিস্থিতি নিয়ে জোশ হ্যাজেলউডের কিছু বিশেষ ভাবনা, পরিকল্পনা থাকে সবসময়।
>
> **প্যাট কামিন্স**

স্টিভেন স্মিথ এদিকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে প্রাক্তন সতীর্থ 'মি. ক্রিকেট' মাইক হাসির টোটকায় রানে ফিরতে মরিয়া। চলতি সিরিজেও (৩ ইনিংসে ১৯ রান) ব্যাডপ্যাচ আরও দীর্ঘ। যা কাটাতে প্রথম টেস্টের পর হাসির 'ক্লাসে' নাকি সময় কাটিয়েছেন স্মিথ ও মার্নাশ লাবুশেন। দ্বিতীয় টেস্টে লাবুশেন ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ব্রিসবেনে অপেক্ষায় স্মিথ।

হাসির কথায়, টেকনিকের পাশাপাশি মানসিক দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। স্মিথরা প্রস্তুতিতে ঘাম ঝরাচ্ছেন। যত বল খেলবে, ততই ভালো জায়গায় থাকবে।

রেফারিং নিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে লাল-হলুদে চিন্তা চোট সমস্যাও

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : পরপর দুই ম্যাচে জয়ে ফেরার পর যখন মনে হচ্ছিল, এবার মসৃণ যাত্রা শুরু হল। তখনই ফের ধাক্কা। মাঝমাঠে মাদিহ তালালের চোট এবং জিকসন সিংয়ের লাল কার্ড আবারও হারের সরণিতে নিয়ে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গলকে।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁও মনে করছেন, দলের দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার বেরিয়ে যেতেই তাঁর দল পিছিয়ে পড়ে। তবে ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে হারের জন্য মূলত রেফারিকেই দায়ী করছে লাল-হলুদ শিবির। কোচ থেকে সমর্থক, সকলেই মনে করছেন দল ১০ জন হয়ে না গেলে হয়তো ম্যাচ থেকে হেরে ফিরতে হত না। যদিও ব্রুজোঁ স্বীকার করেছেন, তাঁর দলের প্রথম গোল খাওয়াটা একেবারেই উচিত হয়নি। তবু সবকিছুর পর তিনি দলের লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করে বলেছেন, এই মানসিকতাই পরবর্তীতে আরও ভালো করতে সাহায্য করবে। ম্যাচ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, 'ওড়িশার প্রথম গোলটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলব। নিজেদের ভুলে গোল না খেলে হয়তো খেলার ফল আমাদের পক্ষেই যেত। ছেলেরা যে মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছিল, ওরা যা খেলেছে তাতে এই ম্যাচ আমাদের হারার কথা নয়।' প্রতিপক্ষ ফুটবলার দিয়েগো মৌরিসিও ও হুগো বৌমৌসের প্রশংসা করেন অস্কার, 'আসলে ম্যাচের শেষদিকে ওড়িশার দুই বিদেশি ফুটবলারই পার্থক্য গড়ে দেয়। ওদের মধ্যে বোঝাপড়া দারুণ। এই ম্যাচে আমাদের দলে যাঁর ভূমিকা প্রধান হতে পারত সেই মাদিহ ম্যাচের শুরুতেই চোট পেয়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও বাড়ে। এমআরআই হলে বোঝা যাবে ওর চোট কতটা গুরুতর। মাদিহর ব্যথা রয়েছে। মনে হচ্ছে চোটটা গুরুতর।'

সাউল ক্রেসপো দুই সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে। তারপর ফের পরীক্ষার পর বোঝা যাবে, তিনি কতদিনে ফিট হয়ে উঠতে পারবেন। দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও হেক্টর ইউস্তেও কবে মাঠে নামতে পারবেন পরিষ্কার নয়। ম্যাচের পর তালাল পায়ে বিশাল স্ট্র্যাপ বেঁধে ক্রাচ নিয়ে মাঠ থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওড়িশা ফুটবলারদের সাহায্য করতে দেখা গিয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁর এসিএল টিয়ার হয়েছে। যার অর্থ গোটা মরশুমেই তিনি অনিশ্চিত। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে বিদেশি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করতে হবে ম্যানেজমেন্টকে।

রোদ থেকে বাঁচতে তোয়ালের আশ্রয়ে ট্রাভিস হেড।

বুমরাহ চ্যাপেলের চোখে লিলি-রবার্টস

মার্নাস সেঞ্চুরি পেলে অবাক হব না : ক্লার্ক

ব্রিসবেন, ১৩ ডিসেম্বর : গাব্বা দ্বৈরথের আগে বাড়তি 'অক্সিজেন' জসপ্রীত বুমরাহর জন্য। আর তা জোগালেন কিংবদন্তি গ্রেগ চ্যাপেল। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ এদিন বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে তুলনা করেন কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি ও অ্যান্ডি রবার্টসের সঙ্গে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথমসারির দৈনিকে গ্রেগ চ্যাপেল লিখেছেন, যাদের সঙ্গে বা বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণ বোলার হলেন লিলি ও রবার্টস। ব্যতিক্রমী অ্যাকশন, অসাধারণ বোলিং নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রাখলে এই দুই কিংবদন্তির সঙ্গে রাখতে হবে বুমরাহকেও।

গ্রেগ লিখেছেন, 'লিলির মতো ব্যাটারদের অস্বস্তিতে রাখার ক্ষমতা রয়েছে বুমরাহর। ব্যাটারদের থিতু হতে দেয় না কখনও। বুমরাহর বিষাক্ত ইয়র্কার, অস্বস্তিতে ফেলা বাউন্সার এবং অন্যরকম বোলিং অ্যাকশন লিলির ক্ষমতাকে মনে করিয়ে দেয়। নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ, আগ্রাসন ব্যাটারদের কাছে ওকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে।'

ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি রবার্টসের প্রসঙ্গ টেনে গ্রেগের সংযোজন, 'অহেতুক শক্তি প্রয়োগ নয়, রবার্টসের মতো কৌশলগত দক্ষতায় ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলে বুমরাহ। ২০১৮-য় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্টে বুমরাহর ৩৩ রানে ৬ উইকেটের স্পেল রবার্টসের ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বোলিংয়ের আধুনিক প্রতিচ্ছবি।'

এদিকে, ব্রিসবেন টেস্টের আগে ফের রোহিত শর্মাকে ওপেনিংয়ে ফেরার পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। যুক্তি, গত ৮-৯ বছরে টপ অর্ডারে নেমে বাইশ গজে রাজত্ব চালিয়েছেন রোহিত। ওই পজিশনেই সেরাটাই বেরিয়ে আসবে, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

ব্রিসবেন টেস্টের পর ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট। নিউ ইয়ার টেস্ট শুরু ৩ জানুয়ারি সিডনিতে। শাস্ত্রীর মতে, সিরিজ বর্তমানে ১-১। বাকি তিন ম্যাচে সঠিক সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, ব্রিসবেন টেস্টের ফলাফল।

শাস্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি রিকি পন্টিংয়ের গলাতেও। বলেন, 'রোহিতেরই ওপেন করা উচিত। লোকেশ রাহুল-যশস্বী জয়সওয়াল প্রথম টেস্টে ২০১ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিল। কিন্তু রোহিত অধিনায়ক এবং দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ব্যাটার। টপঅর্ডারে খেলে অভ্যস্ত। ওখানেই খেলা উচিত।'

গত ১২ ইনিংসে মাত্র ১৪২ রান করেছেন রোহিত। ব্যাটিং গড় মাত্র ১১.৮৩। পন্টিংয়ের যুক্তি, কোথায় ভুল হচ্ছে, জানে রোহিত। চলতি ব্যাডপ্যাচ কীভাবে কাটিয়ে উঠতে হবে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় টেস্টের পর লম্বা সময় পেয়েছে। পন্টিংয়ের বিশ্বাস, সমস্যা কাটিয়ে সাফল্যের রাস্তা ঠিক খুঁজে নেবেন হিটম্যান।

অনুশীলনে বল হাতে অস্ট্রেলিয়ার মার্নাস লাবুশেন।

রবি শাস্ত্রী, রিকি পন্টিংরা যখন রোহিতের হয়ে ব্যাট ধরছেন, তখন মাইকেল ক্লার্ক ভরসা রাখছেন মার্নাস লাবুশেনের ওপর। বিশ্বাস, পয়মন্ত গাব্বাতে শতরান অপেক্ষা করছে। গোলাপি বলের টেস্টে মার্নাশের পারফরমেন্স তুলে ধরে ক্লার্ক বলেন, 'প্রথম দিন নৈশালোকে কঠিন পরিস্থিতিতে ও কিন্তু হাল ছাড়েনি। ভারতীয় বোলাররাও লাইন-লেংথে ভুল করলেও মার্নাসের কৃতিত্ব কম হচ্ছে না। নিশ্চিতভাবে যা ওকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। ব্রিসবেনে শতরান পেলে আমি অবাক হব না।'

ইডেনে ঝুলন স্ট্যান্ডের উদ্বোধন মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কান্ডারি। এহেন ঝুলন গোস্বামীর নামে ক্রিকেটের নন্দনকাননের গ্যালারির একটি স্ট্যান্ডের নামকরণের সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। সেই প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিতও হয়েছিল। আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে ঝুলন স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হতে চলেছে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আজ এই খবর জানিয়েছেন। ঝুলনের পাশে আগামী মঙ্গলবার ভারতীয় সেনার কর্নেল এনজে নায়ারের নামের স্ট্যান্ডেরও উদ্বোধন হবে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি ঝুলন ছাড়াও সিএবি-র সব শীর্ষ কর্তা, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও হাজির থাকবেন। প্রিয় ইডেনে নিজের নামে গ্যালারির একটি স্ট্যান্ডের উদ্বোধন প্রসঙ্গে আজ ঝুলন বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এমন সম্মান বিরাট গর্বের। যে মাঠে খেলে বড় হয়েছি, জাতীয় দলের জন্য খেলেছি, সেখানে আমার নামে গ্যালারির একটি অংশের স্ট্যান্ড থাকবে, স্বপ্নপূরণের মতো পুরো বিষয়টা। এমন উদ্যোগের জন্য সিএবি-কে ধন্যবাদ।'

মেহরাজকে কোচের প্রস্তাব মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : মুখে যতই কোচের পাশে থাকার বার্তা দিক না কেন, ভিতরে ভিতরে কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের বিকল্প খোঁজা শুরু করে দিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সূত্রের খবর, মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সাদা-কালো ম্যানেজমেন্ট। তিনি এই মুহূর্তে সন্তোষ ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীর দলের দায়িত্বে। মেহরাজের কাছে আই লিগের একটি দলের তরফে প্রস্তাব রয়েছে।

আপাতত প্রাক্তন ভারতীয় ডিফেন্ডারের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে মহমেডান। গত মরশুমের শুরুর দিকে মেহরাজ সাদা-কালো শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান মহমেডান দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কেই তিনি চেনেন। ফলে তাঁর পক্ষে কাজটা সহজ হবে বলেই মনে করছে মহমেডান থিংকট্যাংক।

দ্রাবিড়পুত্রের সেঞ্চুরি

মুলাপাডু, ১৩ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে কর্নাটকের হয়ে শতরান করল রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে আনভয়। ৪ নম্বরে নেমে ১৫৩ বল খেলে আনভয় ১০০ রানে অপরাজিত থাকে। ইনিংসে ১০টি বাউন্ডারি ও জোড়া ছক্কা ছিল। ম্যাচটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে কর্নাটক ৩ পয়েন্ট পায়।

‘গুকেশের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে হেরেছেন ডিং’

১৮ বছরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে ডোম্মারাজু গুকেশ।

তদন্তের দাবি রাশিয়ান কর্মকর্তার ■ ক্রামনিক মনে করছেন ‘দাবার মৃত্যু’

সিঙ্গাপুর, ১৩ ডিসেম্বর : চিনের ডিং লিরেনকে হারিয়ে ডোম্মারাজু গুকেশ কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। শেষ রাউন্ডে লিরেনের ভুল কাজে লাগিয়ে ম্যাচ ও খেতাব নিশ্চিত করেন তিনি। তারপর বোর্ডে বসেই কেঁদে ফেলেন চেন্নাইয়ের তরুণ। একই অবস্থা হয়েছিল মা জে পদ্মকুমারীর। তিনি এতটাই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন যে সারাদিন ফোন বা কম্পিউটারে হাত পর্যন্ত দেননি। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিনি ছেলের জয়ের খবর পান গুকেশের কাকিমার থেকে। পদ্মকুমারীর মন্তব্য, ‘প্রথমে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কান্না থামাতে ১০ মিনিটেরও বেশি সময় লেগেছিল।’ পদ্মকুমারী একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট। গুকেশের বাবা নাক, কান ও গলার ডাক্তার। তবে দেশবিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছেলের সঙ্গে থাকার জন্য তিনি কেরিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন। অর্থাৎ পদ্মকুমারীর রোজগারেই চলে পরিবারের সমস্ত খরচ। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্ত। যা একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় কঠিন সময়ের কথাও। বিশেষ করে গুকেশের বাবার পরিশ্রম।’

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেনের সঙ্গে ম্যাচ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন গুকেশ। তাঁর মন্তব্য, ‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেও এক নম্বর অবশ্যই কার্লসেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যাগনাসের বিরুদ্ধে খেলতে পারলে দারুণ হবে। সবটাই নির্ভর করছে ম্যাগনাসের উপর।’ গুকেশের এই প্রস্তাব অবশ্য নাকচ করে দিয়েছেন কার্লসেন। তাঁর কথায়, ‘এই সার্কাসে আমি নেই।’

২০১৩ সালে বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে কার্লসেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ১০ বছর খেতাব ধরে রাখার পর ২০২৩ সালে তিনি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ান। তখনই রাশিয়ার ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চির সঙ্গে খেতাবের লড়াইয়ে নামার সুযোগ পান লিরেন।

গোটা বিশ্ব মজলেও গুকেশের এই অনন্য কীর্তি মেনে নিতে পারছেন না রাশিয়ার দাবা সংস্থার প্রধান আন্দ্রেই ফিলতভ। তাঁর মতে লিরেন ইচ্ছে করে হেরে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের এই ফল দাবাপ্রেমীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। নির্ণায়ক মুহূর্তে চিনের দাবাড়ুর এমন ভুল সন্দেহজনক। আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার উচিত আলাদা করে তদন্ত করা।’ সঙ্গে আরও যোগ করেছেন, ‘প্রথম শ্রেণির দাবাড়ুদের পক্ষেও এমন ভুল করা কঠিন। মনে হল ইচ্ছাকৃত।’ অন্যদিকে রাশিয়ার প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক এক্সে (টুইটার) লিখেছেন, ‘আমাদের চেনা দাবার মৃত্যু ঘটল।’ সেই সঙ্গে তিনি লিরেনের ভুলকে ‘শিশুসুলভ’ বলে মন্তব্য করেছেন।

এই সমালোচনার মধ্যে গুকেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর আদর্শ বিশ্বনাথন আনন্দ। তিনি বলেছেন, ‘সমালোচনা সব ম্যাচের পরই হয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তোমার সমালোচনা হবে না, এটা আশা কোরো না। এসব পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।’

বাবা ও মায়ের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন নতুন বিশ্বসেরা।

আপটন-সূত্রে বাঁধা ভারতের সাফল্য

সিঙ্গাপুর, ১৩ ডিসেম্বর : কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে রেকর্ড গড়েছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। কিন্তু যদি জানতে চাওয়া হয় ২০১১ সালে ভারতের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়, ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের ব্রোঞ্জ জয় এবং গুকেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্যে মিল কোথায়? তাহলে উত্তর, দক্ষিণ আফ্রিকার প্যাডি আপটন। প্রতিটি ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখার দায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে আপটন গুকেশের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে আপটনকে কৃতিত্ব দিতে ভুলেননি চেন্নাইয়ের দাবাড়ু। বলেছেন, ‘গত ছয় মাসে প্যাডি দারুণ সাহায্য করেছে। ও দাবা খুব একটা বোঝে না, তবে খেলা এবং তার পেছনের মনস্তত্ত্ব বোঝে।’ অন্যদিকে, আপটনের মতে সহজ-সরল প্ল্যানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাফল্যের ফর্মুলা। তাঁর মন্তব্য, ‘বড় মঞ্চে প্রথমবার নামা তরুণ খেলোয়াড়রা মনে করে ওদের বুঝি বিশেষ কিছু করে দেখাতে হবে। এটাই সবচেয়ে বড় ভুল। ধারাবাহিকতা হল সাফল্যের মূল মন্ত্র, এতদিন যা করে এসেছ, সেটাই সঠিকভাবে করতে হবে। ধাপে ধাপে এগোতে হবে।’

গুকেশ ব্যাখ্যা করেছেন, শুধুমাত্র মানসিক নয়, ‘শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য আপটন আমার ব্যায়ামের রুটিনও ঠিক করে দিয়েছিল। সেশনের মধ্যে আমি নিজের ভাবনাগুলো বলতাম, তিনি সেই অনুযায়ী ফিডব্যাক দিতেন।’

> প্রথমে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কান্না থামাতে ১০ মিনিটেরও বেশি সময় লেগেছিল।
>
> **জে পদ্মকুমারী** (গুকেশের মা)

মূত্রনালির সংক্রমণে ভুগছেন কাম্বলি

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর : শচীন তেন্ডুলকার-বিনোদ কাম্বলি। রমাকান্ত আচরেকরের দুই ছাত্র। দুইজনের মধ্যে কে এগিয়ে, এই আলোচনায় একসময় চায়ের কাপে ঝড় উঠত। তবে কাম্বলি সময়ের গভীরে হারিয়ে যান। অসুস্থতার জেরে এখন তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। ৫০ বছরে শরীর এতটাই ভেঙে গিয়েছে যে, দেখে মনে হচ্ছে ৭০ ছাড়িয়েছেন। এবার বাধ্য হয়েই নিজের অসুস্থতা নিয়ে বিবৃতি দিলেন কাম্বলি। জানালেন সুস্থ হতে রিহ্যাবে যেতেও রাজি তিনি।

সম্প্রতি জানা গিয়েছিল গুরুতর অসুস্থ বিনোদ কাম্বলি। আর্থিকভাবেও সচ্ছল নন। তিনি জানিয়েছেন, মূত্রনালির সংক্রমণে ভুগছেন। ছেড়েছেন সমস্ত নেশা। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ‘এখন অনেকটাই ভালো আছি। আমাকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। সেই জন্য রিহ্যাবে যেতেও রাজি আছি।’ যদিও এই পরিস্থিতির জন্য কাম্বলির উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকে দায়ী করা হয়। আবার একাংশের অভিযোগ, শচীনের উচিত ছিল বন্ধুকে আরও সাহায্য করা। বিনোদ কাম্বলি নিজেও একটা সময় সেটাই মনে করতেন। তবে এখন তাঁর ধারণা বদলেছে। কাম্বলি নিজেই এবার বললেন, ‘শচীন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ২০১৩ সালে দুটো সাজারির অর্থ বহন করেছে।’ শুধু চিকিৎসাই নয়, কেরিয়ারেও মাস্টার ব্লাস্টারের থেকে পরামর্শ পেতেন বলে জানিয়েছেন কাম্বলি।

জয়ের হ্যাটট্রিক লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

প্লাজেন, ১৩ ডিসেম্বর : রুবেন অ্যামোরিমের হাত ধরে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলায় বৈচিত্র্য এসেছে। ধারালো হয়েছে আক্রমণ। তবে এক মাস কেটে গেলেও রক্ষণের রোগ এখনও সারাতে পারলেন না পর্তুগিজ কোচ। বৃহস্পতিবার ইউরোপা লিগের ম্যাচে চেকিয়ার ক্লাব ভিক্টোরিয়া প্লাজেনের বিরুদ্ধে আরেকটু হলে সেই ভুলেরই মাশুল দিতে হত লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে। যদিও তা হতে দিলেন না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা রাসমাস হোজলুন্ড। তাঁর করা গোলেই ইউরোপা লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করল রেড ডেভিলরা।

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল হজম করে বসে ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটি। তারপরই তিনটি পরিবর্তন করেন অ্যামোরিম। নামান হোজলুন্ড, অ্যান্টনি ও ম্যাসন মাউন্টকে। তারপরই লাল ম্যাঞ্চেস্টারের আক্রমণের তীব্রতা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ৬২ মিনিটে সমতা ফেরানোর পর ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের জয় নিশ্চিত করেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের পরিবর্ত হিসাবে নামা হোজলুন্ড।

পাক টেস্ট দলের কোচ আকিব

ইসলামাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর : পাকিস্তান টেস্ট দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন পেসার আকিব জাভেদ। তিনি এই মুহূর্তে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে পাক দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। শুক্রবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টেস্ট দলের কোচ হিসেবে আকিবের অভিষেক হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

এপ্রিল মাসে অজি তারকা জেসন গিলেসপিকে দুই বছরের চুক্তিতে পাকিস্তান টেস্ট দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে পাক বোর্ডের বনিবনা হচ্ছিল না। তাই বৃহস্পতিবার গিলেসপি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এর আগে গত অক্টোবরে পাক দলের সীমিত ওভারের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন গ্যারি কার্স্টেন।

উজ্জ্বল রাহানে, ফাইনালে মুম্বই

বেঙ্গালুরু, ১৩ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল মুম্বই। তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে বরোদাকে। শুক্রবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথমে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান করে বিদর্ভ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আজিঙ্কা রাহানের দাপটে ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় মুম্বই। ৫৬ বলে ৯৮ রান করে ম্যাচের সেরা রাহানে। শ্রেয়স আইয়ার ৩০ বলে ৪৬ রান করেন।

মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে অপর সেমিফাইনালে প্রথমে ৫ উইকেটে ১৪৬ রান করে দিল্লি। জবাবে রজত পাতিদার (৬৬) ও হরপ্রীত সিং ব্রারের (৪৬) দাপটে ১৫.৪ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মধ্যপ্রদেশ।

বিরাটদের ভয় দেখাচ্ছেন কামিন্স

-খবর তেরোর পাতায়

স্মরণে

স্বর্গীয়া যুথিকা ভৌমিক
প্রয়াণ : ১৪/১২/২০২৩

"যাওয়ার ছিল চলেই গেলে
দেখলে না আর ফিরে।
তোমার সংসার রইলো পড়ে
তোমার স্মৃতি ঘিরে।"

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে
সশ্রদ্ধ স্মরণে শোকাহত
পরিবারবর্গ :-
'অমলযূথী', নবগ্রাম, শিলিগুড়ি-৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্ম : 23/11/1945
তিরোধান : 5/12/2024

আমাদের পরম পূজ্য মাতা শ্রীমতী সৌদামিনী দাস গত ৫ই ডিসেম্বর ২০২৪, ৭৯ বছর বয়সে দিবা ৩:১০ ঘটিকায় সজ্ঞানে অমৃতলোক যাত্রা করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তিকামনায় আগামী ১৫ই ডিসেম্বর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন পূর্ব অরবিন্দনগর, জলপাইগুড়িস্থিত নিজ বাসভবনে করা হয়েছে।

নিবেদনে শোকাহত - পুত্র/কন্যা : কৃষ্ণা, কেশব, প্রবীর ও প্রতিমা। পুত্রবধূ : তাপসী ও সাবিত্রী। নাতি/নাতনিগণ : রূপসা, কিংশুক, কৌশিক, কঙ্কণ, ফাল্গুনী ও পল্লবী।